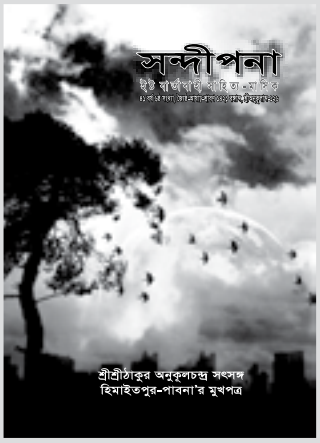

সম্পাদক
ড. শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার

সম্পাদনা সহযোগী
শ্রীতাপসকুমার রায়
tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

ঢাকা কার্যালয়
১৪০/১ শাঁখারী বাজার
ঢাকা-১১০০ ।

চট্টগ্রাম কার্যালয়
২৭ দেওয়ান্‌জী পুকুর লেন
রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম ।
ফোনঃ ০৩১-২৮৬০৭১১
মোবাইল: ০১৭১৪-৩১০২০৩
০১৮১৯-৩১২৫১৮

প্রধান কার্যালয়
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ
হিমাইতপুর-পাবনা
ফোনঃ ০৭৩১-৬৫৫২৩, ৬৫১৬৪
মোবাইলঃ ০১৭১৫-৫৩৪২০৭ (সম্পাদক)
০১৯১১-৭৮৮১৩৯ (সম্পাদনা সহযোগী)
০১৭১৮-১৫২৩৪৪ (অফিস)
E-mail: satsanghimaitpur@yahoo.com

বাণিজ্যিক যোগাযোগ
শ্রীঅনিশচন্দ্র ঢালী
০১৭১৯-৭৫৩৪৭৪

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠা সজ্জা
আমিনুল ইসলাম
প্রিন্ট মিডিয়া, প্রেসপট্টি, বগুড়া

সন্দীপনা

ই ষ্ট বা র্তা বা হী সা হি ত্য - মা সি ক

৪১ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ'২১ বঙ্গাব্দ, মে–আগস্ট'১৪ খ্রিঃ, শ্রীঅনুকূলাব্দ ১২৬

ন্যায়ভাবেই হো'ক
আর অন্যায়ভাবেই হো'ক
কেউ যদি তোমাকে কোন বিষয়ে দোষারোপ করে,
আর, তা'র যদি উত্তরই দিতে হয়,
বিনীত অভিব্যক্তি নিয়েই তা' ক'রো,
অন্যায্য অন্যায় স্থলে যদি
নিরোধও ক'রতে হয় তা'কে
এবং তা' যদি তিক্তও হয়,
যতদূর সম্ভব বিহিতভাবে
ঐ বিনয়ী মর্য্যাদাকে রক্ষা ক'রে
চ'লতে চেষ্টা ক'রো,
ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক প্রতিরোধে
বিষাক্ত দ্রোহেরই সৃষ্টি হয়;
আর, যদি অন্যায়ই ক'রে থাক,
নিজের দোষই যদি স্বীকার ক'রতে হয়,–
অন্যের অহিত হয়
এমনতরভাবে তা' ক'রতে যেও না,
তাই ব'লে অন্যায়কেও প্রশ্রয় দিও না । ১১১ ।

-শ্রীশ্রীঠাকুর, সদ্-বিধায়না

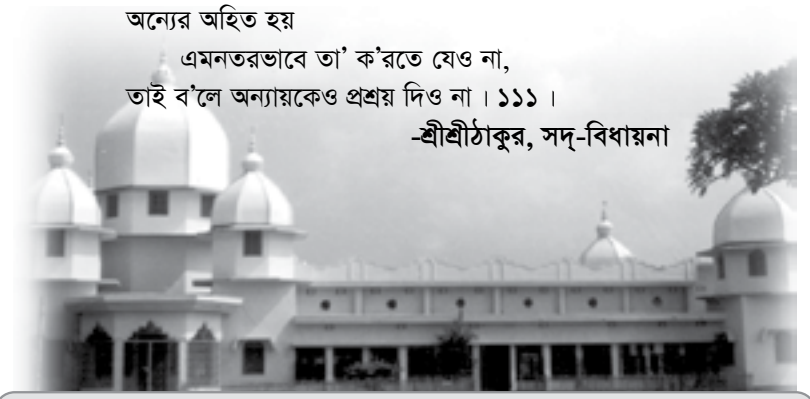

সূচিপত্র

দিব্যবাণী ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ৩
প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ৪
ছন্দে ছড়ায় জীবন আলো ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ৭
প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ৮
ওস্যান ইন এ টি-কাপঃ অনুবাদঃ শ্রীমতি ছবি গোস্বামী ১১
দিনঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩
মাতৃদীপনা- সেবা-বিধায়না ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ১৫
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সৃষ্টি ঃ শ্রীধৃতিগাপাল দত্তরায় ১৬
মানসতীর্থ পরিক্রমা ঃ শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু ১৯
আত্ম স্মৃতি (নিজ জীবন প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর) ২২
শ্রীশ্রীঠাকুর কথিত শব্দের ব্যাখ্যা ২৫
বাংলা গানের কথা ঃ সুস্মৃতি নাথ ২৭
কবিতা/সঙ্গীত ২৯
চিরঞ্জীব বনৌষধী– অর্জুন ঃ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য ৩১
সৎসঙ্গ সমাচার ৩৩
প্রার্থনার সময় সূচী ৪০

সম্পাদকীয়

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এই তিন মাস ব্রাকেটবন্দী করে সন্দীপনার বর্তমান সংখ্যাটি বের হল। একটি মাসিক পত্রিকার ত্রৈমাসিক বিলম্বিত প্রকাশ আমাদের আলসেমি, অযোগ্যতা ও দৈন্যদশারই করুণ বার্তা প্রদান করে। বাঞ্ছিত কাজটি সময়মত সম্পন্ন করতে না পারার কোন অজুহাত বা কৈফিয়তের খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করানো ঠিক নয়। নিজেদের ত্রুটি সবিনয়ে স্বীকার করে পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমাসুন্দর সুদৃষ্টি প্রার্থনা করছি।

আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম এই জ্যৈষ্ঠ মাসেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ, মা জাহেদা খাতুন। মানবতা, প্রেম, দ্রোহ ইত্যাদি নানা অভিধায় তাঁর কাব্যকীর্তি মূল্যায়িত। তাঁর বিদ্রোহের পংক্তিমালা পরাধীন ভারতবাসীকে অন্যায়, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা ও শক্তি দিয়েছে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে আমাদের জাতির পিতা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবিকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। একই সাথে তিনি জাতীয় কবির মর্যাদায় সমাসীন হন।

এই মাসে আম-জাম-কাঁঠাল-লিচু প্রভৃতি মৌসুমী ফলের সমাহারে বাংলার প্রকৃতি নবরূপে সজ্জিত হয়। নির্দোষ, সুস্বাদু ফল-সম্ভার মানবদেহে পুষ্টির যোগান দেয়। অথচ কিছু অসৎ ও লোভী ব্যবসায়ীচক্রের অশুভ কারসাজিতে এই নির্মল ফলও এখন বিষবৎ পরিত্যাজ্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে। ফরমালিন নামক মারাত্মক ক্ষতিকর পদার্থের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগের ফলেই অমৃত-অনন্য স্বাদের ফল আজ খাওয়ার অযোগ্য পণ্যে পরিণত হচ্ছে। আর অজ্ঞানতাবশত এসব খেয়ে দীর্ঘমেয়াদি নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে নিরপরাধ মানুষ। মানুষের ভোজ্যদ্রব্যে বিষ বা ফরমালিনের ব্যবহার কোনক্রমেই কাম্য নয়। জনস্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর সব ধরনের কাজ থেকে সকল মানুষ বিরত থাকবে– এ মুহূর্তে এটিই আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

১৮ জ্যৈষ্ঠ পুরুষোত্তম জননী মনমোহিনী দেবীর জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে পরমতীর্থে ত্রৈমাসিক ঋত্বিক সম্মেলন হয়ে গেল। বহুভক্তের সমাগমে আশ্রম প্রাঙ্গণ ছিল মুখরিত। সে তুলনায় আষাঢ়ে আশ্রম অনেকটাই ফাঁকা। বাইরের ভক্ত সমাগম কম। ঋত্বিকবৃন্দের অনেকেই যাজন পরিক্রমায় গেছেন।

বাংলার ঋতুবৈচিত্রে অনেকটা পরিবর্তনের ফলে এখন আষাঢ়ে আর বর্ষার বাস্তব সূচনা হয় না। আকাশে মেঘের আনাগোনা থাকলেও বৃষ্টির অঝোর ধারায় পতনদৃশ্য কদাচিৎ মেলে। কবিগুরুর "নীলনবঘনে আষাঢ় গগণে তিল ঠাঁই" না থাকায় প্রবল বৃষ্টিপাতের আশঙ্কায় ঘরের বাইরে যেতে সতর্ক বার্তার অবকাশ এখন ক্রমেই কমে যাচ্ছে। শ্রাবণের শুরুতে ধীরে ধীরে প্রকৃতিতে পরিবর্তনের বাতাস বইতে থাকে। নেমে আসে শ্রাবণ মেঘের দিন।

এবার মুসলিম সম্প্রদায়ের পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উৎযাপিত হল এই শ্রাবণ মাসে। সারা রমজান মাস জুড়ে কঠোর সংযম, সাধনা ইবাদত-বন্দেগী শেষে এলো খুশির ঈদ। ধনী-গরীব, উচু-নীচু ভেদাভেদ ভুলে সবাই ঈদের পবিত্র মিলন-মেলায় গেয়ে উঠে–বিদ্রোহী কবির সেই বিখ্যাত গানের কলি– 'রমজানের এই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।' মুসলিম সম্পদায়ের সবাইকে 'ঈদ মোবারক'।

শ্রাবণের শেষ দিকে দেশের নদ-নদীতে পানি বাড়তে থাকে। একটানা বৃষ্টি, উজান থেকে নেমে আসা ঢলে নদীর ধারণ ক্ষমতাকে ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। প্রায় প্রতি বছরের এই বন্যা আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। মানুষের ঘর-বাড়ি, ফসলের ক্ষেত বন্যার পানির তোড়ে ভেসে যায়। নদী ভাঙ্গন বাড়ে মানুষ আশ্রয়হীন হয়। উপযুক্ত পরিকল্পনায় এই দুষ্টচক্র রোধ করা না গেলে আমাদের জাতীয় উন্নতি হবে বাঁধাগ্রস্থ।

২২ শ্রাবণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস। আমাদের জাতীয় জীবনে সঙ্গীতের অমর স্রষ্টা বিশ্বকবির প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

শুরুতে আমাদের কর্মশৈথিল্যের কথা বলেছি। ঢিলেঢালা রকমে চলাটা শ্রীশ্রীঠাকুর পছন্দ করতেন না। কর্মীদের উদ্দেশ্যে এক জায়গায় বলেছেন–'ইষ্টের স্বার্থ ছাড়া নিজের স্বার্থ বলতে আর কিছু থাকবে না, ইষ্টের প্রতিষ্ঠা ছাড়া নিজের প্রতিষ্ঠা বলতে কিছু থাকবে না। এইটে যার মধ্যে যত প্রতিষ্ঠালাভ করবে, সে তত পরিবেশের জীবন-বৃদ্ধির হোতা হয়ে উঠবে।'(আলোচনা প্রসঙ্গে, ৩য় খণ্ড)

অচ্যুত ইষ্টপ্রাণতা থাকলে যে কোন মানুষই অসাধ্য সাধন করে ফেলতে পারে। কারণ তিনিই তো বলেছেন– 'আমরা সব নাড়াবুনের দল, কাজ করতে হচ্ছে কীর্তনীয়ার। তবে আশা হয় এই যে, পরমপিতার কাজ অজ্ঞাত, অখ্যাতদের দিয়েই হয়ে থাকে।' (প্রাগৃক্ত)। প্রভুর জয় হোক, বন্দেপুরুষোত্তমম্।

দিব্যবাণী
(বিধি-বিন্যাস)
–শ্রীশ্রীঠাকুর

কোন বিষয়ে সুসন্ধিৎসু হ'য়ে
তা'র বাস্তবতা নির্ণয় ক'রতে হ'লে
তা'কে পুঙ্খানরূপে দেখ,
আর, তা' থেকে কী হ'তে পারে
উপপদী দূরদৃষ্টি নিয়ে
তা' ধারণা কর,
সুসঙ্গত অন্বয়ী-তাৎপর্যে
সংশ্লেষণী বিধায়নায়
তা'র সমাবেশ ক'রে দেখ–
ফলে কোথায় কি দাঁড়ায়,
এবং তা' তোমার পক্ষে
কতখানি সত্তাসঙ্গত উপযোগী বা অনুপযোগী,
আর, অনুপযোগী যা,
তা' কোথায় কেমন ক'রে
নিরুদ্ধ বা ব্যাহত ক'রতে হবে;
আবার, সঙ্গতির অভাব যেখানে,
কেমন ক'রে, কোন্ বিনায়নায়
কি ক'রে তা'কে আপূরিত ক'রলে
তা' সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হ'য়ে ওঠে–
সার্থক অন্বয়ে,–
বোধবীক্ষণী অনুধাবনায় সেগুলিকে দেখে
তেমনতরভাবেই তা'কে নিয়ন্ত্রিত কর,
নিয়ন্ত্রণ-সার্থকতায় এমনি করেই
তা'কে নিটোল ক'রে তোল;
এই বিনায়নী বিধায়নার ভিতর-দিয়ে
বিধি-উৎসৃষ্ট যে-বোধের সৃষ্টি হবে,
সেই বোধই
বহুদর্শিতার সার্থক মর্ম্ম;
বহুদর্শিতার সার্থক মর্ম্ম;
নয়তো অসঙ্গতিপূর্ণ
কতকগুলি এলোপাথাড়ি চিন্তায়
নিজের স্বকল্পিত ধারণাকে
যদি পরিচালন কর,–
তবে তোমার ঐ মিথ্যা ধারণা
সৃষ্টি ক'রবে
একটা মিথ্যার অবাস্তবতা,
তোমার মস্তিষ্কেও
অমনতরই অবস্থার বিনায়নে
পরিচালিত করবে তা',
তুমি ব্যর্থ, বিভ্রান্ত ও বিশ্লিষ্ট হ'য়ে
নিজের বোধি-সত্তাকেও
বিপাক-বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে,
আহাম্মকী বিজ্ঞতায় নষ্ট পাবে;
ঈশ্বর যা'-কিছুরই
সুসঙ্গত ছন্দ-বিনায়িত বাস্তব বিধায়না,
তাই, তিনি বিধাতা,
তাই-ই তিনি বিধি । ২৬৪ ।

বিষয়-ব্যাপারে সন্তরণ-সম্বেগ
বাস্তব-সঙ্গতিতে
এক-শালিনে যখনই উপস্থিত হয়–
মিলন-সমবায়,
সম্ভাবনার সম্ভব হ'য়ে ওঠে তখনই,–
তা' আকস্মিকভাবেই হো'ক
বা দৈব-দীপনায়ই হো'ক,
জানার পরিধির ভিতরেই হো'ক
আর তা'র বাইরেই হো'ক । ২৬৫ ।

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

সঙ্কলয়িতাঃ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস; এম এ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

কেষ্টদা–এখন আমাদের কী-কী কাজে বিশেষভাবে করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর–দীক্ষা, কৃষ্টিপ্রহরী, কর্ম্মী-সংগ্রহ তো আছেই, তার সঙ্গে কলেজ, মটর ট্রান্সপোর্ট, কাপড়ের কল এবং ইংরেজী দৈনিকের জন্য প্রস্তুত হওয়া ।

আর-একটা কথা–আগামী নির্বাচনে সব জায়গা থেকে লোককল্যাণকামী, সৎ, সেবাপ্রাণ, দক্ষ লোকগুলি যাতে নির্বাচিত হয়, এখন থেকে সেইদিকে নজর দেওয়া লাগে–যাতে জনমঙ্গল কিছুতেই ব্যাহত হ'তে না পারে ।

সুশীলদা (বসু)–শ্রীমন্দিরের জন্যও তো সংগ্রহ করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর–সে ব্যাপার আপনাদের । আমার সঙ্গে সে-কথা আলোচনা করার দরকার নেই । আর-একটা কথা –বিজ্ঞান-কলেজ যদি করেন, তার সঙ্গে technological ও industrial section (কারিগরী ও শিল্পবিভাগ) রাখবেন, যাতে প্রত্যেকেই পরীক্ষা পাশের সঙ্গে-সঙ্গে স্বাধীনভাবে কিছু ক'রে দাঁড়াতে পারে । বিশেষ মাথাওয়ালা যারা, তারা যাতে resarch (গবেষণা) করার সুযোগ পায়, সে ব্যবস্থা রাখবেন । সাধারণে বুঝতে পারে এবং দৈনন্দিন জীবন-চলনায় কাজে লাগে এমন কতকগুলি বিজ্ঞানের popular (জনপ্রিয়) বই বের করতে হয় । শিক্ষক ও ছাত্ররা মিলে এটা করবে । এর জন্য ভাল-ভাল লোক এখন থেকেই জোগাড় করতে হয় । ভারতের মধ্যে কৃষ্টি ও শিক্ষার পীঠস্থান যেগুলি, সুযোগ-সুবিধামত সে-সব জায়গা ঘুরে দেখতে হয়– কোথায় কিভাবে কি করে । আপনারা করবেন আপনাদের ধাজে, আপনাদের বৈশিষ্ট্য-মতন, কিন্তু পাঁচটা দেখা থাকলে সে অভিজ্ঞতাও কাজে লাগে । কালে-কালে একটা University (বিশ্ববিদ্যালয়) করতে হবে । তার নাম হবে 'শান্ডিল্য University, (বিশ্ববিদ্যালয়) । তেমন ক'রে করতে যদি পারেন, বিলেত, আমেরিকা থেকেও হয়তো ছেলেরা আসবে সেখানে পড়তে ।

এরপর কর্ম্মীরা উঠে পড়েলেন । শ্রীশ্রীঠাকুরও একবার বাড়ীর ভিতর থেকে ঘুরে আসলেন ।

তপোবনের ধরণী (রায়) এসে বললো–একটা নতুন গান শিখছি, আপনাকে এক-সময় শোনাতে ইচ্ছা করে ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–ফাঁকমত শোনাস । সবাই তো তোর গানের খুব সুখ্যাতি করে । গানে যেমন নাম করছিস্, পড়াশুনায়ও অমনি নাম করা চাই । সব দিক দিয়ে ভাল হবি । তাহ'লে বাড়ী যখন যাবি, সবাই ধন্য-ধন্য করবে । বলবে–দেখ, আশ্রমে থাকলে কেমন হয় ।

এরপর লোকজন সরিয়ে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সুরেনদা (বিশ্বাস) ও মৃগাঙ্কদাকে (বেরা) ডেকে নিভৃতে কথা বলতে লাগলেন । কাশীদাকে (রায়চৌধুরী) বললেন–কান্তিদা (বিশ্বাস)ও ব্রজেনকে (দাস) একবার ডেকে দে ।

কথাবার্ত্তার পর যোগেনদা (হালদার), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), ত্রৈলোক্যদা (হালদার), অনন্তদা (ঢালি), অন্নদাদা (হালদার), উপেনদা (সেন), বিধুদা (রায়চৌধুরী), গুরুদাসদা (সিংহ) প্রভৃতি কর্ম্মীরা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন– আমরা আগামীবার খুলনায় উৎসব ডাকতে চাই ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–আপনারা নিজেদের মধ্যে ব'সে সাব্যস্ত করেন । পারেন তো ভালই হয় । খেপু কেষ্টদা–এদের সঙ্গেও কথা বলেন । উৎসব যদি করতে চান, জেলার সৎসঙ্গী ও general public (জনসাধারণ)-এর বিশেষত: নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের actibely interested (সক্রিয়ভাবে অন্তরাসী) ক'রে তোলা লাগে । অন্যান্য কর্ম্মীদের, বিশেষতঃ আশপাশের জেলার active support (সক্রিয় সমর্থন) আছে কিনা তা'ও sound ক'রে (তলিয়ে) দেখেন । অবশ্য যার যত support (সমর্থন)-ই থাকুক না কেন, নিজের mainly responsible (প্রধানত দায়ী) হ'য়ে চলবেন ।

যোগেনদা–খুলনার সৎসঙ্গী এবং জনসাধারণের মধ্যে বিশিষ্ট লোকদের সাহায্য আমারা খুবই পাব ।

সতুদা (সান্যাল) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন–তুই আগে আসলি না! কতজনের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিতাম। নিজের বাড়ীর কাজ ফেলে বাইরে ঘুরে বেড়ালে হয় নাকি? এ কয়দিন এইখানে প'ড়ে থাকা লাগে।

সতুদা–আপনি ভাববেন না। আমি নিজেই সবার সঙ্গে পরিচয় ক'রে নেবো নে। আর যত বেশী সময় পারি, এইদিকেই থাকবো।

১৪ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ৩০/১০/১৯৪৫)

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের পাশে চৌকীতে ব'সে আছেন। বিজলী বাতি জ্বলছে। কৃষ্ণরজনীর কালোছায়ায় সম্মুখের বিরাট প্রান্তর যেন মুছে গেছে সামনের দিকে এখন লোকজনের আনাগোনা বিশেষ নেই। আশ্রমভূমি নিস্তব্ধ। ঝড়ঝোপ থেকে ভেসে আসছে একটানা ঝিল্লীরব। শ্রীশ্রীঠাকুর দূরে দিগন্তের পানে চেয়ে চুপচাপ ব'সে আছেন্ এমন সময় যতীনদা (দাস), হাউজারম্যানদা এবং স্পেন্সারদা আসলেন। একখানি বেঞ্চিতে বসলেন ওরা।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞা করলেন–ওদের খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধা হ'চ্ছে না তো?

যতিনদা কথাটা ওদের কাছে বুঝিয়ে বললেন!

ওরা উভয়েই একযোগে বললেন–না,না। এত ভাল খাবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে কমই খেয়েছি!

ধীরে-ধীরে নানা কথা উঠলো।

কথাপ্রসঙ্গে স্পেন্সারদা জিজ্ঞাসা করলেন– বৃত্তি আসে কোথা থেকে? বৃত্তি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর–মানুষের আছে libido (সুরত) tendincy towards unifica-tion (মিলিত হবার ঝোক) sexual inclination (যৌন আনতি)। পুরুষ-নারী তাই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। positive (ঋজী) negative (রিচী) sperm (শুক্র) ovum (ডিম্বকোষ) fertilised (গর্ভাধান-সমন্বিত) হ'য়ে একটা zygote (জীবনকণিকা) form করে (গঠিত হয়)। এই zygote (জীবন-কণিকা)-এর ভিতর instincts ও temperament (সংস্কার ও ধাতু) থাকে– সুরতসমাহিত হ'য়ে। Instincts ও temperament (সংস্কার ও ধাতু)-সমন্বিত এই zygote (জীবনকণিকা)-কেই বলা চলে জীবাত্মা। আত্মা অত্-ধাতু থেকে এসেছে, তার অর্থ গমন। Tendency towards unification (মিলনপ্রবণতা) থেকে এ স্বতঃই গতিশীল এবং জীবাত্মার সেই গতিটা নিয়ন্ত্রিত হয় তার intincts ও temperament (সংস্কার ও ধাতু)-অনুযায়ী। Instincts ও temperament (সংস্কার ও ধাতু)-এর সমবেত প্রেরণায় তখন zygote (জীবনকণিকা)-এর cell-division (কোষ-বিভাজন) সুরু হয়। এর ফলে হয় instincts ও temperament (সংস্কার ও ধাতু)-অনুযায়ী body-formation (শরীর-গঠন)। তাই, প্রত্যেকের চেহারা স্বতন্ত্র হয়। কারণ, কোন দুইজনের instincts ও temperament (সংস্কার ও ধাতু) অবিকল এক নয়। এখন জীবাত্মার আদিম আকাঙ্ক্ষা হ'লো আত্মসংরক্ষণ, আত্মপোষণ ও আত্মবিস্তার এবং এর পরিপন্থী যা'-কিছু তার নিরসন। আর একেই বলা চলে, জীবনক্ষেত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিশক্তির অভিব্যক্তি। এর থেকে আসে আহার, নিদ্র, ভয়, মৈথুন, অস্মিতা–এই পঞ্চ-প্রয়োজন। এদের প্রতি পরস্পরের সংঘাতে গজিয়ে ওঠে রকমারি বৃত্তি। তার আছে অনন্তরূপে, তবে তাদেরকে মোটামুটি ছ'টা বিশিষ্টভাগে ভাগ করা যায়, যাকে বলে–কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য। এদের প্রত্যেকেরই আছে এ-একটা watertight compartment (দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠ)। মানুষের যদি Ideal-এ (আদর্শে) attachment (অনুরাগ) থাকে, তার প্রবৃত্তিগুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত্র হ'য়ে 'সূত্রে মণিগণা ইব' গ্রথিত হ'য়ে তাকে শক্তিমান অখণ্ড ব্যক্তিত্বের অধীশ্বর ক'রে তোলে। একেই বলে বৃত্তিভেদ। তখন বৃত্তিগুলি interfufilling (পরস্পর-পরিপূরণী) হ'য়ে being and becoming (জীবন ও বৃদ্ধি)-কে fulfil (পরিপূর্ণ) করে। তাকেই বলে মুক্তি। মুক্তি মানে মুছে যাওয়া নয়। যার ঐ ইষ্টানুরাগ নেই, সে এক-এক সময় এক-এক বৃত্তির obsession-এ (অভিভূতিতে) এক-এক মানুষে পরিণত হয়, যাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সঙ্গতি নেইকো। তাই তার ব্যক্তিত্ব ব'লে কিছু থাকে না, সে হ'য়ে যায় pulverised into psycho-microscopic personalities (মানস-অণুবীক্ষণিক বহু-ব্যক্তিত্বে চূর্ণীকৃত) একজনের বৃত্তিগুলি জানলে astrologer (জ্যোতিষী)- এর মত ব'লে দেওয়া যায়–সে কী, কেমন এবং কিছু বা হ'তে বা পেতে পারে। মানুষ প্রতিপদক্ষেপেই জানিয়ে দেয় সে কী!

হাউজারম্যানদা প্রশ্ন করলেন– পুরুষে ও নারীর সহশিক্ষা-সম্বন্ধে আপনার মত কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর–ওতে ভাল হয় না। অতিনৈকট্যে relishing indulgence of weakness (তৃপ্তির সঙ্গে দুর্বলতার প্রশয়)-এর দারুন উভয়ের প্রতি উভয়ের আমন্ত্রণী আকর্ষণে প্রত্যেকে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ঠ হারিয়ে জগাখিচুড়ী পাকিয়ে masoeffeminacy (পুরুষালী নারীসুলভতা)-এর এক-একটি উদ্ভট সংস্করণ হ'য়ে দাঁড়ায়। ঐকান্তিক মোহে পুরুষ তার চিন্তাচলন, হাবভাব, পোষাক-পরিচ্ছেদ নারী-সারূপ্য লাভের সাধনায় মস্‌গুল হয়। নারীরও হয় তেমনিভাবে স্বাভাবিক রকমের masculine air, attitude and pose (পুরুষোচিত হাব, ভাব ও ভঙ্গী)-ওয়ালা। ওই হিসাবে সবগুলি factors or faculties (উপাদান ও শক্তি)deranged nature (বিকৃত প্রকৃতি) ধরে। এতে chastity of complexes (প্রবৃত্তির পবিত্রতা) lossened (স্খলিত) হ'য়ে পড়ে, eugenic product (সন্তান-সন্ততি)-গুলি fall করে (নিকৃষ্ট হয়), generation (বংশ)-গুলি generally (সাধারণতঃ) weak and distroted (দুর্বল ও বিকৃতি) হয়– ইত্যাদি অনেক কিছুই কুফল ফলে। সেজন্য আমার মতে mother (মা)-এর domestic tutorial class (পারিবারিক শিক্ষা স্তর)-এর পরে co-education (সহ-শিক্ষা)-এর কুফল অনন্ত। এতে নারী-সমন্ধে prolonged, unnecessary, abnormal, frtile, sex-imagination (ক্রমাগত, নিষ্প্রয়োজন, অস্বাভাবিক, নিস্ফল যৌন-কল্পনা)-এর ফলে পুরুষের phychologi-cal impotency (মানসিক পুরুষত্ব-হীনতা) দেখা দেয়, এবং নারী masculine nature (পুরুষোচিত প্রকৃতি) imbibe (আয়ত্ত) করার ফলে দাম্পত্যজীবনে পুরুষের মত adoration (পূজা) চায়, এবং তার ফলে স্বতঃই inferior (নিকৃষ্ট)-এর প্রতি inclined (আনত) হয়, যে কিনা তার হুকুমের গোলাম হ'য়ে চলবে। এত অগণিত inferior perverted issue (নিকৃষ্টি, বিকৃত সন্তান) জন্মায় দেশে। নারী-পুরুষের মধ্যে যদি honourable distance (সম্মানযোগ্য ব্যবধান) না থাকে, উভয়ের healthy, normal sex-propensity (সুস্থ, স্বাভাবিক যৌন-সম্বেগ) die out করে (লোপ পায়)। Lifeless, artificial, dibeliated sex-life (শক্তিমান জীবন) গজায় না। Nation fall করে (জাতি প'ড়ে যায়)। আমার মনে হয়, এতজাতীয় নৈতিক দুর্বলতাই ফরাসীদের পতনের অন্যতম কারণ। সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা আজও যদি এ বিষয়ে সাবধান না হয়, অদূরে-ভবিষ্যতে সে তার বিষময় ফল বুঝতে পারবে। ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য-বিধ্বংসী বৃদ্ধি এবং co-education (সহ-শিক্ষা)-এই দুটো জিনিস আমাদের দেশের মেরুদন্ডও অনেকখানি ভেঙ্গে দিয়েছে। যে আঘাত হেনেছে তা' সামলে ভারতের বুকে যে মারণ-প্রভাব বিস্তার করেছে, তার কালকবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব কি-না, তা'ও বলতে পারি না।

প্রসঙ্গক্রমে নারী-নির্য্যাতন-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন–নারী দুর্বল হ'লেও ভগবান তার হাতে এমন রক্ষাকবচ দিয়ে দিয়েছেন যে পুরুষ যতই কামোন্মত্ত হ'য়ে তার সর্বনাশ-সাধনে অগ্রসর হো'ক না কেন, সে যদি জোর তাড়া দিয়ে কোনভাবে তাকে একটা mental shock (মানসিক আঘাত) দিতে পারে, তখনই সে নিরস্ত হ'তে বাধ্য– আর এগুতে সাহস পায় না।

যতিনদা–যে-সব ক্ষেত্রে নারীর অনিচ্ছাসত্ত্বে, কাঁদাকাটি, অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও দুর্বত্তেরা বলপূর্বক অত্যাচার করে, সেখানে কি একথা খাটে?

শ্রীশ্রীঠাকুর–কাঁদাকাটি করুক আর যাই করুক, যদি mental shock (মানসিক আঘাত) দিয়ে নিরস্ত করতে না পারে, তবে বুঝতে হবে, ভিতরে সতীত্বের সেই unyiedling (অনমনীয়) তেজ নেই–যা, শয়তানের শয়তানীকে ঝলসে দিতে পারে। পরাক্রম হ'লো নিষ্ঠার দোসর। পরাক্রমে খাকতি থাকলে নিষ্ঠায়ও খাকতি আছে বুঝতে হবে। তাই ব'লে আমি এ-কথা বলছি না যে নারীদের মর্য্যাদা রক্ষার ব্যাপারে পুরুষের কোন দায়িত্ব নেই। প্রাণপণে করতে হবে তা'।

কথা বলতে-বলতে অনেক রাত হ'য়ে গেল। এইবার যতীনদা ওদের নিয়ে উঠে পড়লেন। যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন– আমার কথায় ওরা দঃখিত হ'লো না তো?

প্রফুল্ল–তা' তো মনে হ'লো না।

প্যারীদা বললেন–ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। বাইরে আর না-বসা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)–তথাস্তু! তাহ'লে চল, উঠি।

ছন্দে ছড়ায় জীবন আলো

(অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড)

–শ্রীশ্রীঠাকুর

গুণবিভাবী শ্রেয়-বিন্যাস
নিয়ে যদি মূর্ত্তি গড়িস্,
অভিধ্যায়ী দীপন তৃপ্তি
মূর্ত্তিতে যদি মুখর করিস্,
প্রাণনদীপ্ত অনুধ্যানে
গুণ যদি তা'র বিকাশ পায়,
সেই মূর্ত্তিই তো দেবমূর্ত্তি
সার্থকতা পায় পূজায়। ৯।

না-এর ভাবটা সক্রিয় যা'য়,
হওয়া স্থগিত রহে সেথায়। ১০।
না থেকে তো হয় না রে হাঁ,
না কিন্তু হওয়ারই ছেদ;
না-টাই সব বিষয়ে
সৃষ্টি ক'রে চলেই ভেদ। ১১।

হ'তে চাও তো 'না' ছেড়ে দাও
কৃতি-উর্জ্জায় ক'রো না ছেদ,
কৃতি-উর্জ্জা সাম্য নয় যা'র–
এনেই থাকে ক্রিয়ার ভেদ। ১২।

নাস্তিকতা দাঁড়ায় কোথা–
অস্তি যাহার স্বতঃস্বভাব,
সব-কিছুরই ভেতর-দিয়ে
বাস্তবতার সেই-ই তো ভাব। ১৩।

স্বতঃ-দীপ্ত সেবার নিদান
জানিস্ না যে ভগবান!
নাই ভগবান তবুও বলিস্ ?
স্বতঃক্রিয় তাঁর যে দান। ১৪।

নিরাকারের গুণগুলি যা'
বিন্যাসেতে বিকাশ হ'ল,
রূপ-আয়ত্তে এসে সেটা
মূর্ত্তিতেই তো প্রকাশ পেল। ১৫।
এখনও বলি ওরে পাগল!
বিদ্যা কী তা'য় জেনে নে,
বিদ্যাকে তুই জানতে গেলে
বিদ্যমান যা' খতিয়ে নে;
অবিদ্যা যে' সেটাকেও জান্
যত ক্ষতি তোর না হয়,
অবিদ্যাটায় পাড়ি দিয়ে
বিদ্যাতে হ' মুক্তভয়। ১৬।

অবিদ্যা আর অসৎ যা'-সব
বেশ ক'রে তুই চেন্ ও জান্,
এমন চলায় চলবি দেখিস্
সাত্বততায় না পড়ে টান। ১৭।

অবিদ্যা যা' জানাই উচিত
করণীয় নয়কো তা',
বিদ্যাটাই তো পালনীয়
বোঝায়-করায় সর্ব্বথা। ১৮।

অবিদ্যাই তো নষ্ট আনে
আঘাত দিয়ে সত্তাটাকে,
বিদ্যা দিয়ে বিশদভাবে
ভোগ ক'রে চল্ সটানে তা'কে। ১৯।

বিদ্যমান যা' তা'কেই জেনে
কৃষ্টিচর্য্যার আরাধনা,
বিদ্যমানে নাইকো যাহা
তা'ই বিনানো কল্পনা। ২০।

বিদ্যামানকে জানবে যেমন
বিদ্যাও পাবে তেমনি,
ধীইয়ে তোমার যেমন জোটে
সাজাতে পারবে সেমনি। ২১।

ভূত নিয়েই তোর আনাগোনা
ভূতেই যে তোর জীবন-পথ,
(এই) ভূতগুলীর সুসঙ্গতি তোর
আত্মিকতার মহৎ রথ। ২২।

হয়েছে যা' সবই যে ভূত
তা'তেই যে তোর বসবাস,
ভূতেই যে তোর জীবন- স্ফূরণ
ভূতেই যে তোর জীবন-শ্বাস। ২৩।

সকল সত্তার তোর মতনই
বিশেষ বিভেদ থেকেও তা',
সত্তাতপের পরিচর্য্যা
রাখবি দীপন ঠিক সেটা। ২৪।

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন–উৎসবই করেন, আর যাই করেন, তার ভিতর দিয়ে fundamental work (মূল কাজ)-এর push দেওয়া চাই। ** আপনাদের আগেও বলেছি, এখনও বলি–ভাল-ভাল বামুন, কায়েত ও বৈদ্য পরিবারে দীক্ষিতের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে ফেলেন। অভিজাত পরিবারে initiate (দীক্ষিত)-এর number (সংখ্যা) যদি না বাড়ে, তবে balance (সমতা)ঠিক থাকবে না।

প্রশ্ন–মানুষ money-centric (অর্থকেন্দ্রিক) হয় কখন?

শ্রীশ্রীঠাকুর–টাকা দিয়ে তার passion (প্রবৃত্তি) fed (পুষ্ট) ও fulfilled (পরিপূরিত) হয় ব'লে। প্রকৃত পক্ষে, কেউই money-র (অর্থের) জন্য money-centric (অর্থকেন্দ্রিক) নয়। অর্থ কাউকে সার্থক হয়, যেমন স্ত্রী, পুত্র কিম্বা অন্য কোন ভালবাসার পাত্র, তাই সে অর্থের জন্য বলদের মত ঘোরে, নচেৎ তার প্রচেষ্টা থেমে যেত।

*****

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে বকুলতলায় একখানি বেঞ্চে এসে বসলেন। ধীরে ধীরে অনেকেই এসে হাজির হলেন। সাধনাদির জ্বর, সেজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্বিগ্ন আছেন। সরোজিনী-মার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন–সাধনা কেমন আছে রে?

সরোজিনী-মা বললেন এখন জ্বর কমের দিকে। মাথায় যন্ত্রণাও কমেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ব্যথিত কণ্ঠে)–মেয়েটা কেবল ভোগে। আমার ভাল লাগে না।

কিছু সময় চুপচাপ রইলেন। কার একটা গরু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন–গরুটা খোঁড়ায় কেন রে? কার গরু?

ইন্দু মিত্র-দা– গ্রামের কারও হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর–মানুষ গরু পোষে কিন্তু ভাল ক'রে যত্ন করে না। সন্ধ্যার পরেও গরুটা ছাড়া অবস্থায় আপন মনে ঘুরছে। কেউ মালিক আছে ব'লে মনে হয় না। গরুটার চেহারা দেখেও মনে হয় যেন ভাল ক'রে খেতে পায় না। ছেলে বেলায় বাড়ী-বাড়ী গরু-বাছুরের যেমন যত্ন নিতে দেখতাম, এখন আর তেমন দেখতে পাই না।

অক্ষয় পুতত-দা–আপনি যেমন ক'রে গরুর যত্ন নিতে কন, তাতে খরচ লাগে ঢের।

শ্রীশ্রীঠাকুর–খরচের চাইতে দরদ লাগে বেশী। গো-পালন গৃহস্থের একটা ধর্ম্ম। বলতে বলে গো-মাতা। মা-ই তো, অমন হিতকারী জন্তু কমই দেখা যায়। বাড়ী-বাড়ী যদি ভাল ক'রে গরু পোষে, মানুষ নিয়মিতভাবে যদি ভাল দুধ খেতে পারে, তাহ'লে স্বাস্থ্য, মেধা ও বুদ্ধি খুলে যায়, আয়ু বেড়ে যায়। আবার, চাষবাসের জন্যও ভাল বলদ দরকার। আমাদের দেশে প্রথম অবস্থায় তাই কৃষি ও গোরক্ষা ছিল একান্তভাবে জড়িত। গোময়ের মত সার ও disinfectant (সংক্রমণ নিরোধী বস্তু) আবার কমই আছে। আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাই কয় রাখালরাজ, তিনি গোষ্ঠে-গোষ্ঠে ধেনুচারণ ক'রে বেড়িয়েছেন। বলরাম নিজে হাল চাষ করতেন। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণের কথা আমরা যা শুনি, তার মানেও মনে হয়, তিনি গো-জাতির বর্দ্ধনের ব্যবস্থাই করেছিলেন।...শরৎদা কোথায় রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর–ডাক।

শরৎদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন–আপনাকে আর একটা কথা কব মনে করেছিলাম, কিন্তু ভুল হ'য়ে গিছিল। পরমপিতা গরুটাকে সামনে আনে দিয়ে স্মরণ করায়ে দিলেন। যেখানে যাবেন, যাদেরই সুযোগ-সুবিধা আছে, তারা যাতে গরু পোষে ও ভালভাবে গরুর যত্ন করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। এতে দেখবেন, ঘরে ঘরে লক্ষ্মী-শ্রী ফিরে যাবে। ... আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণকে যে গোবর্দ্ধনধারী কয়, আমি যদি কই, তিনি গো-জাতি বর্দ্ধনের নীতিবিধির ধারক ও পালক ছিলেন, তাহ'লে কি ভুল হবে?

শরৎ-দা–না, ঠিকই হবে।

*****

প্রশ্ন–বড় হওয়া বলতে কেউ-কেউ বোঝেন, অনেক টাকার মালিক হওয়া এবং টাকা না থাকলে তারা নিজেদের ছোট মনে করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর–আমার ধারণা উল্টো, আমি বুঝি মানুষ-সম্পদ। টাকা থাকলেই প্রাণের উদ্বোধন হয় না বা প্রাণের উদ্বোধন ক'রে দেওয়া যায় না। কিন্তু ভালবাসায় তোমার যদি প্রাণের উদ্বোধন হ'য়ে থাকে এবং তুমি যদি অন্যের প্রাণের উদ্বোধন ক'রে দিতে পার, মানুষ তোমার

আপনজন হয়ে দাঁড়াবে । যীশু বলেছিলেন "Come ye after me, and I shall make you fishers of men" (তোমরা আমার সঙ্গে আস, তোমাদের মানুষ ধরতে শেখাব) । যার মানুষ আছে, মানুষকে যে জীবনের পথ দেখিয়েছে, বাড়িয়ে তুলেছে, তার টাকার অভাব হয় না । আমি টাকা পাই কোত্থেকে? আমায় মানুষ টাকা দেয় কেন? তাই বলি, নারায়ণ বাদ দিয়ে লক্ষ্মীর উপাসনা করলে লক্ষ্মীকে পাওয়া যায় না । নারায়ণ মানে জীবনের পথ, বৃদ্ধির পথ । যিনি যত মানুষকে জীবনবৃদ্ধির পথে চালিয়ে নিতে পারবেন, তিনি তত বড় নারায়ণ, আর, যিনি যত বড় নারায়ণ, তত বড় লক্ষ্মী তার গৃহে অচলা । হিটলার, মুসোলিনী একদিন তোমার আমার মতই ছিল, খেতে পেত না । কিন্তু তারা ছিল মানুষ-স্বার্থী, আজ দেখো, তাদের কুলকিনারা করতে পার না । আর, যতদিন তারা প্রকৃত মানুষ-স্বার্থী থাকবে, ততদিন তাদের এমনতরই চলবে–আশা করা যায় । টাকাকে মুখ্য ক'রে ভাবা একটা sig of idiocy (মুর্খতার লক্ষণ) ।

*****

১০ই পৌষ শনিবার, ১৩৪৯, (ইং ২৬/১২/৪২)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারন্দায় বসেছেন । কেষ্টদা প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন । শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকেই বলছেন–যে সব জায়গায় বোমা পড়ছে, বোমা পড়ার সম্ভাবনা, সে-সব জায়গা থেকে নিকটতম নিরাপদ এলাকায় লোকজন সরাবার ব্যবস্থা করা লাগে । গ্রাম-এলাকা, যেখানে কোন military objective (সামরিক লক্ষ্য বস্তু) নেই, ইত্যাদি জায়গা নিরাপদ ধ'রে নেওয়া যেতে পারে । আর যারা থাকবে, অন্যত্র ব্যবস্থা করতে হয় । মানুষ nervous ও panicky (ভীত ও আতঙ্কগ্রস্থ) হ'লে ভুল চলনে চ'লে বিপদ ডেকে আনে বেশী ক'রে । মনের স্থৈর্য্য থাকে না, তাই কোনটাতেই আস্থা রাখতে পারে না, স্থির থাকতে পারে না, ঐ অবস্থায় কেউ-কেউ আবার ছটফট ক'রে ছুটোছুটি করতে থাকে, ওতেই আরো বিপদে পড়ে যায় ।

কেষ্টদা–এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর–আমাদের weapon (অস্ত্র) হ'লো যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি । যত গভীরভাবে ওর ভিতর ঢুকব, ততই বুদ্ধি-বিবেচনা পরিষ্কার হবে । ধৈর্য্য, মনোবল বেড়ে যাবে, চলনটাও অভ্রান্ত হবে, এমন কি বিপদ আসবার আগেও টের পাওয়া অসম্ভব নয় । বার্মায় এসব কান্ড কত ঘটেছে তার সীমাসংখ্যা নেই । তবে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে নিবিড় ভাবে করা চাই । মানুষ যখন আর্ত্ত হয় তখন তার concentration (একাগ্রতা) ও surrender (আত্মসমর্পণ)-ও বোধ হয় deeper (গভীর তর) হয় । আবার, আশ পাশের সকলকেও যজন, যাজন ইষ্টভৃতির আওতায় নিয়ে আসতে হয়, পরিবেশ ঠিক না হ'লে তারাই নিয়তির মত কাজ করে ।

কেষ্টদা–আপনি ইষ্টভৃতির উপর এত জোর দেন কিন্তু কেউ যদি জেলে আটকা পড়ে এবং সেখানে কোন সুযোগ না পায়, তখন কী করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর–ভাতের গ্রাসটা দেবে, ভাত যদি না পায় তবে জল নিবেদন করবে, জল যদি না পায় তবে সীতা যেমন বালির পিণ্ডি দিছিলেন, অগত্যা সেইরকমভাবে বালি বা মাটি দিয়ে ইষ্টভৃতি করবে, তা'ও যদি না পায়, পরমপিতার দান বাতাস তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, সর্ব্বশেষ মানস-উপাচারে নিবেদন তো আছেই । সেখানেও চেষ্টা করতে হবে সক্রিয়ভাবে ইষ্টের ইচ্ছা পরিপূরণের ভিতর দিয়ে যাতে তাঁকে তৃপ্ত ও তুষ্ট করা যায় ।

দেড় বৎসরের উপযোগী ধান চাল সংগ্রহ ক'রে রাখা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠল ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–দেখেন আমি কতদিন আগে থেকে একথা বলছি । **এমন অবস্থা আসতে পারে যে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হয়তো একেবারে বিপর্য্যস্ত হ'য়ে যাবে, ক্ষুধার অন্নও অমিল হ'য়ে পড়বে । কিন্তু পেট তো আর কারও কথা শুনবে না, দুটো দানা পেটে দেওয়াই লাগবে । তাই চালটা ঘরে থাকলে' আর কিছু না হোক, তা' ফুটিয়ে দুটো নুন ভাত খেয়েও তো বেঁচে থাকা যাবে ।** ...ব্যক্তিগত ভাবে জমি কেনা ও চাষবাসের দিকে নজর দেওয়ার কথা এই অধিবেশনেও আপনারা সবাইকে বলবেন । বিপদের দিনে পরস্পর পরস্পরকে যাতে দেখে এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের খোঁজখবর নেয়–তা' কিন্তু করা একান্ত দরকার । কর্ম্মীরা নিজেরা তো এটা করবেই, আবার লক্ষ্য রাখবে সৎসঙ্গীরাও স্বতঃস্বেচ্ছ দায়িত্ব নিয়ে এটা করে কিনা । সত্তা সংরক্ষণকল্পে এই পারস্পরিকতা গজিয়ে তোলা চাই-ই । যারা নিজে থেকে না করে, তাদের দিয়ে করিয়ে-করিয়ে রপ্ত না ক'রে নিলে কিন্তু হয় না । শুধু সেবা দেবার একটা বিপদ আছে । মানুষ তাতে মনে করে, তাদের কাজ হ'লো service (সেবা) নেওয়া, প্রত্যাশা বেড়ে যায়, এবং সেই প্রত্যাশা পূরণ না হ'লে ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে । কিন্তু অন্যকে সে সেবা দিতে হয়, সেটা মানুষকে দিয়ে করিয়ে-করিয়ে ধরিয়ে দিতে হয় । নইলে শুধু সেবা দিয়ে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হয় । সেবার circulation (পরিভ্রমণ) হয় না, স্বার্থপর মানুষের স্বার্থের তলছা টানে তলিয়ে যায় । কিন্তু ভাল মানুষ যারা,

তারা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয় । তারা বরাবর অপরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হ'য়ে চলতে চায় না । অসময়ে অন্যের সাহায্য পেলে সেইটেই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে । তাকে তো দেয়ই, আবার অসময়ের ঐ উপকারের কথা স্মরণ ক'রে অন্য কেউ বেকায়দায় পড়লে তাকেও প্রাণপণ সাহায্য ক'রে বিপন্মুক্ত করতে চেষ্টা করে । এই সব লোককে সেবা দেওয়া সার্থক হয় । অল্প একটু সেবা যে পৃথিবীতে কত সেবার আমদানী করে, তার লেখা জোখা নেই । মহেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা শুনেছি । ছেলেবেলায় তিনি নাকি দরিদ্র ছিলেন, সেই অবস্থায় একজন প্রতিবেশী তাঁকে সাহায্য করেন । কিন্তু ঐ কৃতজ্ঞতার ঋণস্বরূপ তিনি যে ঐ পরিবারের জন্য কত ক'রে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই । আবার তাঁর ব্যক্তিগত দান-ধ্যানের তো তুলনাই নাই । এইরকম পয়মন্ত প্রাণ যাদের তাদের সেবা করায় একটা আত্মপ্রসাদ আছে । এটা ব্যক্তিগত লাভের দিক দিয়ে বলছি না । তোমার সেবা-সাহায্যে এমনতর একটা মানুষও যদি দাঁড়িয়ে যায় জীবনে এবং সে যদি আবার দেশের দশের উপকারে লাগে, তখন নিজেকেই ধন্য মনে হয় ।

শরৎ হালদার দা–ঋত্বিক অধিবেশনে দীক্ষাদান ও কর্ম্মীসংগ্রহের বিষয়ও তো জোর দিয়ে বলতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর–দীক্ষাদানের কথাতো বলবেনই, ঐ-ই তো মূল কাজ । দীক্ষা মানেই দক্ষতার অনুশীলন–যা' করতে-করতে সর্ব্বতোমুখী দক্ষতা স্বতঃই বেড়ে ওঠে । তবে দীক্ষিতের nurture (পোষণ)-এর জন্য কর্ম্মী চাই-ই । অগণ্য-নগণ্য লোকেরও প্রভুত দাম হয় যদি তারা ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে সুসংগঠিত হয় । শূন্য কামে লাগে যদি আগে থাকে এক । উপযুক্ত কর্ম্মী যদি হয়, সে যথাযথ সমাবেশ, যোজনা ও পোষণার ফলে একটা তথাকথিত অকর্ম্মণ্য মানুষকেও অনেকখানি করিৎকর্ম্মা ও উপযোগী করে তুলতে পারে । মানুষগুলিকে কাজে লাগাবার মানুষ যদি থাক, তাহ'লে অবস্থা অন্য রকম দাঁড়াত । নিজে থেকে ঠিকভাবে চলবার মত মানুষ তো বেশী থাকে না । তাদের চালিয়ে-চালিয়ে চালু ক'রে দিতে হয় ।

এরপর সৎসঙ্গের জন্য জমি-সংগ্রহের কথা উঠলো ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন–(১) প্রথমতঃ দেখতে হবে, যেখানে জমি সংগ্রহ করছি সে জায়গা আমাদের কাজের পক্ষে সুগম ও সুবিধাজনক কিনা । যদি সুগম ও সুবিধাজনক হয় এবং profitable (লাভজনক) করার পক্ষে বিশেষ কোন বেগ পেতে না হয়, এমনতর জায়গায় জমি সংগ্রহ করা উচিত । (২) জমি চাষ-আবাদ করতে হ'লে লোক-সংগ্রহ করতে হবে এবং তাদের বাসস্থানাদি ঐ জমিতেই করতে হবে । সে-দিক দিয়ে আমাদের পক্ষে সহজ ও সুবিধাজনক কী হ'তে পারে তদ্বিষয়ে নজর রাখতে হবে । আর স্মরণ রাখতে হবে, একলপ্তে যত বেশী জমি চাষ-উপযোগী করতে বা চাষ করতে খায়-খরচা যেখানে যত কম, সে জমি তত পছন্দ-সই ।

*****

নিবারণ বাগচীদা–যা'-কিছু করতে যাওয়া যাক, প্রায় ব্যাপারেই টাকার কথা ওঠে, মানুষের কাছে টাকার কথা বলতে ভাল লাগে না ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–তার মানে ঐ ব্যাপারে তুমি দুর্ব্বল আছ । মুসোলিনী তো কি বলে?

কিরণ মুখার্জ্জীদা–when moey alone is eoncerned I am aything but a wizard, but I alwyas deal with the spiritual essence and political necessity of things and money flows spontaeously (শুধু অর্থের প্রয়োজন যেখানে সেখানে আমি আদৌ নই, কিন্তু আমি সর্ব্বদা প্রত্যেক ব্যাপারের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য ও রাজনৈতিক প্রয়োজন সম্বন্ধে আলোচনা করি এবং অর্থ আপনা থেকেই আসে) । আমার সঠিক মনে নেই তবে কথাটা এই জাতীয় ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–তাহ'লেই দেখ, তোমরা যদি করণীয়গুলির তাৎপর্য্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হও ও আদর্শানুরাগে উদ্বুদ্ধ থাক, তাহ'লে অন্যকেও উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পার । তখন তারা প্রাণের আবেগেই দিতে চাইবে, দিয়ে কৃতার্থ হবে ।

নিবারণদা–অধিকাংশ মানুষের অবস্থাই তো ভাল না দেবে কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর দেবার ধান্ধা ও দেবার প্রয়োজন-বোধ যদি গজিয়ে দিতে পার, তবে ঐ urge (আকুতি) থেকে তার সৃজনী কর্ম্মপ্রতিভা বেড়ে যাবে । ওর ভিতর-দিয়ে তার অবস্থাও ফিরে যাবে । অভাবের চিন্তায় কা'রও কোনদিন অভাব মোচন হয় না । উচ্চতর আকুতি গজিয়ে দিতে হয়, তার ভিতর-দিয়েই শক্তির গভীরতার স্তর সক্রিয় হয় । তাই মানুষকে দিয়ে তার ততখানি উপকার করা যায় না, যতখানি উপকার করা যায় lovingly (ভালবাসার সঙ্গে) তার কাছে থেকে নিয়ে । নিতে গেলে মানুষের জন্য আবার করা লাগে । সে যাতে ঠিক থাকে সেই জন্য তাকে পোষণ দিতে হয় । নেবার সময় নিচ্ছি কিন্তু সে যখন বেকায়দায় পড়ে, তখন যদি তাকে না দেখি, তাহ'লে কিন্তু হবে না ।

ওস্যান ইন এ টি কাপ

(বিন্দুতে সিন্ধু)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবনকাহিনী

রে, এ হাউজারম্যান (জুনিয়র) অনুবাদ-শ্রীমতি ছবি গোস্বামী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ঠাকুরের কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে যেন আমি লজ্জাতে ডুবে গেলাম।

কোন শব্দ বেরুল না। নিজের ভিতরেই ঠাকুরকে এসব কথা বলার জন্য একটা। ভীষণ কষ্ট বোধ করতে লাগলাম। ঠাকুরের দিকে আর মুখ তুলে আমি কিছুতেই তাকাতে পারছিলাম না। তারইপরই, ঠাকুরের অন্তর্নিহিত ইচ্ছা অনুভব করেই আমি বললাম,–"আমার অন্যায় হয়ে গেছে ঠাকুর এ কথাটা বলার জন্য। আমি দুঃখিত। আমি নিজে গিয়ে এক্ষুণি তাকে নিয়ে আসছি।

উৎসবের মানুষের ভীড়ের একপাশে জনার্দ্দন অপেক্ষা করছিলো।ঠাকুরঘর থেকে আমাকে বেরুতে দেখেই, সে অত্যন্ত কৌতুহলের সঙ্গে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো আমাকে,–"তুমি কী ঠিক করলে?" আমি আবার ঠাকুরকে যা বলে এলাম, তা তাকে জানাতে সে বললো,–"তাই ভালো। তুমি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।" আমি জানালাম,–"দাঁড়া,! আমি জিপটা নিয়ে আসি, মাল পত্তর গুলো সব নামিয়ে, আমি এক্ষুণি আসছি।"

আবার আমরা আমাদের ঘরে মৃণাল বোসের থাকার সব ব্যবস্থা করলাম। তবে, এবারে আমাদের আগের অভিজ্ঞতার থেকে, আমাদের সকলের সব জিনিসপত্রগুলো আলমারিতে তালাচাবি বন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করলাম। তারপরে কিন্তু আমরা বেশ বন্ধু মতোই থাকতে লাগলাম।

তবে আমাদের ভিতরে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার আগেই, বলা যেতে পারে যে, আমাদের ঘরে সকলের থাকার জায়গার অভাব, যাতায়াতের সমস্যা আর অগণিত দর্শনার্থীগণের জিজ্ঞাসা প্রশ্নে ঠাকুরের সাথে সংযোগ সম্পর্ক ইত্যাদি নানা কারণের চাপেই বাধ্য হয়ে আমাদেরই অন্য জায়গাতে চলে যেতে হলো।

পরের দিনই আমি শুনলাম যে, ঠাকুর আমাকে ডেছেন। জনার্দ্দনওশুনেছে যে, তাকেও দেখা করতে বলেছেন ঠাকুর। ঠাকুরের কাছেই আমাদের দুজনের একসঙ্গে দেখা হলো। অসম্ভব ভিড়ের জন্য ঠাকুরের চৌকির চারদিকে একটা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে। দর্শনার্থীগণ সকলে যাতে সুশৃঙ্খলভাবে তাঁকে দর্শন করতে পারেন। আর, বিশেষ প্রয়োজনেই শুধু ভিতরে যেতে পারা যায়। আমরা বেড়ার বাইরেই দুজনে অপেক্ষা করছিলাম। কারণ, বেনারস থেকে এক বিশেষ পণ্ডিত তখন ঠাকুরের সঙ্গে বিশেষ বিষয়ে আলোচনা করছিলেন।

আলোচনা শেষ হলে আমরা বেড়ার ভিতরে যাবার অনুমতি পেতেই, দুজনেই সেই বেড়া ডিঙ্গিয়ে কাছে গিয়ে প্রণাম করে মাথা তুলতেই ঠাকুর আমাদের দিকে সামান্য ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,–"ক্যারে, সেই বসু কনে?"

আমরা দুজনেই সেই চারপাশের ভিড়ের ভিতরে উদাসী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম তাকে। তিনি আমাদের ভালো করে লক্ষ্য করলেন। তারপরে ঠাকুর তাঁর চারপাশে তাকালেন। অগণিত মানুষ, চারদিকে তাঁকে দর্শন করছেন। তিনি তাঁর চোখে ইশারা করে আরো কাছে যেতে নির্দেশ করতেই, আমরা দুজনেই ঠাকুরের চৌকির কাছাকাছি এগিয়ে গেলাম। তিনি সকলের সামনে, অথচ বেশ চাপা স্বরে, যাতে কারো কানে না যায়, এমন করে আমাদের বললেন,–"ক্যারে, কদিন আগেই না তোরা য্যান্ কন থাকে সভা উৎসব স্যারে অ্যাসে আমাক্ বলিছিল, তোগরের বিশ্বাস, ভালোবাসা মনপ্রাণ দিয়ে সারা পৃথিবীক্ এক ভ্রাতৃত্ব প্রেমে একটা পরিবার করে ফ্যালাবিনি! তা শালা এত বড় একখান্ কাম করবের পারো! সারা পৃথিবীক্ এক পরিবার বানাবের পারো, আর মৃণাল বসুর মতো একজনকে সহ্য করে

নিয়ে উয়ের নিয়ন্ত্রণ করবের পারোনা কেম্বা সব আলিগোলের কাণ্ড করতিছ শালা টের পাও?"

জনার্দ্দন সঙ্গে সঙ্গে বললো,– "ঠাকুর! আমরা তো তাকে আমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেছি ।"

আমি সামান্য মৃদু প্রতিবাদে জানিয়ে বললাম, –"ঠাকুর! মানুষের অন্যায় অপরাধ করা, আর তাকে সহ্য করে চলারও তো একটা সীমা আছে । অন্যায় অপরাধেরও একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকা দরকার–যাতে সে সভ্য, ভদ্র, সুন্দর একটা পরিবেশে টিকে থাকতে পারে ।"

আগের কথাতে ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ঘুরে তাকালেন । কিছুক্ষণ আগের সেই যে চেহারা, তার সাথে যেন এখনকার চেহারার অনেক পার্থক্য । কেমন একটা স্নেহল-উদ্দীপ্ত, ভরসা-সিক্ত, আশ্রয়দাতার প্রশ্রয়ী অবয়বের ভিতরেও যেন দৃঢ় কঠিন বিধিনিয়ন্ত্রিত এক আশ্চর্য্য আলোকে বিকিরণ । আমার মুখের দিকে একবার, জনার্দ্দনের মুখের দিকে একবার, বারকয়েক তাকালেন তিনি । একই সঙ্গে যেন স্বপ্ন আর স্বপ্ন এবং সাথে সাথেই তার নির্মাণ-যজ্ঞ সম্পাদনের সামগ্রিক ভাব সমস্ত শরীর ভরে । যেমন অকল্পনীয়– তেমনি অবর্ণনীয় । আমরা দুজনেই সেই অভূতপূর্ব শরীরের দিকে অপলক নির্ণিমেষে চেয়ে আছি । আমাদের এত চেনা, এতো কাছে থেকেও মনে হচ্ছে, এত দূরে আর এত অচেনা এক অনন্ত অস্তিত্ব ঠাকুর ।

ঠাকুর আমাদের দুজনের দিকে, সামনে আরো খানিকটা ঝুঁকে বললেন,–"অযোগ্যক্ যোগ্য করে তোলো । তারপর আমরা সকলেই টিকে থাকবোনে । সকলেরই অস্তিত্ব নিরাপদ হবেনে । প্রত্যেকটা মানসেই কিন্তু এক একটা জীবন্ত বিশ্ব! তুমি একটা বিশ্বক্ হারায়ে দিয়ে কিন্তু একখান্ পৃথিবীক জয় করবেন পারো না । যে কোন পরিকল্পনা, কর্মসূচী, আন্দোলন তখনই কিন্তু সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হয়, যখনই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যক্ প্রত্যাখ্যান বা অবজ্ঞা করা হয় । যাও, এখুনি য্যায়ে সেই মৃণাল বসুক্ শালা খুঁজে বার করে মর্য্যাদার সাথে তাঁক রক্ষা করগা ।" বলেই তিনি সামনে আমাদের সকলের মাথা উপর দিয়ে, বিরাট নীল আকাশের দিকে মেলে দিলেন তাঁর দৃষ্টিকে । তারপরেই একটা লম্বা শ্বাস তিনি যেন তাঁর শরীর থেকে ছেড়ে দিয়ে, একটু আলগা অস্ফুট স্বরে বললেন,– "তাহলেই আমার স্বস্তি হবিনি্" বলেই তিনি আবার তাকালেন আমাদের দিকেই । তাঁর এবারের দৃষ্টিতে যেন এক অনাবিল অমলিন বিস্তৃত হাসি ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত বিষণ্নতাকে দূর করে, সমস্ত অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে সকালের সূর্য্যোদয়ের মতো ।

সেই অপার্থিব অবর্ণনীয় উষ্ণতায় উত্তপ্ততায় ছিল এক বিশ্ব আলিঙ্গনের আনন্দধারার বৃষ্টি!

মৃণাল বসু আমাদের সঙ্গে প্রায় বছরখানেকের মতো ছিলো । তারপরই সে পেশাদারী সঙ্গীতের কাজে চলে গেলো । আমাদের কাছ থেকে তার চলে যাওয়ায়, ঘরটা তো ফাঁকা হলো । তাতে জনার্দ্দন আর আমি সত্যি সত্যিই কিন্তু আন্তরিকভাবেই বেশ দুঃখ অনুভব করছিলাম । কারণ, আমাদের সঙ্গে প্রায় বছরখানেকের মতো থাকতে ও তার নানারকমের সব ঘটনাই কিন্তু বারে বারে আামাদের নজরে আসছিলো ।

আসলে, আন্তর্নিহিত কারণটা হলো যে, প্রথমেই আমাদের সচেতন পদক্ষেপের অভাব ছিলো । আর, একটা মানুষের বাহ্যিক আচরণ যাই হোক না কেন, তার অস্তিত্বের সঙ্গী হয়ে উঠে তার প্রতি যে অমলিন মাতৃত্বের মতো ভালোবাসার প্রয়োজন ছিলো আমাদের, তার সেই অপরিসীম গুরুত্বটাই তো এত সভা উৎসব আর পরিভ্রমণের ভিতর দিয়েও আমরা সত্যি সত্যিই অনুভবে উপলব্ধি করতে পারিনি ।

এমন করে প্রতিটা জীবন আর অস্তিত্বকে প্রভাবিত করার গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান শিক্ষাটা যা' কিনা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে থেকেই পেলাম, তা তো আমাদের জীবনে যেন সত্যিই এক অবিস্মরণীয় প্রাসঙ্গিক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা বটেই ।

দিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রতিদিনই আলোক এবং অন্ধকার, নিদ্রা এবং জাগরণ, সংকোচন এবং প্রসারণের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন চলেছে–একবার তার জোয়ার একবার তার ভাঁটা। রাত্রে নিদ্রার সময় আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়মনের শক্তি আমাদের নিজের মধ্যেই সংহত হয়ে আসে। সকাল বেলায় সমস্ত জগতের দিকে ধাবিত হয়।

শক্তি যখন কেবল আমাদের নিজের মধ্যে সমাহৃত হয় এই সময়েই কি আমরা নিজেকে বেশি করে জানি, বেশি করে পাই? আর, সকালে যখন আমাদের শক্তি অন্যের দিকে নানা পথে বিকীর্ণ হতে থাকে তখনই কি আমরা নিজেকে হারাই?

ঠিক তার উল্টো। কেবল নিজের মধ্যে যখন আমরা আসি তখন আমরা অচেতন, যখন সকলের দিকে যাই তখন আমরা জাগ্রত, তখনই আমরা নিজেকে জানি। যখন আমরা একা তখন আমরা কেউ নই।

আমাদের যথার্থ তাৎপর্য্য আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই, তা জগতের সমস্তের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। সেইজন্যে আমরা বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে কর্ম দিয়ে কেবলই সমস্তকে খুঁজছি; কেবলই সমস্তের সঙ্গে যুক্ত হতে চাচ্ছি নইলে যে নিজেকে পাই নো। আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি করব, এই হচ্ছে আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

আপেল ফলের পতন-শক্তিকে যখন জ্ঞানী বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যেই দর্শন করলেন তখন তাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হল। কারণ, সত্যকে সর্বত্র দেখলেই তার সত্যমূর্তি প্রকাশ পায় এবং সেই মূর্তিই আমাদের আনন্দ দান করে।

তেমনি আমরা আমাদের নিজেকে সর্বত্র ব্যাপ্ত দেখব এই হলেই নিজেকে সত্যরূপে দেখা হয়। নিজের এই সত্যকে যতই ব্যাপক করে জানব ততই আমাদের আনন্দ হবে। যে-কেউ আমাদের আপনাকে তার নিজের ভিতর থেকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে তাকে আমাদের কাছে সত্যতর রূপে প্রকাশ করে তাকেই আমরা আত্মীয় বলি, সেই আমাদের আনন্দ দেয়।

এই কারণেই মানবাত্মা বহু প্রাচীন যুগ হতে গৃহ বল, সমাজ বল, রাজ্য বল, যা-কিছু সৃষ্টি করছে তার ভিতরকার একটিমাত্র মূল তাৎপর্য্য এই যে মানুষ একাকিত্ব পরিহার করে বহুর মধ্যে বিচিত্রের মধ্যে, আপনার নানা শক্তিকে নানা সম্বন্ধে বিস্তৃত করে দিয়ে নিজেকে বৃহৎ ক্ষেত্রে উপলব্ধি করবে–এই তার যথার্থ সুখ। এইজন্যেই বলা হয়েছে "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'–ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নেই। কারণ, অল্পে আত্মাও অল্প হয়।

যে সমাজ সভ্য সেই সমাজ বহুকে বিচিত্রভাবে আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে বলেই সে সমাজের গৌরব। নইলে কেবল উপকরণবাহুল্য এবং সুবিধার সমাবেশ তার সার্থকতা নয়।

সভ্যসমাজে যেখানে জ্ঞান প্রেম ও কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ত দূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে আছে সেইখানে যে মানুষ বাস করে সে ক্ষুদ্র হয়ে থাকে না। সে ব্যক্তির শক্তি অল্প হলেও সে শক্তি সহজেই নিজেকে সার্থক করবার অবকাশ পায়। এইজন্যেই সকলের যোগে, ভূমার যোগে, সভ্যসমাজবাসী প্রত্যেকেই যথাসম্ভব বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

যে সমাজ সভ্য নয় সে সমাজে স্বভাববলিষ্ঠ লোকও দুর্বল হয়ে থাকে, কারণ সে সমাজের লোকেরা আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। সে সমাজে যে-সকল প্রতিষ্ঠান আছে সে কেবল ঘরের উপযোগী, গ্রামের উপযোগী। জোয়ার এসে পৌঁছোয় না; এইজন্যে সেখানে মানুষ নিজের সত্য, নিজের গৌরব অনুভব করে শক্তিলাভ করতে পারে না, সে সর্বত্র পরাভূত হয়ে থাকে। তার দারিদ্র্যের অন্ত থাকে না।

এইজন্যেই আমাদের সভ্যতার সাধনা করতে হবে, রেলওয়ে-টেলিগ্রাফের জন্যে নয়। কারণ, রেলওয়ে-টেলিগ্রাফেরও শেষ গম্যস্থান হচ্ছে মানুষ–কোনো স্থানীয় ইস্টেশন-বিশেষ নয়।

এই সভ্যতা-সাধনার গোড়াকার কথাই হচ্ছে ধর্মবুদ্ধি। যতই আপনার প্রসার অল্প হয় ততই ধর্মবুদ্ধি অল্প হলেও চলে। নিজের ঘরে সংকীর্ণ জায়গায় যখন কাজ করি

তখন ধর্মবুদ্ধি সংকীর্ণ হলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যেখানে বহু লোককে বহু বন্ধনে বাঁধতে হয় সেখানে ধর্মবুদ্ধি প্রবল, হওয়া চাই। সেখানে ধৈর্য বীর্য অধ্যবসায় ত্যাগ সেবাপরতা লোকহিতৈষা সমস্তই খুব বড়ো রকমের না হলে নয়। বস্তু কোনোমতেই বৃহৎ হয়ে উঠতে পারে না যদি তাকে ধরে রাখবার উপযোগী ধর্মও বৃহৎ না হয়। ধর্ম যখনই দুর্বল হয় তখনই বৃহৎ সমাজ বিশ্লিষ্ট হয়ে ভেঙে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে, কখনোই কেউ তাকে বাঁধতে পারে না।

অতএব, যখনই বহুব্যাপারবিশিষ্ট বহুদূরব্যাপ্ত বহুশক্তিশালী কোনো সভ্যসমাজকে দেখব তখনই গোড়াতেই ধরে নিতে হবে তার ভিতরে একটি প্রবল ধর্মবুদ্ধি আছে–নইলে এত লোকের পরস্পরে বিশ্বাস, পরস্পরে যোগ, এক মুহূর্তও থাকতে পারে না।

আমাদের দেশের সমাজেও সমস্ত ক্ষুদ্রতা বিচ্ছিন্নতা দূর করে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে ভূমার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে মানবাত্মা কখনোই বলিষ্ঠ এবং আনন্দিত হতে পারবে না। সাধারণের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ যতই নানাপ্রকার আচারে বিচারে বাধা প্রাপ্ত হতে থাকবে ততই আমাদের নিরানন্দ অক্ষমতা ও দারিদ্র্য কেবলই বেড়ে চলবে। আমাদের দেশে বহুর সঙ্গে ঐক্যযোগের নানা সুযোগ রচনা করতে না পারলে আমাদের মহত্ত্বের তপস্যা চলবে না।

সেই সুযোগ রচনা করবার জন্যে আমরা নানা দিক থেকে চেষ্টা করছি। কিন্তু ছোটো-বড়ো আমরা যা-কিছু বেঁধে তুলতে চাচ্ছি তার মধ্যে যদি কেবলই বিশ্লিষ্টতা এসে পড়ছে এইটেই দেখা যায়, তা হলে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে, গোড়ায় ধর্মবুদ্ধির দুর্বলতা আছে–নিশ্চয়ই সত্যের অভাব আছে, ত্যাগের কার্পণ্য আছে, ইচ্ছার জড়তা আছে; নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার বল নেই এবং পূজার উপকরণ থেকে আমাদের আত্মাভিমান নিজের জন্য বৃহৎ অংশ চুরি করবার চেষ্টা করছে; নিশ্চয়ই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা রয়েছে, ক্ষমা নেই; এবং মঙ্গলকেই মঙ্গলের চরম ফলরূপে গণ্য করতে না পারাতে আমাদের অধ্যবসায় ক্ষুদ্র বাধাতেই নিরস্ত হয়ে যাচ্ছে।

অতএব, আমাদের সতর্ক হতে হবে। যেখানে কৃতকার্যতার বাধা ঘটবে সেখানে নির্বাক্ উপকরণের প্রতি দোষারোপ করে যেন নিশ্চিত হবার চেষ্টা না করি। পাপ আছে তাই বাঁধছে না, ধর্মের অভাব আছে তাই কিছুই ধরা যাচ্ছে না। এইজন্যেই আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, প্রাণের সঙ্গে প্রাণ, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টা সম্মিলিত হয়ে মানবাত্মার উপযুক্ত বিহারক্ষেত্র নির্মাণ করছে না–আমাদের আত্মা কোনোমতেই সেই বিশ্বকর্মা বিরাট পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হবার যোগ্য নিজের বিরাট রূপ ধারণ করতে পারছে না।

দৃষ্টি আকর্ষণ

সন্দীপনার চলার পথকে সাবলীল করার জন্য আপনার বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করুন। সেই সাথে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্দীপনার কলেবর বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন।

সৎসঙ্গ সংবাদ প্রেরণকারী/ লেখকবৃন্দের প্রতি সবিনয় অনুরোধ-পরিচ্ছন্ন কাগজের একপাশে স্পষ্টাক্ষরে লেখা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

-সম্পাদক

মাতৃদীপনা

(মায়েদের জন্য বিশেষ সাহিত্য আসর)

সেবা বিধায়না

–শ্রীশ্রীঠাকুর

যা'রা পুণ্য বা প্রত্যাশা-সিদ্ধির
প্রলোভন নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
মহৎ বা শ্রেয়চর্য্যা ক'রতে যায়,
যা'র ফলে তা'রা ভাবে–
যা'ই কেন করুক না তা'রা,
দয়ালের দয়ায়
তা'দের অন্তরের চাহিদাগুলি
সুসিদ্ধই-প্রসাদ-সন্দীপ্ত,
তাঁ'র দর্শনে, স্পর্শে ও অনুচর্য্যায়
কামনাসিদ্ধি হ'য়েই থাকে
এমনতর তাত্ত্বিক চলন নিয়ে
যা'রা শ্রেয়সেবা ক'রতে যায়–
প্রত্যাশার চাহিদা-সঙ্কুল অন্তঃকরণে,
তা'দের শ্রেয়চর্য্যা তো হয়ই না,
নিজের প্রত্যাশার চর্য্যাও হয় না;
তুমি শ্রেয়চর্য্যা-প্রত্যাশা নিয়েই
যদি শ্রেয়চর্য্যা ক'রতে যাও,–
তাঁর স্বস্তি ও সুখে
তুমি যদি আত্মপ্রসাদ লাভ কর,
তোমার কর্ম্ম, ভাব, বাক্য
সৎ সাহস
বেপরোয়া সুগতি
সব দিয়ে
কর্ম্মতপাঃ অনুচর্য্যায়
তাঁ'কে উপচয়ী ক'রে চলাই যদি
তোমার অন্তরের পরম আকূতি হয়,–
অবিল প্রত্যাশার
আবিল কুহক যদি তোমাকে
বঞ্চনার দিকে
কিছুতেই লুব্ধ ক'রে তুলতে না পারে,–
উচ্ছল-অনুরাগের উদাত্ত আহ্বানই
যদি তোমার অন্তঃকরণকে উচ্ছল ক'রে
শ্রেয়সেবাতেই নিরত ক'রে তোলে,–
আর, ঐ কৃতিদীপনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সহ্যের ভিতর-দিয়ে
ধৃতির ভিতর-দিয়ে
সার্থক অধ্যবসায়ী অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
বিনায়িত বোধি নিয়ে
ব্যক্তিত্বকে সার্থকতায়
প্রসাদনন্দিত ক'রে
চারিত্রিক বিভায়
যদি বিভূতিমণ্ডিত হ'য়ে উঠতে পার তুমি,
তুমি দেখতে পাবে–
তুমি কল্পতরুর মূলেই আছ,
আর, তোমার ঐ শ্রেয়ই হ'লেন–
বাঞ্ছাকল্পতরু;
তোমার অন্তঃকরণ
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ানুচর্য্যী
প্রসাদ-প্রসন্ন হ'য়ে
প্রবুদ্ধ সম্বেগে
ব'লতে থাকবে
বাস্তব অনুবেদনা নিয়ে–
শ্রেয় আমার!
তুমিই কল্পতরু
তুমি কামনার
বিনায়নী কলস্রোতা সিদ্ধিরই সোপান,
তুমিই জীবনের অমৃত-তোরণ। ২২৭।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সৃষ্টি

শ্রীধৃতিগোপাল দত্তরায়

বিশ্ব-সৃষ্টির আগে কি ছিল বা কি ভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল তা নিয়ে বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ মাথা ঘামান নি। সৃষ্টির পরে যা যা ঘটে চলেছে বা যা যা ঘটতে পারে তা নিয়েই তাঁদের কারবার। তবে সৃষ্টির ঠিক পূর্বের অবস্থাটা ধরা পড়েছিল কয়েকজন সত্যদ্রষ্টা ঋষির চোখে। তাঁরা তাঁদের সাধনালব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করে গেছেন বিভিন্ন পুস্তকে। একই সত্যের প্রতিচ্ছবি বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যানেও দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে সৃষ্টির ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বিশ্ব-স্রষ্টা ভগবানের হঠাৎ নিজেকে প্রকাশিত করার প্রবল ইচ্ছা হল। তাই নাকি তিনি নিজেই নিজেকে প্রকাশিত করলেন এই বিরাট সৃষ্টির মাধ্যমে। ভারতীয় ঋষিগণ এই প্রবল ভগবৎ ইচ্ছাকেই 'মহা ইচ্ছা' বলে বলেছেন। আমাদের মনে হঠাৎ কোন ভাবের উদয় হলে আমরা নিজেদেরই অজান্তে তা প্রকাশ করে ফেলি। দুঃখে আমরা কাঁদি, আনন্দে হাসি। 'মহা ইচ্ছা' ও তাই বুঝি বা নিজেরই অজান্তে শব্দশক্তিতে নিজেকে প্রকাশিত করলেন।

বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়েছেন শক্তির ক্ষয় বা বৃদ্ধি নাই। শুধু এক শক্তির অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব। কথাকে একটু বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় এই যে সৃষ্টির আদিতে বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের ভাঁড়ারে যে পরিমাণ ছিল আজও সেই পরিমাণ শক্তিই তাঁর ভাঁড়ারে রয়েছে। শুধু যে শব্দ শক্তিতে ভগবান নিজেকে প্রথম প্রকাশ করেছিলেন সেই শব্দ শক্তিই কালক্রমে কোন এক অদৃশ্য হস্তের যাদু স্পর্শে আলোক শক্তি, তড়িৎ শক্তি, চৌম্বক শক্তি ইত্যাদি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। আমাদের চারিদিকে নিয়তই আমরা কত বিচিত্র শক্তির সমাবেশ দেখতে পাই। এই সকল শক্তির মিলিত রূপকে যদি আমরা 'ভগবৎ শক্তি' বলি তাতেই বা দোষ কোথায়?

এই পৃথিবী বস্তুময়। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে,–আমাদের সামনে আমরা যে অজস্র জড় বস্তুর বিচিত্র সমাবেশ দেখতে পাই এদের উৎস কোথায়? বস্তুত: শক্তিই হচ্ছে সকল প্রকার জড় বস্তুর উৎস। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করেন শক্তি ও জড় বস্তু পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। জড় বস্তুকে যেমন শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব তেমনি অদূর ভবিষ্যতে শক্তিকেও জড়-বস্তুতে করা যাবে বলে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ বস্তু শক্তিরই পুঞ্জীভূত রূপ।

জড় বস্তুকে যে শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব এটা প্রথম দেখালেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন তিনি হিসাব করে বললেন, খুব অল্প পরিমাণ জড় বস্তুকেও রূপান্তর করলে পাওয়া যাবে প্রচণ্ড এক দানবীয় শক্তি যা নাকি নিমিষে শেষ করে ফেলতে পারবে মানুষের শত শত বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তোলা কীর্তিমালা–শহর, নগর, গ্রাম–এক কথায় গোটা মানব সভ্যতাটাকে আইনষ্টাইনের সমীকরণ–

যেখানে ঃ m= যে পরিমাণ পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

c= আলেকের গতিবেগ (যা নাকি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল।)

E= যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাচ্ছে।

প্রমাণ পাওয়া গেল হাতেনাতেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্বে দুটি মাত্র অ্যাটমবোমার দরকার হয়েছিল জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসিকি শহর দুটিকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। ভাবতেও অবাক লাগে মানুষের মরণাস্ত্র এখন মানুষেরই হাতে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অবশ্য নানা উপায়ে এই অনিয়ন্ত্রিত পরামাণবিক শক্তিকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে পেরেছেন। নিয়ন্ত্রিত এই পারমাণবিক শক্তিতে এখন মানব-কল্যাণের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করে আশাতীত ফল পাওয়া গিয়েছে। এই ভাবে কাজ এগিয়ে চললে হয়ত বা একদিন মাটির পৃথিবীতেই রূপ-কথার স্বর্গ নেমে আসবে। কিন্তু প্রশ্ন, বিজ্ঞানকে আমরা এখন কোন কাজে ব্যবহার

করব–সৃষ্টির কাজে, না ধ্বংসের কাজে?–অনাগত ভবিষ্যত একমাত্র এ কথার সদুত্তর দিতে পারে ।

আমাদের সামনে বৈচিত্রময় বস্তু-জগতের বৈচিত্রের মূলে রয়েছে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ । আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে সৃষ্ট বস্তুর সংখ্যা । এক হচ্ছে বহু । এই সত্য ধরা পড়েছিল প্রাচীন ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের চোখেও । আমরা জানি চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে কিন্তু উত্তর মেরু উত্তর মেরুকে ও দক্ষিণ মেরু দক্ষিণ মেরুকে বিকর্ষণ করে । বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন পৃথিবীর মধ্যে আড়াআড়ি ভাবে একটি বিরাট দন্ড চুম্বক পাতা আছে । অর্থাৎ পৃথিবী নিজেই একটি বিরাট চুম্বক । পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে একদিন প্রশ্ন করা হল, "ঠাকুর, মৃত্যুর পর আপনি কি অবস্থায় থাকবেন?" ঠাকুর উত্তর করলেন, "North-pole ও South-pole হয়ে থাকব ।"

প্রাণীজগতে বৈচিত্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে চার্লস ডারউইন প্রবর্ত্তন করলেন তাঁর জগদ্বিখ্যাত 'থিওরি অব ইভালিউসন্ ।' তিনি বললেন যে, প্রাণীদের জীবনযাত্রার প্রণালী (হয়ত বা প্রাকৃতিক কারণে) বদলে যাচ্ছে একটু একটু করে । এই ভাবে বদলাতে বদলাতে ক্রমে একটি প্রাণী সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতির ও প্রকৃতির অন্য আর একটি প্রাণীতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে । প্রাণীদের মধ্যে এই নতুন নতুন পরিবর্তন আসছে শুধু মাত্র প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদে । প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সকল অতিকায় প্রাণী প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাল রেখে নিজেদের জৈবিক পরিবর্ত্তনকে সীমিত করতে পারে নি তারা লুপ্ত হয়ে গেছে প্রকৃতির বুক থেকে । কিন্তু তখনকার কিছু কিছু ছোট প্রাণী যেমন আরশোলা ইত্যাদি আজও আমরা দেখতে পাই । সীমিত জৈবিক প্রয়োজনই এদের টিকিয়ে রেখেছে যুগ যুগ ধরে ।

এই বিশ্ব-সৃষ্টির সব কিছুই একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা । সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-তারা যে নিয়মের অধীন আমাদের হাতের কাছের প্রতিটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুও সেই একই নিয়মের অধীন । প্রতিটি বস্তুকেই বিশ্লেষণ করতে থাকলে আমরা এমন এক বস্তুকণায় এসে পৌঁছাব যাকে আর বিশ্লেষণ করা যাবে না । করলে বস্তুটি তার স্বাধীন সত্ত্বা হারিয়ে ফেলবে । পদার্থের এই ক্ষুদ্রতম কণাকেই বৈজ্ঞানিক নাম দিলেন অ্যাটম বা পরমাণুর কথা বলেছিলেন । বৈজ্ঞানিকগণ থেমে রইলেন না । এই পরমাণুকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন । দেখা গেল পরমাণু মূলত ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎকণা দিয়ে তৈরী । যে কোন একটি পরমাণুতে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক তড়িৎ-এর পরিমাণ সর্ব্বদাই সমান । তাই পরমাণু আপাতদৃষ্টিতে তড়িৎহীন । পরমাণুর কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে রয়েছে ধনাত্মক তড়িৎকণা বা প্রোটন । পরমাণুকেন্দ্রে নিস্তড়িৎকণা নিউট্রনও রয়েছে । তার চারিদিকে চক্রাকারে বিভিন্ন কক্ষপথে ক্রমাগতই পাক খেয়ে চলেছে ঋণাত্মক তড়িৎকণা বা ইলেকট্রন । –ঠিক যেমন সৌরমণ্ডলে সূর্য্যের চারিদিকে অন্যান্য গ্রহগুলি ঘুরে চলেছে অবিরত বিভিন্ন কক্ষ পথে । আমরা জানি সম-তড়িৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে কিন্তু বিষম তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে । তাহলে তো পরমাণুর ভিতরের ঋণাত্মক তড়িৎকণা বা ইলেকট্রন উচিত পরমাণু কেন্দ্রে অবস্থিত ধনাত্মক তড়িৎকণা বা প্রোটনের গায়ে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়া । কিন্তু তা তো হয় না! এর কারণ কি? কারণ খুঁজে বার করতে বিশেষ দেরি হল না । বৈজ্ঞানিকরা দেখালেন কোন বস্তুকে বৃত্তাকার পথে ঘুরিয়ে দিলে বস্তুটি বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে একিট বল অনুভব করে । পরমাণুর এই কেন্দ্রায়িত বলই প্রোটন ও ইলেকট্রনের ভিতর আকর্ষণজনিত বলের মধ্যে সাম্য বজায় রাখে । সৌর মণ্ডলেও একই ব্যাপার ঘটে । সূর্য্য পৃথিবী, পৃথিবী-চন্দ্র ইত্যাদির ভিতর আকর্ষণজনিত বল ঘুর্ণন জনিত কেন্দ্রায়িত বলের ভিতর সাম্য বজায় রাখে । তাই না সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী এবং পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্র ঘুরে চলেছে অনন্তকাল ধরে ।

আপাতদৃষ্টিতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সব কিছুই জাগতিক ধর্ম্ম । মানুষও এই নিয়মের বাইরে নয় । প্রতিনিয়তই তো আমরা দেখি নতুন মানব শিশু জন্মাচ্ছে,

শিশু বড় হচ্ছে, বুড়ো হচ্ছে পরে মরে যাচ্ছে । কিন্তু এই লয় বা মৃত্যুকে অবলুপ্তি বা ধ্বংস বললে ভুল করা হবে । আমরা তো আগেই দেখেছি শক্তির অবলুপ্তি সম্ভব নয়, শুধু রূপান্তর সম্ভব । তাই যে জীবন-শক্তি প্রতিনিয়তই আমাদের চালাচ্ছে, যে শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে আমরা খাচ্ছি, হাসছি, কথা বলছি সেই শক্তি নিশ্চয়ই আগেও ছিল এবং টিকে থাকবে অনন্তকাল ধরে । এই জীবন-শক্তিকেই জীবাত্মা বলা যেতে পারে না কি?'

ব্রহ্ম কথাটা এসেছে 'বৃন্হ' ধাতু থেকে । যার মানে বৃদ্ধি পাওয়া । আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব বাদে দেখা যায় এই জগৎ ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে অনন্তকাল ধরে । বিশ্ব-সৃষ্টিকে সাবানের বুদবুদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে । সাবানের বুদবুদ যেমন আস্তে আস্তে বড় হয়, পরে বড় হতে হতে হঠাৎ ফেটে যায় বিশ্বসৃষ্টিও তার শিশু অবস্থা থেকে ক্রমাগত বড় হয়ে চলেছে অনন্তকাল ধরে । সাবানের বুদবুদের মতই বিশ্বসৃষ্টি হয়ত বা একদিন হঠাৎ লয়প্রাপ্ত হবে । বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন জগতের এনট্রপি বা বিশৃঙ্খলার মাত্রা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে মনে হয় বিশৃঙ্খলার মাত্রা যখন চরমে উঠবে তখন বর্ত্তমান সৃষ্টি ধ্বংস প্রাপ্ত হবে, শুরু হবে নতুন সৃষ্টির নবীন প্রকাশ ।

অত্যাধুনিক কয়েকটি নতুন বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কার মানুষের প্রচলিত সমস্ত ধারণাকেই দিচ্ছে পাল্টে । আমরা জানি প্রতিটি জাগতিক বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট mass বা ভর আছে । এই mass কে আমরা Positive mass বলি । কোন বস্তুর negative mass-এর কথা আমরা কল্পনা করতে পারি । কিন্তু অনুভব করতে পারি কি?

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে +ve mass-এর সাথে সাথে বস্তুর– ve mass-এর অস্তিত্বও প্রমাণিত হয়েছে । যেহেতু আমাদের এই সৃষ্টি মূলত পুঞ্জীভূত বস্তুরই সমষ্টিগত রূপ তাই আমরা যদি এই সৃষ্টিকে +ve সৃষ্টি বলে বলি তবে এর পেছনে একটি– ve সৃষ্টির লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?

কারক গ্রহ–তারা–চন্দ্র যখন যেমন শুভ রয়।
তেমনি দিনে কাজ আরম্ভে প্রায়ই জানিস শুভ হয়॥

–শ্রীশ্রীঠাকুর

যে কোন বয়সের আপনি বা আপনার সন্তান-সন্ততির কোষ্ঠি, ঠিকুজি বা লাইফ হরস্কোপ তৈরি করিয়ে জেনে নিন আপনার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি কখন কিভাবে কেমন যাবে এবং আপনার ভাগ্যে কী আছে?

যাজক, লেখক ও জ্যোতিষ গবেষক

শ্রীবিষ্ণুপদ আচার্য্য বি এ

কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি ও জ্যোতিষতীর্থ

কোষ্ঠি, ঠিকুজি, রত্ন ও হস্তরেখা বিশারদ

অফিসঃ
অক্সফোর্ড স্কুল এন্ড কলেজ সংলগ্ন ২নং রুম
গোলদীঘির উত্তরপাড়, কক্সবাজার
মোবাইল ০১৭১৪৪৩৪৭৫৪

বাড়ীঃ
সৎসঙ্গ শ্রীমন্দির
হারবাং, ধরপাড়া, চকরিয়া
কক্সবাজার ।

মানসতীর্থ পরিক্রমা

শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু

প্রথম অধ্যায়

দীক্ষালাভ : ৭ই নভেম্বর, ১৯১৭

... সে আজ অনেক দিনের কথা ।

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাস । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ এবং ল' পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছি । ৬ই নভেম্বর তারিখে কুষ্টিয়া সহরে এলাম আমার ভগ্নীকে দেখবার জন্যে । আমার ভগ্নীপতি অশ্বিনীকুমার বিশ্বাসের বাড়ীতে প্রবেশ করতেই বাইরের ঘরে দেখলাম একটি সুঠাম সুদর্শন ব্রাহ্মণ যুবক ব'সে আছেন । খালি গা' বক্ষে যজ্ঞোপবীত লম্বমান । তাঁর স্নেহল তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমাকে আকর্ষণ করল ।

আমাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তিনি উঠে চিরপরিচিতের ন্যায় আমাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন । কিছুক্ষণ তাঁর স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ রেখে তদবস্থায়ই আমাকে প্রশ্ন করলেন–"আমাকে কী রকম লাগে দাদা?"

তাঁর গাঢ় আলিঙ্গনে অভিভূত হ'য়েই হো'ক বা যে কোনও কারণেই হো'ক বলে ফেললাম–"আপনার সঙ্গে আমার যে এই প্রথম পরিচয় তা' তো মনে হ'চ্ছে না; মনে হচ্ছে যে আপনি আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু ।"

তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন–"প্রথমে আপনাকে অপরিচিত ভদ্রলোক বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু মনে যে আপনিও আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু ।"

তখন পর্য্যন্ত জানি না তিনি কে, তাঁর নামই বা কি, কোথা থেকে এসেছেন, কীই বা করেন । কিছুক্ষণের জন্য তাঁর নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে হাতমুখ ধোবার জন্য ভেতরে গেলাম ।

সেখানে আমার ভগ্নীপতি অশ্বিনীবাবুর কাছ থেকে প্রথম জানতে পারলাম যে এঁর নাম শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী । তাঁরা এঁকে 'শ্রীশ্রীঠাকুর' ব'লে ডাকেন । কীর্তন করতে করতে এঁর ভাবসমাধি হয়, তখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না ; সেই অবস্থায় একবার কে টিকা পুড়িয়ে গায়ে ধরেছিল, তা'তেও তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসেনি । ভাবসমাধির অবস্থায় অনেক কথাও বলেছেন, যা' লিখিত আছে ।

হাতমুখ ধুয়ে কিঞ্চিৎ জলযোগ ক'রে আবার বাইরের ঘরে এসে তাঁর নিকট বসলাম । সেখানে এমন কয়েকজন লোককে দেখলাম যাদের নৈতিক চরিত্র অতি নিকৃষ্ট ধরণের ব'লে আমি পূর্ব হ'তে জানতাম । তাদের মধ্যে একজন আমাকে বলেছিলেন–'ফৌজদারী দণ্ডবিধির এমন কোনও ধারা নেই যে অপরাধ আমি জীবনে না করেছি ।' এদের এরূপ সাধুপুরুষের সংস্পর্শে এসে এদের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন সাধিত হ'য়েছে, 'সল', 'পলে' রূপান্তরিত হয়েছে ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নানা কথাবার্তা হ'তে লাগল । তখন সন্ধ্যা হয়-হয়–আমি তাঁকে বললাম,–'আপনার সঙ্গে নিরালায় কিছু আলাপ করতে চাই ।' তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, 'আসুন' । এই ব'লে বাইরের ঘরের সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে উঠে গেলেন । সেখানেই তিনি শয়ন করতেন । আমি তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করলাম ।

দীপ জ্বালা হ'ল । আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে যেতে লাগলাম । তিনি মুহূর্তমাত্র চিন্তা না ক'রে স্বতঃস্রোতা নদীর গতিতে অনর্গল ব'লে যেতে লাগলেন । রাত্রি অধিক হ'লে খাওয়ার ডাক পড়ল, তিনি ও আমি একসঙ্গে খেয়ে এলাম । এসে আবার তাঁর শয্যাপার্শ্বে পূর্বের ন্যায় বসলাম ।

আবার প্রশ্নোত্তর চল্‌তে লাগল । কথাবার্তায় আলাপ-আলোচনায় কিভাবে যে রাত্রি অতিবাহিত হ'য়ে গেল তা' টেরই পেলাম না । ভোরে কাকের ধ্বনি শুনি তিনি বললেন "ভোর হ'য়ে গেছে, কাক ডাক্‌ছে ।" জানালা খুলে দেখলাম, পূর্বাকাশ ফর্সা হ'য়ে এসেছে ।

দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র হিসাবে এবং নিজের জীবনে এ পর্যন্ত যত প্রশ্ন জমা হ'য়ে উঠেছিল–ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে সব প্রশ্নই উজাড় ক'রে দিয়ে যথার্থ সমাধান পেয়ে তৃপ্ত হ'লাম । ভাবলাম, একজনের পক্ষে এরূপ বহুবিধ প্রশ্নের সমাধান দেওয়া কিরূপে সম্ভব, বিশেষতঃ যিনি বলতে গেলে উচ্চশিক্ষার ধারই ধারেন না । তা'হলেও, সারারাত্রির আলোচনায় এই কথাই মনে হ'তে লাগল যে তিনি সর্ববিধ শিক্ষায় শিক্ষিত । আরও অনুভব করলাম সর্বমানবের প্রতি তাঁর প্রাণভরা দরদ, যা' জাতি, ধর্ম বা দেশকালের দ্বারা সীমিত নয় ।

প্রভাতে হাতমুখ ধুয়ে তাঁর কাছে এসে বসলাম । তিনি প্রীতি-প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমায় আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ

করতে লাগলেন। তাঁর সেই দৃষ্টি কী আকর্ষণ ছিল জানি না। শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি দেখিনি, শুনিনি তাঁর কণ্ঠস্বর। প্রথম যেদিন 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়ি তখন আমি স্কুলের ছাত্র, অপূর্ব অনুভূতি হয়েছিল সেদিন। এই দিন তাঁর দৃষ্টিতে স্পষ্ট উপলব্ধি করলাম যেন শ্রীরামকৃষ্ণই আমার দিকে স্নেহল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বললেন তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে। মনে হ'ল যেন শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর, কি জানি কেন, অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম ক'রে বললাম–'আমাকে দীক্ষা দিন, পথ দেখিয়ে দিন'!

সেদিন ৭ই নভেম্বর। তখনই তিনি নিজে আমাকে দীক্ষা দিলেন। আমার জন্ম হয়েছিল ৭ই নভেম্বর, আবার দ্বিতীয় জন্মও হ'ল সেই তারিখে।

কলকাতায় স্কুলে যখন পড়ি তখন 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' প'ড়ে আমার মনে যে ভাবান্তর হয় তার কথা উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে তারপর যখন কলেজে পড়তে এলাম তখন শ্রীমা সারদা দেবী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাইপো রামলালদাদা ও বেলুড় মঠের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট রাখালা-মহারাজের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হ'লাম। রাখাল-মহারাজ আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।

ঐ সময়ে আমার এক সহপাঠী রাখাল-মহারাজের কাছে যেত, সে সেখানে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে গেল। কিন্তু কেন জানি না, ঘটনাচক্রে আমার শ্রীমা বা রাখাল-মহারাজের কাছে দীক্ষা নেওয়া আর হ'ল না।

তারপর শারীরিক অসুস্থতার জন্য যখন ভাগলপুর কলেজে বি-এ পড়তে গেলাম, তখন সেখানে এসে এক সাধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হয়। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় জেনেছিলাম যে তিনি কেশব সেনের মাতুল হ'তেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন পঞ্চমুণ্ডীর আসন ক'রে দক্ষিণেশ্বরে বসলেন, তখন তিনি পশ্চিমাঞ্চলে সাধনার জন্য চ'লে যান। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

আমার অপর এক সহপাঠী আমার কাছে এই সাধুর কথা শুনে তাঁর সাথে দেখা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ওঠে। ছাত্রবন্ধুটিকে তাঁর কাছে নিয়ে যাই। আমার বন্ধুটিকে সাধুজী দেখেই বললেন, "তোমার সম্মুখে যে ঘোর বিপদ দেখছি।" এই ব'লে তিনি তা'কে একান্তে ডেকে নিয়ে কী মন্ত্র দিলেন এবং তা' জপ করতে বললেন। তিনি আরো বললেন যে এতে তার বিপদ কেটে যাবে।

তখন আমি সাধুজীকে বললাম, "বাঃ, বেশ তো মজা! আমি যাকে নিয়ে এলাম তাকে আপনি দীক্ষা দিলেন কিন্তু আমি যে এতদিন ধরে আপনার কাছে যাওয়া-আসা, মেলা-মেশা করছি, তা' আপনি আমাকে তো কিছু বললেন না?"

তাঁর আলাপ-আলোচনায় আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে তিনি খুব উঁচু স্তরের সাধক। তাঁর কাছে মন্ত্র নেবার কথা বলায় তিনি আমাকে বললেন, "তোমার গুরু যিনি হ'বেন তাঁর সঙ্গে তোমার আজ থেকে চার বছর পরে দেখা হ'বে। তিনিই তোমাকে দীক্ষা দেবেন।"

সেটা ছিল ১৯১৩ সালের ৬ই নভেম্বর। আমি তখন তাঁকে বলেছিলাম,–"আপনার এ কথা হেঁয়ালীর মত লাগছে।"

উত্তরে তিনি বললেন, "এখন এ কথা তোমার কাছে হেঁয়ালীর মত লাগতে পারে কিন্তু চার বছর যেদিন অতীত হবে, সেদিন তুমি এ কথার সত্যতা বুঝতে পারবে।"

সাধুজীর কথা বর্ণে বর্ণে মিলে গিয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে এসে যখন সাধুজীর ঐ কথা মনে এলো, তখন বড় আশ্চর্য্য বোধ করছি। মানুষ সদ্‌গুরু-গ্রহণ ব্যাপারে destined (নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত) কিনা কে জানে। তা' না হ'লে শ্রীমা সারদাদেবী, রাখাল-মহারাজ বা সাধুজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ না করে, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসেই বা আত্মসমর্পণ ক'রলাম কেন? তার উত্তর কী তা' জানি না।

কীর্তন ও ভাবসমাধি

১০ই নভেম্বর, ১৯১৭

৭ই, ৮ই নভেম্বর দু'দিন তাঁর সাথেই কাটালাম। কত লোক আসতো কত প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে। ইতর, ভদ্র, মুর্খ, বিদ্বান, ধনী, দরিদ্র সবাইকে স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ ক'রে সস্নেহে তাদের প্রশ্নের জবাব দিতেন। তাঁর অসীম ধৈর্য্যের পরীক্ষাও হ'ত। সবার প্রতি তাঁর সমান ভালবাসায় মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। কি রকম ক'রে সময় কাটতে লাগল বুঝতেই পারলাম না।

৯ই নভেম্বর তারিখ সকাল বেলায় তিনি বললেন, "আমি রাতুলপাড়ায় যাব" (রাতুলপাড়া বোধহয় কুষ্টিয়া থেকে চার মাইল হবে)।

তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে যাবার ইঙ্গিত করছেন বুঝে আমি বললাম, "আজকে কলকাতায় ফিরবার কথা আছে ।"

তদুত্তরে তিনি বললেন, "তবে থাক ।"

তাঁর চ'লে যাবার পরে মনে হ'ল,–তাঁর সঙ্গে গেলেই তো হ'ত । এ কয়দিন তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়ে আজ একাকী হ'য়ে পড়ায় তাঁর অভাবটা বিশেষভাবে অনুভব ক'রতে লাগলাম । মনে হ'ল, কলকাতায় একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দেই যে–আমার যেতে দেরী হবে । কিন্তু তাঁর কাছে যাব কী ক'রে ? রাতুলপাড়ার পথ তো চিনি না । সেইদিন বিকেলের দিকে একজন ভদ্রলোক এসে বললেন, "আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আমি রাতুলপাড়ায় যেতে পারিনি, কাল সকালে যাব । আপনি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন ।" তাঁর সেই কথা শুনে তৎক্ষণাৎ আমার মনে হল–আমার অভীষ্ট-পূরণের যোগাযোগ তিনিই যেন ক'রে দিলেন ।

পরের দিন ১০ই নভেম্বর সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে রওনা হ'য়ে বেলা ৯টা আন্দাজ রাতুলপাড়ায় পৌঁছলাম । শ্রীশ্রীঠাকুর তখন একটি ঘরের মধ্যে কয়েকজনের সাথে আলাপ করছিলেন । আমি বাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে শুনলাম, কে যেন তাঁকে বল্লে–"সুশীলদা এসেছেন ।" তাই শোনামাত্র তিনি এক লাফ দিয়ে ছুটে বাইরে এসে আমাকে গভীর আলিঙ্গনে বদ্ধ করলেন এবং বললেন–"আপনার কথাই ভাবছিলাম–আপনি এলে খুব আনন্দ হ'বে, তাই পরম-পিতা মিলিয়ে দিলেন ।"

আমি বললাম–"আপনি চ'লে আসবার পরই আপনাকে দেখবার জন্য মনটা কেন জানি না অত্যন্ত ব্যগ্র হ'য়ে উঠলো । তাই এই ভদ্রলোকের সঙ্গ পেয়ে চলে এলাম ।"

"খুব ভাল হ'য়েছে"–এই কথা ব'লে তিনি আমাকে ধ'রে নিয়ে ঘরে এলেন । আমি আসার দরুণ তাঁর যে ভাবাবেগ ও আনন্দোচ্ছ্বাস দেখলাম তাতে চমক লেগে গেল । ভাবলাম, নিতান্ত আপনার জন না হলে কেউ কারো দর্শনে এত আনন্দিত হয় না । ঘরভর্তি লোক । তার মধ্যে আমাকে স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ ক'রে সকলকে বলতে লাগলেন,–"আজ বড় আনন্দ হচ্ছে ।" তাঁর চোখেমুখে অভূতপূর্ব আনন্দোচ্ছ্বাস ফুটে উঠলো । আমি ভেবেই কুলকিনারা পেলাম না–কি ক'রে একজন মানুষের দর্শনে আর একজনের এরূপ আনন্দের অভিব্যক্তি হয় । তাঁর এই ভাবটাই আমাকে বিশেভাবে মুগ্ধ ও অভিভূত ক'রল ।

নানা কথাবার্তা চলতে লাগল দুপুর পর্যন্ত । দুপুরে স্নানাহার সেরে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর আবার আলোচনা চলতে লাগল । সন্ধ্যার দিকে বাড়ীর আঙ্গিনাতে কীর্তন আরম্ভ হ'ল । কীর্তন বলতে আমরা যা' বুঝি–খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন–এ তা' নয়কো । দু'তিনটা ড্রাম বেজে উঠলো, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বেজে উঠলো । সকলে মিলে তাণ্ডব নর্তন ও কীর্তন আরম্ভ ক'রল ।

কীর্তন আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর ঘর থেকে ছুটে এসে দু'বাহু তুলে নাচতে নাচতে কীর্তনে যোগ দিলেন । সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত পট-পরিবর্ত্তন হ'ল । এমন উদ্দীপনার সৃষ্টি হ'ল যে সবাই ভাবে মাতোয়ারা হ'য়ে উদ্দণ্ড কীর্তন সুরু ক'রে দিল ।

আহ্বান

ইষ্টপ্রাণেষু দাদা/ মা

রা-নন্দিত জয়গুরু । প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অবারিত করুণায় পরমতীর্থধামে প্রতিদিনই বহু তীর্থযাত্রীর শুভাগমন ঘটে । এছাড়া আশ্রমে নিয়মিত ভক্তবৃন্দ এবং অবস্থানরত ছাত্রগণের দৈনন্দিন আনন্দবাজারের ব্যয় সংকুলানের ব্যাপারটি বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে সারাদেশে অবস্থিত ইষ্টপ্রাণ সুযোগ্য ভক্তবৃন্দের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে কিছু দায়িত্বগ্রহণ করতে পারেন । বছরের প্রতিদিনই অর্থাৎ ৩৬৫ দিনই জনপ্রতি ১দিন কেন্দ্রীয় আশ্রমে আনন্দবাজারের প্রসাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংযোগ করলে আশ্রমের অর্থনৈতিক সাশ্রয় ঘটবে এবং দায়িত্ব গ্রহণকারীর প্রতিও পরমপিতার কল্যাণ অবারিত বর্ষিত হবে ।

তাঁর এই করুণাধারায় মিলিত হবার জন্য সবার কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি ।

বিনয়াবনত–

শ্রীবিমল রায়চৌধুরী
সভাপতি
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

ড. শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার
সাধারণ সম্পাদক
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

আত্মস্মৃতি
নিজ জীবন প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর
খাদ্যাদি প্রসঙ্গে
(পূর্ব প্রকাশের পর)

শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের (হিমাইতপুর) পিছনে বেঞ্চিতে বসা । জনৈক দাদা বললেন–অনেক টাকা থাকে তাহ'লে ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় সুবিধা হয় ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–তা' নয়, মানুষ যজন যাজন করতে লাগলে টাকা আপনি আসে । এই যে আমাকে দেখছি, আমার কী আছে । আমার থাকার মধ্যে আছে এই–তোদের ভালবাসি, তোরা কেউ না পড়িস্ তাই ভাবি, এইজন্য অস্থির হয়ে বেড়াই, তোদের পিছনে লেগেই আছি, যার যাতে ভাল হবে বুঝি, তাকে তাই কই, তা যাতে করতে পারে, তার ফন্দীফিকির বাতলে দিই, একে দিয়ে এই করাই, ওকে দিয়ে তার জন্য আর একটা করাই, প্রত্যেককে পরিপোষণী করে তুলতে চেষ্টা করি, এই আমি করি । তোরাই আমার সম্পদ । তোরা যে আমাকে টাকা দিস্ । ইচ্ছে করেই তো দিস্ । তোদেরও এমনি হবে । ছেলে চিরকাল ছেলেই থাক না, তার যখন ছেলে হয়, সে হয়ে দাঁড়ায় বাবা । তোরাও তাই ইষ্টকেন্দ্রিকতরার ভিত্তিতে এই রকম করবি, এই রকম হবি ভাবনা কী? আর তোরা বড় না হলে আমার সুখ কোথায়? [আঃ প্রঃ ১ম খণ্ড]

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসে আছেন । আশে-পাশে লোকজন কম চট্টগ্রাম থেকে একটি দাদা এসেছেন । তার প্রয়োজনের উত্তর প্রসঙ্গে ক্রমে ক্রমে নানা কথা সুরু হল । আলোচনার মধ্যেই নানাজনের প্রয়োজন পূরণ করে যাচ্ছেন । সুবোধ ব্যানার্জী-দার মা এসে প্রণাম করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর-পঁচিশটা টাকা দিবি? একজন এসে গোপনে চেয়ে গেছে, আমি কইছি, 'দেখি তো!'...আবার হয়তো এসে পড়বে । খুশী মনে ঐ টাকা আনতে যাচ্ছেন ব্যানার্জী-মা । শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন–দ্যাখ, আমি তো যখন তখন চাই, আমার জন্য আলাদা একটি তফিল করবি । যখন যেমন পারিস, তাতে কিছু কিছু ফেলে রাখবি, এতে কষ্ট হবে না ।...অসময়ে তাতে দেখবি খুব কাজ দেবে । সংসারী মাত্রেই সঞ্চয় করা দরকার, বিশেষতঃ মেয়েদের ।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রদ্ধেয় ক্ষেপুদার বারান্দায় এসে বসেছেন । উপস্থিত কেশব দা সত্য দে দা প্রমুখ অনেকের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর দেওয়া কয়েকটি নতুন ছড়া পড়া হচ্ছে ।

কেশবদা–এগুলির তুলনা হয় না । লেখাপড়া জানা লোক এমন পারে না ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–তোমরা শুধু মুখে তারিফ করলে আমার কিন্তু সুখ হয় না । তখনই বুঝবো তোমাদের এগুলি সত্যি ভাল লেগেছে, যখন দেখব তোমরা এই মত চলছ । আমি তোমাদের মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই । গুরু গোবিন্দের মত বলতে ইচ্ছা করে–"আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ ।" এটা আমার অহঙ্কার কিনা বলতে পারি না, কিন্তু মন আমার এমনই বলে ।... [আঃ প্রঃ ৪র্থ খণ্ড]

সন্ধ্যায় বাঁধের ধারে (হিমাইতপুর) চৌকিতে বসে আনন্দে গল্পগুজব করছেন । মেয়েদের রান্নাবান্না, খাওয়া দাওয়া ছেলে-পেলে মানুষ করা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কথা বললেন । তারপর রাজেনদা (মজুমদার), কিরণদা (মুখার্জী), চুনীদা (রায় চৌধুরী) বীরেনদা (মিত্র) প্রভৃতিকে কর্ম্মীর লক্ষণ সম্বন্ধে বললেন–শুধু Qualification (গুণ) থাকলে হবে না, adjusted (নিয়ন্ত্রিত) কিনা দেখতে হবে । সাশ্রয়ী সুন্দর অর্জনপটু...আর দেখতে হবে...principle (আদর্শ)-এর জন্য তার যে কোন বৃত্তিকে sacrifice (ত্যাগ) করতে পারি কিনা ।...রতনে রতন চেনে...মানুষের কাছ থেকে এমনভাবে নিতে হবে যাতে সে দিয়ে তৃপ্ত হয়–মনটা কিনে নিতে হবে ।

আমি যদি কারও উপর প্রতিশোধ নিতে চাই...তবে ভাবি কেমন করে তাকে জয় করব । আমার একজন খেলার সাথী আমার প্রতি অযথা বিদ্বেষাপন্ন হয়ে উঠেছিল সে সর্ব্বত্রই আমার বিরুদ্ধে নিন্দা করতো, কিন্তু সব জানা সত্ত্বেও আমি সাক্ষাতে অসাক্ষাতে তার প্রশংসা করতাম, তার সঙ্গে দেখা হলে সশ্রদ্ধ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতাম । সত্যিই তার প্রতি আমার কোন বিরুদ্ধভাব ছিল না, কিন্তু মনে মনে রোখ ছিল যেমন করে হোক তাকে আপন করে তুলবোই । বার বছর ধ'রে তাকে এইভাবে pursue (অনুসরণ) করেছিলাম পরে

সে নিজেই একদিন অনুতপ্ত হ'য়ে আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ল। ভাই, তুমি যে কত মহৎ...ক্ষমা কর। আমি তখন আর ওসব কথা পাড়তে দিই না। [আঃ প্রঃ ১ম খণ্ড]

...পূর্ব্ববঙ্গে নৌকা-বাইচ্ উপলক্ষে কত আমোদ-আহ্লাদ হয়, সমস্ত লোক কেমন মেতে ওঠে–ইত্যাকার গল্প সুরু হ'লে–

শ্রীশ্রীঠাকুর–শুভ অনুশীলনমূলক স্ফূর্ত্তির প্রবর্ত্তনা যত করা যায়, ততই ভাল। ওতে মানুষের instinct (সহজাত সংস্কার) গুলি nuture(পোষণ) পায়...যে শিক্ষা আমাদের শুধু সুসময় ও সুখের জন্য প্রস্তুত করে, অথচ দুঃসময় ও দুঃখের জন্য প্রস্তুত করে না, সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়, আমার পড়াশুনোর জীবনে আমি যে কঠোর দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, তা আমাকে অনেকখানি ঠিক করে দিয়ে গেছে। অতখানি চরম অবস্থার মধ্যে না পড়লে মানুষের কষ্ট আজ যেমন ক'রে বুঝতে পারি তা বোধ হয় পারতাম না। আমার নাম অনুকূল বটে, কিন্তু জীবনের প্রায় প্রতিপদক্ষেপে আমাকে প্রতিকূলতার পাহাড় কেটে এগুতে হয়েছে।

আমার জীবনে একমাত্র নেশা ছিল মাকে খুশী করা, আমার বুদ্ধি বিবেচনা শক্তিমত বরাবরই সেই চেষ্টা করেছি। আমার লোভ ছিল মার কাছ থেকে বাহবা পাওয়ার, তাঁর আদর পাবার। কিন্তু মা ছিলেন আমার প্রতি বড় কড়া, তাঁর শাসন ও ভর্ৎসনা পেয়েছি অজস্র। তাঁর সোহাগের জন্য ক্ষুধা থাকলেও তেমন হউন, রুষ্ট হউন, কেবল এৎফাক করতাম, কেমন ক'রে মা'কে তুষ্ট করব। ঐ ছিল আমার ধান্ধা। প্রতিকূল অবস্থায় হাল ছেড়ে দেবার বুদ্ধি আমার কোনকালে হয় না। তখন আমার গোঁ চেতে যায়, কেমন ক'রে সেটাকে আয়ত্বে আনব। ছেলেবেলায় পাড়ার অনেকেই ছিল আমার অভিভাবক। খামাকা কতজনে কানচেপে ধ'রে দুটো চড় দিয়ে ছেড়ে দিত। সেখানে দোষ হয়ত আমার কিছুই নেই। অন্য কারো দোষের কথা যে কব তা'ও আমার মন কখনও চাইত না। অনেকে আজে বাজে কথা মার কাছে এসে লাগাত। মাও চালাতেন একচোট। এই রকম যতই ঘটুক, আমি কখনও হতাশ হতাম না, নিরাশ হতাম না। ভাবতাম আমি আমাকে এমন করে তৈরী, এমনভাবে চলব, যাতে এর অবকাশ না ঘটে। কলকাতায় পড়ার সময় দিনের পর দিন কলের জল খেয়ে ফুটপাথে শুয়ে কতদিন কেটে গেছে। ছুটিতে বাড়ী এসে যে দুদিন থাকব, ভালমন্দ খাব, তারও উপায় ছিল না। পাড়ার লোকে বলতো, বউ-এর টানে আসে, বেশীদিন থাকলে পড়াশুনা নষ্ট হয়ে যাবে। মাও ব্যস্ত হ'য়ে পড়তেন। ফিরে যেতাম কলকাতায়। ডাক্তারী যখন সুরু করলাম স্থানীয় ডাক্তাররা প্রাণপণ শত্রুতা করেছে। বিধিমত চিকিৎসা ক'রে রোগ সারালেও তারা বলতো–আমি তুক্ করে রোগ সারিয়েছি। (ডাক্তার) বসন্ত চৌধুরী (নিকট প্রতিবেশী) প্রভৃতি ফাঁক পেলেই মানুষের সামনে অপমান করে ছেড়ে দিতেন। তাদের ঐ অপমান আমি গায় মাখতাম না। যে আমার বিরুদ্ধে যতই বলুক, কারো বিরুদ্ধে কিছু বলবার মত আমার কখনও মন হ'ত না। কোন রোগী হাতে নিলে তাকে ভাল করবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট করতো, সেই ধান্ধাতেই আমি অস্থির। টাকার জন্য আমি কোনদিন ডাক্তারী করিনি। কিন্তু টাকা আসতো খুব। (আর্থিক) অবস্থা খারাপ দেখলে তার কাছ থেকে নিতাম না, বরং ওষুধ-পথ্যের জন্য গাঠের থেকে টাকা খরচ করতাম। এ করতাম নিজের স্বস্তির গরজে। পরে এমন হলো যারা আমার নিন্দা করতো, মানুষ তাদের তাড়া করতো। আশ্রমের গোড়ার আমল থেকে এ পর্যন্ত বাধা কম পাইনি। শক্তি-মন্দির তো ঐ তালেই আছে। তবে এগুলিতে আমার তত মন খারাপ হয় না, যত মন খারাপ হয় আপনাদের বেচাল দেখলে। আমি আদেখলে মত আছি, চিরদিন আমি ভালবাসার কাঙ্গাল। ভালবাসার নামে যেখানে দেখি, ব্যবসাদারী, কাপট্য, সেখানে আমার মন খিচড়ে যায়। সত্যিকার ভালবাসা যেখানে সেখানেই থাকে প্রিয়ের মনোরত চলন, চিন্তা, ব্যবহার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। আপনারা অনেকেই আমার জন্য ঢের করেন, কিন্তু নিজেদের প্রবৃত্তির গায়ে হা'ত দেন না। আমার জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ ও প্রবৃত্তিকে কতখানি অতিক্রম করতে পারেন, সেইটে হ'লো–ভালবাসার মাপকাঠি। কিন্তু অনেকেরই দেখি অহঙ্কার অভিমান স্বার্থে এতটুকু চোট লাগলে পিরীত চটে যাওয়ার মত হয়। তাই আমার হিসেব ক'রে আপনাদের তোয়াজ করে চলতে হয়। এতে কি সুখ হয়? না, আপনাদের কল্যাণ হয় এতে? তবে আমি বেহায়া নাছোড়বান্দা। যে যাই করুক, তার ভাল না করতে পারলে আমার নিস্তার নেই। এতে আমার নিজের উপর দিয়ে অনেকখানি চোট যায়। তবে আমার সান্ত্বনা ও শান্তি এইটুকু যে আপনাদের মধ্যে কিছু কিছু মানুষ ভালবাসার টানে সত্যিই adjusted নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে উঠছে। সেই মানুষগুলিকে দেখবেন পরিবেশের সঙ্গে শুভ সঙ্গতি রেখে চলে–অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ রফা না করেও যারা একটু পথে দাঁড়ায় তারা সবারই সত্তাপোষাণী হয়ে ওঠে, দরকচামারা যেগুলি সেগুলি কেবল বেগ দিয়ে মারে। [আঃ প্রঃ ৩য় খণ্ড]

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃত-নিবাসে(হিমাইতপুর) বিছানায় বসে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম করে নিচে খালি মেঝের উপর বসতে যাচ্ছিলেন দেখে ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন–এত ঠাণ্ডায় খালি শানের উপর বসবেন না। একটা আসন টেনে নিয়ে বসেন।...তা' আপনি আইছেন, ভালই হইছে লোকের দঙ্গলের মধ্যে আপনাকে যা' কইবার তা' কইতে পারি না।... তা' এই জায়গাও এখন বারোয়ারী জায়গা হয়ে গেছে। কেমন একটা ব্যাপার হইছে, শৃঙ্খলা যেন আমরা কিছুতেই মানতে পারি না।

কেষ্টদা–শৃঙ্খলা ভাঙ্গার বুদ্ধি কেন হয় আমাদের?

শ্রীশ্রীঠাকুর–দেখেন, ভালবাসা যদি থাকে তা' হলে বুদ্ধি থাকে, প্রিয়ের সুখ সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য কিসে হয়। প্রিয়ের সান্নিধ্য না পেলে তার হয়তো বুকখানা ভেঙ্গে যায় কিন্তু তাতেই যদি প্রিয়ের সুবিধা হয় তেমন ক্ষেত্রে সে মনের ব্যথা চেপে হাসিমুখে দূরেই থাকে, তাঁর সুখ-শান্তির জন্য যা' পারে সন্তুষ্ট চিত্তে করে, কোন অনুযোগ করে না, অভিযোগ করে না।...

আপনাদের মধ্যে অনেকে আছে, যারা মানুষের কাছে দেখাতে চায়, তারা আমার পক্ষে কত অপরিহার্য্য, তাদের কতখানি অধিকার, সর্ব্বত্র তাদের কতখানি অবাধ গতি এর মূলে আছে–inferiority (হীনমন্যতা) শ্রদ্ধার 'শ' ও নাই ওতে। শ্রদ্ধা মানুষকে তার চলনায় সীমা ও অধিকার ভূমি সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়, সে তা লঙ্ঘন করে না। এইটেই হ'ল সত্যিকার আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তির লক্ষণ। এই সীমারেখা সম্বন্ধে যাদের বোধ নেই তাদের শিক্ষিত মার্জ্জিত রুচি বলা যায় না। [আঃ প্রঃ ৩য় খণ্ড]

কুমারখালির মা–সব কালের মালিক যিনি, তাঁর আর পরকালের ভাবনা ভাবতে হবে কেন?–বারান্তরে উক্ত ঐ প্রশ্নের উত্তরে–

শ্রীশ্রীঠাকুর–যতটুকু কাল হতে পাই ততটুকু যদি তাঁর সেবায় লাগাতে পারি, তা হ'লেই তো কাম ফর্সা। প্রত্যেকের বাঁচা বাড়ার সাহায্য যতটা করতে পারবে–নিজে ইষ্টনিষ্ঠ থেকে, তাকে ইষ্টনিষ্ঠ ক'রে, ততই জানবে তাঁর সেবা করা হ'ল। সেই সেবায় তিনি তুষ্ট হন। নচেৎ তাঁর পটে ফুল বিল্বপত্র যতই দেওনা কেন, কিম্বা পুণ্য লোভে বা আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভে ইষ্টের গাড়ু গামছা যতই বওনা কেন, তাতে কিন্তু তার সন্তোষ উৎপাদন হবে না। আমি দেখেছি আমাকে সেবা করবার জন্য অনেক সময় কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। একজনকে বললাম পিক্‌দানীটা ধরতে, সে আসার আগে তিনজন হয়তো এগিয়ে আসলো। সেটা আমার পছন্দসই কিনা, তাও তারা ভেবে দেখে না। আবার তাদের কাউকে যখন সত্যিই প্রয়োজন, তখন হয়তো তাদের টিকিটিও দেখা যাবে না। তারা তখন নিজের ধান্ধায় ব্যস্ত। ফলকথা আমার সেবা যে তারা করতে চায়, তা' নয়। এক একজন এক এক খেয়াল নিয়ে অবসর বিনোদন করে।... সবগুলি আমি লক্ষ্য করে দেখি, কিছুই আমার চোখ এড়ায় না। আবার এমন আছে সেবার অছিলায় প্রবৃত্তির ঘোরে জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আমার দিক দিয়ে মাড়ায় না।...মোটপর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখি,–আমি যা' চাই বা কই সেটা ছাড়া আর সব পারে। আর সেটা যে তার মধ্যে দিয়ে চরিত্রের গলদ বাড়ে বই কমে না। পরে আবার দোষ দেয়–ঠাকুরের কথামত তো এই ক'রে দেখলাম, তাতে তো এই হ'ল। আমি ভাবি–ঠাকুরের দোষ না হয় দিলি, কিন্তু তাতে তোর কি হলো? তাই মানুষের মধ্যে ফাঁকি বুদ্ধি থাকলে তাদের সঙ্গে পারা মুস্কিল।...

আশু (ভট্টাচার্য্য)–আমাদের প্রকৃতি দেখে আপনার রাগ হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর–রাগ ক'রে যাবো কোথায়। ছাওয়ালের বাপ তো হোস্‌নি, তা হ'লে কিছুটা বুঝতিস্। তবে দুঃখ হয়, আপশোষ হয়। আমার কথা শোনে না বলে যে দুঃখ হয় তা নয়, আমার কথা না শুনে দুঃখ পাবে বলে দুঃখ হয়। [আঃ প্রঃ ৩য় খণ্ড]

সন্দীপনায় যে কোন লেখা পাঠাতে
এই মেইল নাম্বারগুলোতে পাঠান-
E-mail: tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

শ্রীশ্রীঠাকুর কথিত শব্দের ব্যাখ্যা

বাগার্থ-দীপিকা থেকে সংকলিত ধারাবাহিক

(পূর্ব প্রকাশের পর)

রেতঃনিক্বণী [আর্য্যকৃষ্টি, ১০৩]–Organic existential resonance-যুক্ত (জীবদেহস্থিত সাত্বত অনুরণন-যুক্ত) । [নিক্বণ=ধ্বনি, শব্দ] রেতঃ-এর মধ্যে শব্দ আছে । সেই শব্দের আবার নিক্বণ (স্পন্দন) আছে । তাই হ'ল জীবন-স্পন্দন । [রেতঃ-নিক্বণ+ইন্ (তদ্‌যুক্ত অর্থে)]

রেতঃনিক্বণ-তাৎপর্য্য [বিজ্ঞান-বিভূতি, ৫৭]–শব্দমুখর সৃজনগতি-তৎপরতা ।

রেতঃরঞ্জী[অনুশ্রুতি ২য়, দর্শন, ১০৮]–(পুরুষের) রেতঃধারাকে যা' রঞ্জিত ক'রে তোলে । [রঞ্জী = রঞ্জনাকারী] ।–"রেতঃরঞ্জী রজঃ প্রধান নারীর আধান তা'ই তো ।"

রেতঃশরীর [অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ, বিবাহ, ৯]–মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট শুক্রাণু দ্বারা গঠিত বীজদেহ, শ্রীশ্রীঠাকুরের সংজ্ঞায় সন্তান পিতার রেতঃশরীর ।–"রেতাঃ-শরীর যে-বর্ণানুগ জাতকও হয় সেই ধাঁচের ।"

রেতঃসত্তা [দর্শন-বিধায়না, ২৩৭]–Spermatic existence, শুক্রশরীরের মধ্যে অবস্থিত স্পন্দনাত্মক অস্তিত্ব ।–"যেগুলি রেতঃসত্তায় সঙ্গতিশীল ছিল ।"

রেতঃসন্দীপনা–(১) জীবনসত্তার উদ্ভাসনা [আর্য্যকৃষ্টি, ১৫৭] –(২) রেতঃধারার দীপনক্রিয়া [বিবাহ-বিধায়না, ২৫১] –দ্রষ্টব্য 'সন্দীপনা' ।

রোচনা [সমাজ-সন্দীপনা, ১১২]–রুচি, আকাঙ্ক্ষা [রুচ্ (রুচি) + অনট্ + আপ্]–"ব্যক্তিত্বকে সার্থক ক'রে তুলবার রোচনাকে এড়িয়ে চলতে চায় ।"

বোরুদ [ধৃতিবিধায়না ২য়, ২২৫]–পুনঃপুনঃ রোদনকারী । [রুদ্(রোদন)+যঙ্লুক+অ (ভাবে)] । তুলনীয়: সংস্কৃত 'রুদ্', ইন্দো-জার্মানীয় 'Reud', লিথুয়ানিয়ান 'Rouditi', ইংরাজী 'Rotten'.

বোরুদ সঙ্গীত [বিকৃতি-বিনায়না, ১৬৭]–তীব্র শোক-সৃষ্টিকারী সঙ্গীত ।

রোষণ-সম্বেগ [সমাজ-সন্দীপনা, ৩৫৭]–রুষ্ট হওয়ার সম্বেগ [রুষ্ (হিংসা, রোষ)+অনট্=রোষণ]–"রোষণ-সম্বেগকে স্বস্তির হোমাগ্নি-স্নাত ক'রে তুলতে হবে ।"

রৌরব [অনুশ্রুতি ২য়, আর্য্যকৃষ্টি, ২৬]–একটি ভীষণ নরকের নাম ।–"গর্ব্বে ফোলেই তাদের রৌরব ।"

রৌরব-অবশায়ী [সেবা-বিধায়না, ২৮১]–ভয়ঙ্কর নরকের প্রতি ঝোঁকসম্পন্ন । দ্রষ্টব্য 'অবশায়ী' ।

লওয়াজিমা [অনুশ্রুতি ১ম, বর্ণাশ্রম, ৩৫]–উপকরণ, উপাদান ।–"সমাজ-জীবন লওয়াজিমা সংগ্রহেরই তরে ।"

লক্ষ্মী [অনুশ্রুতি ৩য়, নারী, ১১]–(১) যিনি দেখেন, আলোচনা করেন, গুণাগুণ বিচার ক'রে যেখানে যেটি যেমনভাবে প্রযোজ্য তা'কে সম্যক চিহ্নিত করেন; (২) অভ্যুদয় ; (৩) বৃদ্ধি; (৪) সম্পদ । [লক্ষ্ (অঙ্কন, জ্ঞান, দর্শন, আলোচনা, চিহ্নীকরণ) + মন (কর্ত্তরি) + ঈপ্]

লগ্ন [সদ্‌বিধায়না ১ম, ৬০]–লেগে থাকা । [লগ্ (যুক্ত হওয়া) + ক্ত]

লপনা [অনুশ্রুতি ১ম, আর্য্যকৃষ্টি, ১]–উক্তি, কথা বলা, ভাষণ । [লপ্ (কথা বলা) + অন]

লয়ন [দর্শন-বিধায়না, ৪১]–লয় বা বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া । [লী (লীনীভাব) + অনট্ (ভাবে)–"সৃজন-পালন-লয়নের আবর্ত্তন নিয়ে ।"

ললিতজৃম্ভণ [সমাজ-সন্দীপনা, ৩৫৭]–মনোহর প্রকাশ । দ্রষ্টব্য 'জৃম্ভণ' ।–"স্বচ্ছন্দতার লীলায়িত ললিতজৃম্ভণে জৃম্ভিত ক'রে ।"

লসিত [অনুশ্রুতি ১ম, আর্য্যকৃষ্টি, ৪৫]–দীপ্ত, সুন্দর, হৃষ্ট । [লস্ (ক্রীড়া, দীপ্তি) + ক্ত]

লসিত দীপনায় [বিধিবিন্যাস, ৪৪৮]– মনোরম প্রকাশে ।

লাগ্নিক [বিজ্ঞান-বিভূতি, ৩৭]–(১) লগ্নে স্থিত ; (২) লগ্নের (লগ্নরাশির) সাথে সম্বন্ধীয় । [লগ্ন + ঠক্]

লাঙ্‌লা [অনুশ্রুতি ২য়, আর্য্যকৃষ্টি, ১৬]–(১) লাঙ্গলসম্বন্ধীয় ; (২) লাঙ্গলের কাজ যারা করে সেই কৃষকদের মতন ; (৩) খোলামেলা, সাদাসিধে, সহজ ।

লাঙ্গলা–দ্রষ্টব্য 'লাঙ্‌লা' ।

লাভবাহিতা [পথের কড়ি, ১১৫]–লাভ বহন করে যা', লাভ হয় যা'তে । [লাভ-বহ্ (বহন) + ণিনি + তল্]

লালন-সংক্ষুধ [তপোবিধায়না ১ম, ২৯৮]–পালনের জন্য আগ্রহশীল । দ্রষ্টব্য 'সংক্ষুধ' ।

লাল-লিপ্সা [বিজ্ঞান-বিভূতি, ৫৫]–লাভ করার সাগ্রহ ইচ্ছা । [লাল = লল্ (প্রাপ্তি, লাভেচ্ছা) + ঘঞ্, লিপ্সা = লভ্ (লাভ) + সন্ + অ + আ]

লালিত্য-নিষ্যন্দী [সদ্‌বিধায়না ১ম, ১৮১]–মাধুর্য্য ক্ষরণ করে যা' ; চেকনাই-ঝরানো । দ্রষ্টব্য 'নিষ্যন্দী' ।

লালিভ [আশিস্‌বাণী ১ম, ৬৬]–লাল আভা যুক্ত ।

লালিভঙ্গিমা[আশিস্‌বাণী ১ম, ২৮] লাল রং-এর শোভা ।–"অর্কদেবতা...লালিভঙ্গিমায় আত্মবিকাশ ক'রে ।"
লালিভা [অনুশ্রুতি ১ম, আর্য্যকৃষ্টি, ৫]– লাল আভা ।–"ললাটে ক্ষরিছে অমর ইন্দু লালিভা ।"
লালিম [অনুশ্রুতি ৭ম, আর্য্যকৃষ্টি, ৭]–(১) লাল আভা-যুক্ত; (২) স্পৃহনীয়, আকাঙ্ক্ষিত ।– "লালিমা বুকের বিচ্ছুরণে রনরনিয়ে ওঠ্ রে জেগে ।"
লালিমাভ [আশিস্‌বাণী ১ম, ৬৬]–রক্তিম আভা-সমন্বিত । [লালিম আভা-যুক্ত]
লালী [যাজীসূক্ত, ১৫৯]– লালভাবযুক্ত অর্থাৎ রঙ্গিলভাবে, মনোহর রকমে ।
লাস্য [বিকৃতি-বিনায়না, ১৭]–প্রীতিকর চলন বা নৃত্যভঙ্গিমা । [সংশ্লেষণ, ক্রীড়া, দীপ্তি] + ঘ্যণ্]
লাস্য-ছন্দ [আশিস্‌বাণী ১ম, ৪২]–বিদীপ্ত সুন্দর চলন-তাল ।
লাস্য-নন্দন [বিজ্ঞান-বিভুতি, ৫৫]–(১) বিকাশপ্রাপ্ত সুসজ্জিত সংশ্লেষণী বর্দ্ধনা;(২) বিদীপ্ত বর্দ্ধনমুখর চলন ।দ্রষ্টব্য 'লাস্য' ।
লাস্য-নন্দনা [সদ্‌বিধায়না ২য়, ৮১]–দ্রষ্টব্য'লাস্য-নন্দন' ।
লাস্য-প্রদীপনা– বিকশিত অতিসুন্দর দীপ্তি । দ্রষ্টব্য 'প্রদীপনা' ।
লাস্য-সঙ্গতি [প্রীতিবিনায়ক ১ম, ২৫৭]–যোগযুক্ত আনন্দমুখর চলন-সঙ্গতি ।
লীনীভাব [তপোবিধায়না ১ম, ৬৫] –লয় পাওয়া বা লুপ্ত হওয়ার ভাব । [লীন-অভূততদ্ভাবে চ্বি +ভূ +ঘঞ্]
লীলা [বিজ্ঞান-বিভূতি, ৪]– আলিঙ্গন ও গ্রহণ ।[লী(আলিঙ্গন, লীনভাবে)+ক্বিপ্ =লা] ।–"ছন্দায়িত লীলা হ'তেই বস্তু ও বর্ণের উদ্ভব ।"
লীলায়িত পরিক্রমা [দর্শন-বিধায়না, ১৭]–আলিঙ্গন- গ্রহণযুক্ত চলন ।
লুব্ধ কুলটা-ঔদার্য্য [আর্য্যকৃষ্টি, ১০]–বংশমর্য্যাদাকে বিপথে চালিত করতে পারে এমনতর লোভ-উৎপাদক উদারতা ।
লেলাখ্যাপা [আর্য্যকৃষ্টি,৪৩]– (১) হাবাগোবা; (২) ক্ষ্যাপা পাগল ।
লেহাজ [আচারচর্য্যা ১ম, ৪৬৩]– খেয়াল, দৃষ্টি ।[আরবী শব্দ]
লোকতপা [যাজীসুক্ত, ২১]– মানুষের মঙ্গলের তপস্যা যাতে হয় ।
লোকতর্পণী [আর্য্যকৃষ্টি, ১৬৩]– মানুষকে তৃপ্তি ও প্রীত ক'রে তোলে যা' ।
লোকতর্পী [ধৃতিবিধায়না ১ম, ২২৬]– দ্রষ্টব্য, লোকতর্পণী' ।
লোকদূষক [আচারচর্য্যা ১ম, ৩৬০]– লোককে দূষিত বা নষ্ট করে যে । [লোক-দূষা (দোষ, অশুদ্ধীভাব)+ণিচ্ +ণক্ (কর্ত্তরি)]
লোকপাবনী [বিধান-বিনায়ক, ১৫৯]– ইষ্টানুগ সেবা ও যাজনের ভিতর দিয়ে মানুষকে দোষমুক্ত ও পবিত্র করে তোলে যা' । [পাবনী= পূ (সংশোধন, শুদ্ধীকরণ)+ণিচ্ +অনট্ + ঈপ্]
লোকপালী [চর্য্যাসূক্ত, ১৬৩]– লোককে পালন করে যে বা যা, । [লোক-পাল্ (পালন+ ইন্ (কর্ত্তরি)]
লোকপ্রজনন-উৎসা [বিবাহ-বিধায়না, ১৫২]– মানুষের জন্মের উৎস (মৌলিক কাঠামো), অর্থাৎ প্রজনন- ব্যবস্থার শিষ্ট বিধি ।
লোকবেদন-পরিচর্য্যা [আচারচর্য্যা ২য়, ২৮]– লোকের প্রয়োজন জেনে তদনুপাতিক পরিচর্য্যা ।দ্রষ্টব্য 'বেদন' ।

সুখবর! **সুখবর!!** **সুখবর!!!**

আপনি কি নতুন লেখক? আপনার লেখা- গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও বিষয়ভিত্তিক সৃজনশীল লেখাগুলি প্রকাশ করতে আগ্রহী? তাহলে নিম্ন ঠিকানায় আজই যোগাযোগ করুন । আমরা শর্ত সাপেক্ষে আপনার লেখা ছাপার উপযোগী হলে অবশ্যই ছাপাবো ।
এছাড়া নভেল, নাটক, অনুবাদগ্রন্থ, সিরিজ গ্রন্থ, সাধারণ জ্ঞানের বই, কোরআন, হাদীস ও অন্যান্য সকল ধরণের বই পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ।

নিউজ কর্ণার পাবলিশিং
সিদ্দিকীয়া মিনি মার্কেট, আন্ডারগ্রাউন্ড
চাঁদনী বাজার, বগুড়া ।

বাংলা গানের কথা

সুস্মৃতি নাথ

কীর্তনের অঙ্গবিচার

কীর্তনগানকে অভিজাত সংগীত বলা যাবে কিনা, এ নিয়ে অনেকের মনে সন্দেহ থাকলেও, আমরা কীর্তনকে অভিজাত শ্রেণীর সংগীত বলেই মনে করি। কারণ, কীর্তনে মার্গীয় সংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি অনুপস্থিত নয়। প্রবন্ধগানের সাধক এবং অন্যতম প্রচারক হিসাবে রায় রামানন্দ, শ্রীজীব গোস্বামী রঘুনাথ দাস প্রভৃতি মহাজনগণের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যেকার রামানন্দ 'ক্ষুদ্রগীতি' নামক একশ্রেণীর গানের পরিচয় দিয়েছেন। ক্ষুদ্রগীতিতে প্রবন্ধ সংগীতের মূল বন্ধন তাল ও ধাতু বর্তমান থাকবে। বলা বাহুল্য, রীতি এবং নিয়মে আবদ্ধ ক্লাসিক্যাল সংগীতকেই প্রবন্ধ-সংগীত বলা হয়।

প্রবন্ধ-সংগীতের চারটি ধাতু এবং ছয়টি অঙ্গ থাকে। ধাতু কলার অর্থ হলো অবয়ব বা বিভাগ। চারটি ধাতু হলো–উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ। উদ্‌গ্রাহ হলো গানের প্রথম কলি। গ্রন্থের যেমন ভূমিকা, গানের মঙ্গলাচরণের নাম তেমনি উদগ্রাহ। মেলাপক হলো উদ্‌গ্রাহ ও ধ্রুবের মেলকারক। প্রথম অংশ উদ্‌গ্রাহ ও তৃতীয় অংশ ধ্রুবের মধ্যবর্তী থেকে দুই অংশের বন্ধন ঘটায় বলে এই অংশের এইরূপ নাম। আর, প্রবন্ধ সংগীতে তৃতীয় অংশ অপরিহার্য বলে তার নাম ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চিত। আভোগ হলো প্রবেন্ধের শেষ অবয়ব। আভোগাংশে কবির নামোল্লেখ থাকে। এই অংশে এসে গান সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ধ্রুব এবং আভোগের মধ্যে আর একটি ধাতুর পরিচয় পাওয়া যায়। এর নাম অন্তরা। অবশ্য এই অন্তর-অংশ সব রকম প্রবন্ধে দৃষ্ট হয় না।

চারটি আবশ্যিক ধাতু ছাড়া প্রবন্ধে থাকবে ছয়টি অঙ্গ। এই অঙ্গগুলির নাম–স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট ও তাল। স্বর, মানের ষড়জের স্বর-সপ্তক অর্থাৎ আমাদের পরিচিত সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। স্তুতিবাচক পদ বিরুদ নামে পরিচিত। অনেকের মতে, বিরুদ-অর্থে বিরোধ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু প্রবন্ধ-সংগীতে বিরুদ-অর্থে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা ও স্বাধীনতাকে বোঝায়। গীতবস্তুর উপজীব্য বিষয়বস্তুকে বলা হয়ে থাকে পদ। তেনক ধ্বনিবাচক শব্দ। প্রবন্ধে এই ধ্বনিঅঙ্গকে সংগীতের মঙ্গলকারক বলে মনে করা হয়। মৃদঙ্গবাদ্যের প্রত্যুত্তরে তদনুকরণে যে বোল উচ্চারণ করা হয়, তাকেই বলা হয় পাট। তাল-শব্দের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। ছন্দোরক্ষার জন্য নিয়মিত আঘাতে যে শব্দসৃষ্টি করা হয়, তাই তাল।

চারটি ধাতু ও ছয়টি অঙ্গ ছাড়া প্রবন্ধ-সংগীতের আছে পাঁচটি জাতি। এই পঞ্চজাতি হলো–আনন্দিনী, মেদিনী, দীপনী, ভাবনী ও তারাবলী। কীর্তনগানে প্রবন্ধ-সংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান থাকায় কীর্তনকে প্রবন্ধ-সংগীত না বলার কোন কারণ নেই। অবশ্য আধুনিক কালের কীর্তনিয়ার হাতে পড়ে এই সমস্ত ধাতু, অঙ্গ প্রভৃতি যদি সমূলে উৎখাত হয়, তবে তা গায়কের ব্যক্তিগত অক্ষমতা, কীর্তনের অনাভিজাত্য নয়।

আগেই বলা হয়েছে, বৃন্দাবন এক সময়ে, বিশেষ করে আকবরের রাজত্বকালে, প্রবন্ধ-সংগীতের পীঠস্থানরূপে খ্যাতি অর্জন করে। রায় রামানন্দ, শ্রীজীব গোস্বামী, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি ভক্তগণ প্রবন্ধ-সংগীতে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং এঁদের শিক্ষকতায় অনেক বৈষ্ণব ভক্ত কীর্তনগানের প্রচারে ব্রতী হন। বলা হয়েছে, এই প্রচারকদের মধ্যে নরোত্তম দাস শ্রেষ্ঠ।

যাহোক এই উপনিবন্ধে আমরা এইটুকু বলতে চাই যে, কীর্তনে প্রবন্ধ-সংগীতের নিয়মাদি সবই পালিত হয়, তথাপি তা সত্ত্বেও কীর্তন স্বকীয় আভিজাত্য ভাস্বর। আবার, প্রবন্ধ-সংগীতের মতো কীর্তন যেমন একদিকে তালভিত্তিক তেমনি অন্যদিকে শাস্ত্রীয় রাগ-ভিত্তিক। সুতরাং রাগ-সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে কীর্তন গাওয়া যায় না। কীর্তনে ব্যবহৃত সাধারণ রাগ ও তাল সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু এত সত্ত্বেও কীর্তন হুবহু প্রচলিত প্রবন্ধ-সংগীতের অনুকরণ নয়। প্রবন্ধ সংগীতের যে উদ্‌গ্রাহ-ধাতুর কথা বলা হয়েছে, পালাকীর্তনে সেই মঙ্গলাচরণ গৌরচন্দ্রিকা-নামে খ্যাত। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লীলাকীর্তন করার আগে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের অনুরূপ লীলাখণ্ড সংক্ষেপে গান করার যে রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারই নাম গৌরচন্দ্রিকা। বস্তুতঃ, শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন বিগ্রহ বলে মনে করা হয় বলে, পুরুষোত্তমের তৎকালীন বর্তমান নরলীলার সমান্তরাল প্রসঙ্গের অবতারণার মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে প্রবেশের এই প্রথা প্রচলিত হয়। বর্তমান

ঈশ্বরাবতারকে গ্রহণ, অনুসরণ ও পরিপূজনের মাধ্যমেই যে পূর্বতন ঈশ্বরাবতারগণের লীলার তত্ত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব, এই তত্ত্বই স্বীকৃত হয়েছে কৃষ্ণকথা পরিবেশনের রীতির দ্বারা। বৈষ্ণব বুধগণের মতে, বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের যত লীলা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার সবই যুগোপযোগীরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর লীলা-সহচরদের সঙ্গে নবদ্বীপধামে প্রকাশ করেছেন। বাসুদেব ঘোষ, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণ সেই সমস্ত সমভবের লীলা প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক গান রচনা করেছেন। এই সমস্ত গান অবলম্বন করেই গৌরচন্দ্রিকা গান করা হয়। গৌরাঙ্গসুন্দর রাধাভাবে বিভাষিত থেকে যে-সব ভক্তিভাবরসাত্মিকা লীলা প্রকট করেছেন,সেইসব গৌরচন্দ্রিকাগুলিকে বলা হয় ভাবাঢ্য গৌরচন্দ্রিকা।' এই গৌরচন্দ্রিকার রীতি শুরু হয় খেতরি-মহোৎসবের সময় থেকে। খেতরির বৈষ্ণব-মহাসম্মেলনের আহ্বায়ক নরোত্তম দাস-ঠাকুর কীর্তন-প্রবন্ধে এই ধাতুর প্রবর্তক। বস্তুত:, গৌরচন্দ্রিকা শুনলেই বোঝা যায়, লীলাকীর্তনের কোন পালা গাওয়া হবে। ভাব ও রসের সামঞ্জস্যই এই আভাস দেয়। বাসুদেব ঘোষ শ্রীচৈতন্যের রাধাভক্তিভাবের কিছু পদও রচনা করেন এগুলিও গৌরচন্দ্রিকারূপে গৃহীত হয়েছে। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয় বলেছেন গৌরচন্দ্রিকা গান করার পদ্ধতি শ্রীচৈতন্যের সময় ছিল না। এ-কথা আরও এই কারণে সত্য যে, লীলাকীর্তনের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরেই বিভিন্ন কীর্তন-প্রবন্ধকগণের দ্বারা সংঘটিত হয়। আর গৌরচন্দ্রিকা দ্বারা সম্ভব নয়। এ সমস্ত পরবর্তী গৌরভক্তদের কাজ। তবে একথা ঠিক যে, গৌরলীলার প্রতি আকর্ষণই গৌরচন্দ্রিকার উৎস এবং কীর্তনগানের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৌরচন্দ্রিকারও সমাদর বাড়তে থাকে। খগেনবাবু ঠিকই বলেছেন যে, রাগরাগিনীর কলা-কৌশল প্রদর্শনের পক্ষে গৌরচন্দ্রিকাই প্রশস্ত।

কীর্তনগানের পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার সার্থকতা একাধিক। রাধাকৃষ্ণলীলার কোথাও ঐশ্বর্যভাবের লেশমাত্র নেই–সবটাই নিছক মাধুর্যরসের শ্রীমণ্ডিত। এই কারণে সাধারণ শ্রোতার কাছে এই কীর্তন নরনারীর লালসাময় প্রেমের গাওয়ার ফলে একটা আধ্যাত্মিক আবহাওয়া তৈরী হয় এবং ভাবুক শ্রোতৃমণ্ডলী প্রণয়লীলা কীর্তনের অন্তর্নিহিত ভাবটি গ্রহণের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়। তাছাড়া, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যে পুনরায় গৌরদেহ ধারণ করে ধর্মস্থাপনার্থায় আবির্ভূত হয়েছেন এবং গৌরাঙ্গচর্চার মধ্যেই কৃষ্ণচর্চা নিহিত আছে, মূল লীলাগানের সমান্তরাল গৌরচন্দ্রিকা গানের দ্বারা সকলকে সেই প্রয়োজনীয় কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। রায় রামানন্দের কথায়, ব্রজলীলার পরমান্নে গৌরচন্দ্রিকা একটুখানি কর্পূরের কাজ করে। প্রতিমাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করে যেমন তার পূজার্চনা করা চলে না, গৌরচন্দ্রিকা দ্বারা প্রস্তাবনা না করে তেমনি কীর্তনগান করার কথা ভাবা যায় না। কীর্তন-প্রবর্তক গৌরসুন্দরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও একটি মাধ্যম এই গৌরচন্দ্রিকা।

কীর্তন প্রবাহ-নামক অধ্যায়ে কীর্তনাঙ্গীয় তালের কথা সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। কীর্তনাঙ্গীয় তালসমূহের প্রকৃতিতে প্রাচীনত্বেরও আভাস বিদ্যমান। শাস্ত্রীয় তালের ক্ষেত্রে যেমন কীর্তনের তালের ক্ষেত্রেও তেমনি তিনটি গতি লক্ষণীয়। এই তিনটি গতি হলো–দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত। কীর্তনতালের দ্রুতকে বলা হয় 'ছোট' মধ্যকে বলা হয় 'মধ্যম' ও বিলম্বিতকে বলা হয় 'বড়'। যেমন, কীর্তনাঙ্গের একটি তাল 'দশকোশী', এই তাল দ্রুতলয়ে বাজানো হলে বলা হয় 'ছোট দশকোশী' (মাত্রা ৭) মধ্যলয়ে পরিবেশিত হলে নাম হয় 'মধ্যম দশকোশী' (মাত্রা ১৪) এবং বিলম্বিত লয়ে পরিবেশিত হলে নাম হয়ে যায় 'বড় দশকোশী' (মাত্রা ২৮)। এছাড়া এই পদ্ধতির অধিকাংশ তাল দুই আবর্তনে ব্যবহৃত হয়। শ্রীখোল-বাদ্যের লঘু ও গুরু বাণীর সাহায্যে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। প্রথম আবর্তন গুরু এবং দ্বিতীয় আবর্তন লঘু নামে খ্যাত। এর যথার্থ ব্যাখ্যা বাস্তব প্রদর্শনের আওতাভূক্ত। তবলার মতো শ্রীখোলও তাল ও ফাঁক যথানিয়মে প্রদর্শিত হয়। নতুবা গায়ক গান গাইতে পারবেন না।

তাল ও মাত্রা ছাড়া আরও দুটো ক্রিয়া শ্রীখোলবাদক মুদ্রাদ্বারা প্রদর্শন করেন। এ দুটি ক্রিয়া হলো–কলি ও কাল। কলি তবলার ফাঁকের অনুরূপ। আর তালাঘাত বা ফাঁক-প্রদর্শনের পরবর্তী ক্রিয়ার জন্য খোলবাদক যে হস্তেউত্তোলন করেন তাকেই বলা হয় কাল। তাল এবং ফাঁক অঙ্গের অনুভাবক এবং কলি, ও কাল সমতারক্ষার সহায়ক। মাত্রা-সমন্বয়ের মধ্যে দুই-চার অথবা চার-ছয়ের ব্যবধানে যদি তালাঘাত ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে বলা হয় জোড়াতাল এবং পরিশিষ্ট তালসমূহ 'ছুটা' নামে পরিচিত। কীর্তনাঙ্গীয় তালের আর-একটা বিশেষ রীতি হলো মূর্ছন। এই ক্রিয়াতে তালের মাত্রা-সংখ্যার কিছু ব্যতিক্রম ঘটে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাত্রা যদি ১৪ হয়, তবে সেখানে ১৬, ১৭, ১৮ ইত্যাদি মাত্রা হতে পারে। তবে বর্তমানে এই রীতি অনেকে অনুসরণ করেন না। (ক্রমশঃ)

কবিতা/সঙ্গীত

আধুনিক

ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ মন্ডল

নব জাগরণে দেও সাড়া
উর্দ্ধ গগনে চেয়ে দেখ সবে
কিছু নয় ওরে নাম ছাড়া ॥
বাজিছে মাদল কর্ণ কুহরে
জানিছে সকলে হৃদয় মাঝারে
জমকালো মেঘ গ্রাসিতে সবারে
আসিতেছে করি তাড়া ॥
ঘনায়ে এসেছে দূর্নীতি দেশে
আসল দিকটা ভুলেছে মানুষে
মুক্তির দাবী থাকে যদি ওগো
নামের পতাকা উড়া ॥
মানুষে মানুষে মহা যে দ্বন্দ
তাই হয়েছে দেশ আজ অন্ধ
সোনার রাজ্যে শশ্মানে মিশিছে
সত্যের ভাঙিছে ছাড়া
নব জাগরণে দেও সাড়া ॥

বাউল

ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ মন্ডল

ভেবে মরি কি যে করি সংসারের জ্বালায়।
বনের পাখি পোষ মানে না–
একদিন শিকল কেটে উড়ে যায় ॥
আমার বলে যারা এখন হয়ে আছে সাথী,
অন্তিম সময় হলে তখন পড়বে সবে খসী,
তখন সংগের সাথী সেই হবে গো
(ভোলা মন মনরে আমার)
ও থাকে ধরতে এখন লজ্জা পায় ॥
বিষয় চিন্তা করে মোরা দিবা রাত্র চলি
আর যে ধনী কাল সে গরিব দেখ লক্ষ্য করি।
বিষের বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়ে (মনে আমার)
ধ্যান কর ঐ রাঙা পায় ॥
বৃন্দাবনে হরির নামে যত ব্রজবাসী
কৃষ্ণস্পর্শে উদ্ধারিল অনেকে পড়লো খসী,
এখন কলি যুগের অনুকূল,
ও পরম দয়াল ভিন্ন নাইকো হায়
ভেবে মরি চিন্তা করি সংসারের জ্বালায়।

ছোট গল্পের মতন

তপনকুমার মুকুল

এ জীবন ছোট গল্পের মতন হয়েছে রচিত
মনে হয় শেষ হয়ে .....হলো না যে শেষ।
অসংখ্য বাসনা রাশি উঠিছে উথলি
কিছু তার মৃত হয় কিছু তার থাকে অবশেষ ॥
সন্দেহভরা পৃথিবীটা উজ্জ্বল রঙিন
সেখানেও নেমে আসে রাতের তিমির।
পলকের মায়াগীটে বাঁধা আছি কি দেবো উপমা
ভোরের সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে অরণ্য নিবিড় ॥
লোকালয় কোলাহল মনে হয় প্রকৃতির গান
সুনিপুন কারুকাজে কত কথা কয়
বাস্তবের সাথে তার নেই অন্তমিল ॥
সব কথা গল্প নয় হয়তোবা খুঁজে পাবে জীবনের মিল
তাইতো গল্পের কথা প্রিয় পদাবলী।
প্রেম আর বিরহের ইতিহাস প্রাচীন কাহিনী
সময়ের প্রয়োজনে লিখে রাখে যত শব্দাবলী–॥
আমাদের জীবনের ছোট ছোট ঘটনার সব ছোট গল্প
মনের খাতায় স্মৃতির পাতায় রেণু তার থাকে অল্প অল্প ॥

আত্ম-কথা লেখা

বিরম্বিত

তপনকুমার সুকুল

ভাগ্য বিরম্বিত এক মানুষের কথা শোন আজ
শৈশবের খেলাঘরে শিখেছে যে কুচ্-কাওয়াজ।
যৌবনে কপালে যাঁর জ্বলে রাজটীকা
স্বদেশ প্রেমের টানে খুঁজে নিকো কোন মালবিকা ॥
দুঃশাসন প্রতিরোধে করেছেন যুদ্ধ
নতুন প্রজন্ম এসে তাকে বলে বুদ্ধ।
সাদা সাদা কবুতর উড়িয়েছে উন্মুক্ত আকাশে
শান্তির পায়রাগুলো পাখা মেলে প্রশান্ত বাতাসে ॥
বিজয় পতাকা খানি যাঁর হাতে হয়েছে উড্ডীন
রাজপথে আন্দোলন যার হাতে উদ্ধত সংগীন।
রক্ত দিয়ে হোলি খেলে দেশখানি করেছে স্বাধীন
আবেগ আগুন পুড়ে আর আসি হবে না অধীন ॥
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে একদিন যে ছিল জোয়ান

মৃত্যুর যন্ত্রণা নিয়ে তিনি আজ যামিনী পোহান ।
শত সংগ্রামের স্মৃতি যেন আজ লুপ্ত হয়ে আছে
অতীত দিনের কথা শুনে কারো জ্বালা ধরে পাছে ॥
আজ তার কাজ হলো গৃহ-কোণে বসি একা একা
জীবনের কাব্য থেকে স্মৃতি নিয়ে আত্ম-কথা লেখা ॥

"বঙ্গের হীরা"

মোঃ সবুর মোল্যা

জয়-জয়-জয়-বল জোড়ে জয় বাজাও সবে ঝাণ্ডা–
বিশ্বের সেরা,-ছিল যে হিরা– কণ্ঠ মস্‌কের ঘন্টা ।
আকাশ বাতাস কম্পিত সেদিন– উত্তপ্ত সারা বঙ্গ–
ঝাপিয়ে পর রাজপথে– চাই না সোনার অঙ্গ ।
কাল রাস্তা করিব লাল– ঝাপিয়ে পর রাস্তায় ।
লড়ব মোরা গড়বো দেশ ভরবো ওদের বস্তায় ।
মানবো না আর কারফুজারি– সবাই কর পণ–
উড়াও সবে বিজয় নিশান– আছি লক্ষ জন ।
স্বপ্ন ছিল গড়বো দেশ– বাজবে সারাবাংলা–
সেই স্বপ্ন ভেঙ্গেছিল স্বৈরশাসক জংলা ।
সেই মহাবীর মুজিব আমার– অমর হয়ে আছে–
শত শত স্বৈরাচারি– নিপাত হয়ে গেছে ।
অল্প দিনের শাসন কালে– বিশ্ববাসী বলে–
চাই যে মোরা সত্যের শাসন– স্বৈর শাসনজলে ।
ঐ দেখো না মুজিব মোদের– সারাবাংলা ভরে–
এক মুঠো ভাত খাইবো মোরা – থাকবো সুখের নীড়ে ।
দেশের তরুণ প্রবীণ যতো– উড়াও ন্যায়ের নিশান-
আছি মোরা মহা সুখে– গান গেয়ে যায় কিষাণ ।
টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া– গাইছে জয়ের গান –
থাকবো মোরা মহা সুখে– বাজাবে মোদের প্রাণ ।
লক্ষ সেনা পরাজিত একটি সেনা মুজিব–
ন্যাশনাল বোর্ডে স্বাক্ষি তাহার – নেত্রীত্ব তার সজীব ।
ইতিহাসের মুক্ত পাতায়– বিশ্ববাসি জানে–
দেশ বাঁচাবো, বাঁচবে জাতি – মরবো না হয় প্রাণে ।
দেশ বাঁচবে, বাঁচাবো জাতি– উঁচু হবে মোদের শির –
সারা বিশ্বে বলবে এরা– বাংলাদেশী বীর ।
রক্ত দিয়েছি আরো দিবো– নেও, ন্যায়ের অস্ত্র হাতে–
সোনার বাংলা গড়বো মোরা– এসো আমার সাথে ।
এই বিশ্বের বুকে মহাসুখে– দাড়াবে বাঙ্গালি জাতি–
ইনসাআল্লা জয় করিবো– যায় যাবে মোদের ছাতি ।
জন্ম হয়েছে মৃত্যু হবে– ভয় নাই তাতে ভয় নাই ।
বঙ্গের হীরা সজীব রয়েছে– ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই ।
এসো, জাতী ধর্ম নির্বিশেষে - লড়বো দেশের জন্যে-
খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় পাবো - আরো বাঁচবো অন্যে ।
আকাশ বাতাস বাংলা মাটির - কাঁদে বিশ্ব ঘেরা–
আমাদের মাঝে ফের এসো - কোথায় "বঙ্গের হীরা"!
এই বাংলা ভাষায় কবিতা লেখা - তোমারী অবদান–
আর একটি বার ফিবে এসো - কোথায় কোথায় শেখ
মুজিবুর রহমান!"

শোক সংবাদ

ঢাকা সৎসঙ্গের সভাপতি, বৃহত্তর ঢাকা বিভাগ তথা সারাদেশের মধ্যে অন্যতম প্রবীণ ইষ্টকর্মী, সৎসঙ্গের অন্যতম অগ্রণী সহ-প্রতিঋত্বিক শ্রীক্ষেত্রমোহন অধিকারী ১১ জুন, বুধবার, ২০১৪ খিস্টাব্দে দিবাগত রাত ২.৩০ মিনিটে তাঁর সাধনোচিত ধামে গমন করেন ।(দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু) । প্রয়াত মহাত্মা ক্ষেত্রমোহন অধিকারী ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ অগাস্ট জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর জন্মস্থান ছিল অবিভক্ত ভারতে, বর্তমান ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার গায়রাকুল গ্রামে । পিতা– শ্রীসুরেন্দ্রনাথ অধিকারীর ঔরসে মাতা শ্রীমতীসুরবালা দেবীর গর্ভে এই মহাত্মার জন্ম হয় । তাঁর এই প্রয়াণের ফলে সৎসঙ্গ জগৎ এক বিবেচক অবিভাবক হারালো । তাঁর এই শূন্যস্থান অপূরণীয় । আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি । তিনি যেন পরমপিতার রাতুল চরণে স্থান পান ।

চিরঞ্জীব বনৌষধি

(১ম খণ্ড)

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য

অর্জুন

বৃক্ষ ও মানবের সহাবস্থান অনাদিকাল থেকে চ'লেছে বলেই না পণ্ডিতি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে–

ফলেন ফলকারণং অনুমীয়তে;

অর্থাৎ ফল দেখে ফলের কারণ জানতে হয় । অর্জুনের এই নামকরণটিও সেই রকম লাগসই; এই বৃক্ষটির বৈদিক নাম 'ককুভ' অথর্ববেদের ৫৬/৪/১১৮ সূক্তে এই গাছটির সন্ধান পাওয়া যায় ।

ককুভঃ শুষ্মা ওষধীনাং গোবো গোষ্ঠাদি বেরতে ।

ধনং সনিষ্যন্তী নামাত্মনং তব পুরুষঃ॥

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য হলো–

বৃক্ষরাট ককুভয়াসি, কস্য বাতস্য কুঃ ভূমিঃ ভাতি অস্মাৎ বাতভূমি- প্রকাশকঃ অর্জ্জুনঃ তব শরীরং প্রতিধনং দাতুং ইচ্ছান্তীনাং ওষধীনাং শুষ্মা বলানি সামর্থ্যানি উদীয়তে উদ্‌গচ্ছন্তি, যথা গাবো গোষ্ঠাদিব অরণ্যদেশং প্রতি উদ্‌গচ্ছন্তি ।

এই ভবিষ্যটির অর্থ হ'লো–হে বৃক্ষরাট! ককুভ (অর্জুন) বিস্তীর্ণশাখ তুমি; বায়ুর প্রকাশ তোমাতে সর্বদা হয়, তোমার শরীর সর্ব শরীরের শ্রেষ্ঠ ধন যে বল, তাকেই দান করে যেমন গরু গোষ্ঠ থেকে বল সঞ্চয় করে আবার অরণ্যে ফিরে যেতে পারে ।

ককো বাতঃ, তস্য ককস্য বাতস্য । কং ভূমিং ভাতি: অস্মাৎ বাতভূমি- প্রকাশকঃ অর্জ্জুনঃ

এই নামটির দ্বারা সে যে বাতভূমিতে (হৃদ্‌যন্ত্রে) বলদান করে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় । এখানে অর্জ্জুন নামের তাৎপর্য হ'লো অর্জ+উনন্; এই অর্থ বল; এই কথাটা বৈদিক শব্দাভিধানে আছে ।

ভৈষজ্য সংহিতাকারের দৃষ্টিতে– কান টানলে মাথা আসার মত এই অর্জুনের ভৈষজ্যগুণকে চরকে ও সুশ্রুতে বিচার করা হ'য়েছে ব'লে মনে হয় । কারণ হৃদযন্ত্র- ঘটিত কোন রোগে প্রত্যক্ষতঃ এটা ব্যবহার করার ফল । সে চিন্তাধারা হ'লো বায়ু আবরকধর্মী, অর্থাৎ সে যে কোন দ্রব্যকে আড়াল ক'রে রাখে অথচ আবৃতধর্মিত্ব তার নেই, অর্থাৎ নিজে আড়াল হয় না; যেহেতু সে সঞ্চরণশীল ।

বিজ্ঞ চিন্তাধারা হ'লো আবৃত্ত ধর্ম থেকে ধাতুর (পিত্ত-শ্লেষ্মার) অবস্থাকে অন্য ভৈষজ ব্যবহারের দ্বারা স্বভাবে ফিরিয়ে আনা উচিত– এই ভেবেই অর্জুনের ক্রিয়া- কারিত্বকে অন্যভাবে বিচার ক'রেছেন; কি আরও পরবর্তীকালে চক্রপাণি দত্ত (যাঁর পূস্তক চক্রদত্ত, (একাদশ খৃষ্টাব্দে) সোজাসুজি বক্ষের আবরক বায়ুকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য হৃদরোগে অর্জুনের ব্যবহার করেছেন । এটা কিন্তু সেই বেদোক্তিরই নির্দেশিত পথ ।

বৃহৎ গাছ, ৫০ । ৬০ ফুট পর্যন্ত উচুঁ হয়, পাতাগুলির আকারটা একটু বড় হলেও মানুষের জিভের মত কিন্তু পাতার ধারগুলি খুব সরু দাঁত করাতের মত কিন্তু মাংসল নয়, শক্ত গাছটির বোটনিক্যাল্ নাম Terminalia arjuna. ফ্যামিলি Combretaceae । সমগ্র ভারতেই এ গাছ দেখা যায়, তবে কম-বেশী ।

ব্যবহার্য অংশ– গাছ বা মূলের (ত্বক) পাতা ও ফল ।

প্রাচীন বৈদ্যের দৃষ্টিভঙ্গী– গুরু শিষ্যকে ব'লেছেন, বাবা! অর্জুন গাছের পূবের দিকের ছালটা নিও; কারণ পূবের দিকের বায়ুর তরলত্ব বেশী, ওদিকের ছালটা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকারিত্বেও অনুকূল । তখন ভেবেছি এটা কি বৈদ্যের সংস্কার? আজ উত্তরবয়সে সেই কথাটাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মন ভাবতে চায় যে, সকালের রৌদ্র ওদিককার ছালটায় রঞ্জনরশ্মি বেশী সমৃদ্ধ হয়, তাই তাঁদের এই ব্যবস্থা । আজ হয়তো সিনোনিম্ ব'দলে গেল সত্যি; কিন্তু তাঁদের দ্রব্যগুলে সমীক্ষার স্তরটা কতটা উচ্চ ছিল!

(১) যাঁদের বুক ধড়ফড় করে অথচ হাই ব্লাডপ্রেসার নেই, তাঁদের পক্ষে অর্জুন ছাল কাঁচা হ'লে ১০। ১২ গ্রাম অথবা শুষ্কে হ'লে ৫। ৬ গ্রাম একটু থে'তো করে, আধ পোয়া দুধ আর আধ সের জল একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে, আন্দাজ আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে, ছে'কে বিকেলের দিকে খেতে হয়। তবে পেটে বায়ু না হয় সেদিকটাও লক্ষ্য রাখতে হয়।

(২) লো ব্লাডপ্রেসার– উপরিউক্ত পদ্ধতিতে তৈরী ক'রে খেলে নিশ্চয়ই প্রেসার উঠবে।

(৩) রক্তপিত্তে– মাঝে মাঝে কারণ অকারণে রক্ত ওঠে বা পড়ে; সে ক্ষেত্রে ৪।৫ গ্রাম ছাল রাত্রিতে জলে ভিজিয়ে রেখে ওঠা সকালে ছে'কে নিয়ে জলটা খাওয়ার প্রাচীন ব্যবস্থা।

(৪) শ্বেত বা রক্তপ্রদরে– উপরিউক্ত মাত্রা মত ছাল ভিজানো জল আধ চামচ আন্দাজ কাঁচা হলুদের রস মিশিয়ে খেলে উপশম হয়।

(৫) ক্ষয়কাসে– অর্জুন ছালের গুড়ো, বাসক পাতার রসে ভিজিয়ে, সেটা শুকিয়ে (অন্ততঃ সাত বার) নিয়ে রাখতেন প্রাচীন বৈদ্যেরা। দমকা কাসি হ'তে থাকলে একটু ঘৃত ও মধু বা মিছরির গুড়ো মিশিয়ে চাটতে দিতেন।

(৬) শুক্রমেহে (Spermatorrhoea)– অর্জুন ছালের গুড়ো ৪। ৫ গ্রাম ৪। ৫ ঘন্টা আধ পোয়া আন্দাজ গরম জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর ছে'কে ঐ জলে আন্দাজ ১ চামচ শ্বেতচন্দন ঘষা মিশিয়ে খেলে উপকার হয়, এটা সুশ্রুত সংহিতার কথা।

(৭) যাঁদের প্রস্রাবের সঙ্গে Puscell বেশী যায়, তাঁরা ৩।৪ গ্রাম শুকনো অর্জুনছাল আধ পোয়া আন্দাজ গরম জলে ৪।৫ ঘন্টা ভিজিয়ে পরে ছে'কে তার সঙ্গে একটু রান্না বার্লি মিশিয়ে খেলে ওটা চ'লে যাবে।

(৮) রক্ত আমাশয়ে– ৪।৫ গ্রাম অর্জুন ছালের কাথে ছাগল দুধ মিশিয়ে খেলে ওটা সেরে যায়।

এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি, অর্জুন গাছের সব অংশই কষায় রস এর জন্যই ওর ক্বাথে অনেকের কোষ্ঠাকাঠিন্য হয়। ওদিকটাও লক্ষ্য রাখা দরকার। তবে এটা দেখা যায় দুধে সিদ্ধ অর্জুন ছালের ব্যবহারে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না।

(৯) মচকে গেলে বা হাড়ে চিড় খেলে– অর্জুন ছাল ও রসুন বেটে অল্প গরম ক'রে ওখানে লাগিয়ে বে'ধে রাখলে ওটা সেরে যায়; এটা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। তবে সেই সঙ্গে অর্জুন ছালের চূর্ণ ২। ৩ গ্রাম মাত্রায় আধ চামচ ঘি ও সিকি কাপ আন্দাজ দুধে মিশিয়ে অথবা শুধু দুধ মিশিয়ে খেলে আরও ভাল হয়।

(১০) মেচতায়– অর্জুন ছালের মিহি গুড়ো মধুর সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে ও দাগগুলি চলে যায়।

(১১) পদ্মকাঁটায়– অর্জুন ছাল টক ঘোলে ঘষে লাগাতে দিয়ে থাকেন প্রাচীন বৈদ্যরা।

(১২) পূঁজস্রাবী ঘা (ক্ষত)– অর্জুন ছালের ক্বাথে ধুয়ে, ঐ ছালেরই মিহি গুড়ো ঐ ঘায়ে ছ'ড়িয়ে দিলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

(১৩) ফোড়া– অর্জুনের পাতা দিয়ে ঢাকা দিলে ওটা ফেটে যায়, তারপর ঐ পাতার রস দিলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

(১৪) হাঁপানীতে – অর্জুনের ফলের শুষ্ক টুকরো ক'লকে করে তামাকের মত ধোঁয়া টানলে হাঁপের টান ক'মে যায়; এটা ব'লেছেন আমার এক কবিরাজ বন্ধু।

(১৫) হার্ণিয়া হ'লে– ঐ ফল গ্রামাঞ্চলে কোমরে বে'ধে রাখে। এই রকম আরও অনেক টোট্‌কার ব্যবহার চলে আসছে।

অর্জুন গাছ নিয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীগণ বহু গবেষণা ক'রেছেন; কিন্তু আয়ুর্বেদ সংহিতার ফলশ্রুতিটি তাঁদের পদার্থ বিজ্ঞানে ও রসায়ন বিজ্ঞানে ধরা পড়েনি; কারণ দেহাভ্যন্তরে শরীর যন্ত্রের সক্রিয়তার ভেষজ প্রয়োগের দ্বারা মুহুর্মুহু যে অবস্থান্তর ঘটতে পারে তেমন নিষ্ঠা নিয়ে বোধ হয় অগ্রসর হননি, তা ছাড়া দ্রব্যের মধ্যে প্রভাব নামক একটা স্বতন্ত্র শক্তি আছে, আভ্যন্তরিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে তার ক্রিয়াকারিত্ব; কিন্তু রোগাপশমেই প্রত্যক্ষ করা যায়, এটা পুনঃপুনঃ অভিনিবেশের সঙ্গে অভ্যাসের ফলে অত্যন্ত প্রকট হয়, তাই এসব ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বসূরিদের সিদ্ধান্তে এটা দ্রব্যের প্রভাব ব'লেই স্বীকৃত।

সমাচার

বাগেরহাট

*বিগত ১/১১/২০১৩ তারিখে তেকাটিয়া, ভাংগনপাড় নিবাসী শ্রীবিপ্লব রায় চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে সৎসঙ্গ হয় । প্রার্থনা, পাঠ ও সঙ্গীতান্তে তার কন্যা সেবা রায় চৌধুরীর সৎনামেদীক্ষা হয় । এর পর চিত্রা গ্রামে সৎসঙ্গ হয় এবং একজনের দীক্ষা হয় । পরবর্তীতে কাষ্ট্যবাড়িয়া, পিপুলবুনিয়াও ঘন শ্যামপুরে সৎসঙ্গ হয় এবং ঘরে ঘরে ঘুরে যাজন করা হয় ।

*বিগত ৯/১১/১৩ তারিখে কানাইনগর, মোংলা নিবাসী শ্রীনিত্যানন্দ শিকদার মহাশয়ের গৃহে সৎসঙ্গ হয় । প্রার্থনা সত্যানুসরণ ও ভাগবত পাঠান্তে আলোচনার পর পূর্বাহ্নে সহ রাত্রে ছয় জনের সৎনামে দীক্ষা হয় । পরদিন নিকটস্থ শ্রীতপন (Tapon) মণ্ডলের বাড়িতে সৎসঙ্গ হয় । তার পুত্র-বধু শ্রীমতী জবা রাণী B.A দীক্ষা গ্রহণ করে, সংগে স্বর্নাসেন, সুপর্না ও অর্নব সেনের দীক্ষা হয় । এছাড়া কালিকাবাড়ি ও মালগাজী ঘরোয়া সৎসঙ্গ ও যাজন করা হয় ।

খুলনা

* বিগত ৫/৭/৮ ও ২২ নভেম্বর (২০১৩) বাজুয়া সৎসঙ্গ মন্দিরে সাহামায়ের নেতৃত্বে প্রতিদিনের মত শ্রীঅধীর কুমার রায় (স.প্র.ঋ) এর উপস্থিতিতে সৎসঙ্গ হয় । প্রার্থনান্তে মুমুর্ষ শ্রীঅরবিন্দ কুমার রায়ের জীবন ভিক্ষা চেয়ে পরম দয়াল সমীপে বিশেষ প্রার্থনা জানান হয় । একটু দেরী হলেও সবার এ প্রার্থনা পরম দয়ালের চরণে স্থান পায় ।

বিগত ২১/১১/১৩ খুলনা বাজুয়া (পূর্ব) নিবাসী শ্রীসুজিত কুমার বৈদ্য মহাশয়ের কন্যার দ্বি-বাৎসরিক জন্ম উৎসব উপলক্ষে সৎসঙ্গ হয় । পৌরহিত্যে ছিলেন শ্রীঅধীর কুমার রায়, (স.প্র.ঋ) প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ পাঠ করেন শ্রীমতী সুজিতা বৈদ্য । গীতা ও পুণ্যপুঁথি পাঠান্তে আলোচনা করেন সুজিত কুমার বৈদ্য , নিরাপদ জোয়াদ্দার ও চিত্তরঞ্জন গাইন । এর পর পৌরহিত্যের আলোচনান্তে লোকরঞ্জন অনুষ্ঠান চলতে থাকে । পূর্বাহ্নে চার জনের সৎ নামে দীক্ষা হয় । প্রসাদ সহ ভক্তদের আনন্দ বাজারের মাধ্যমে চরণ বন্দনা করা হয় ।

পাবনা

বিগত ৩০/১২/২০১৩ পাবনা শহর শিংগা পালপাড়া নিবাসী শ্রীপরিতোষ হালদার মহাশয়ের নতুন পাকা ভবনে প্রবেশ উপলক্ষে সন্ধ্যায় সৎসঙ্গ হয় । পৌরহিত্যে ছিলেন শ্রীহরিপদ মজুমদার প্রতিঋত্বিক । প্রার্থনান্তে গৃহীর ও পরিবারের মঙ্গল কামনা সহ "ঋত্বিক পুরোধা প্রয়াত কুমুদবন্ধু বিশ্বাসের" প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে তার অমর আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ প্রার্থনা জানানো হয় । এরপর সত্যানুসরণ পাঠ করেন আশ্রমছাত্র গোপাল চন্দ্র দেব । গীতা পাঠ করেন শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল হালদার (স.প্র.ঋ) পরবর্তীতে আলোচনায় আসেন আশ্রমছাত্র টিটন,অনন্ত,দিপুল, দীপক ও গোপাল ভাই । এরপর আলোচনায় আসেন শ্রীঅধীর কুমার রায় (স.প্র.ঋ), শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল হালদার (স.প্র.ঋ), শ্রীপ্রাণশংকর দাস, (স.প্র.ঋ),তারপর গৃহস্বামী কুমিল্লা বাসী সদ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের সৎনাম নেওয়ার যুক্তিব্যক্ত করেন । পরবর্তীতে শ্রীযুগল কিশোর ঘোষ (স.প্র.ঋ) ও শ্রীহরিপদ মজুমদার প্রতিঋত্বক নাচিয়া নাচিয়া তুমুল কীর্ত্তনান্তে প্রসাদ সহ পঞ্চ ঋত্বিক দেবতাবৃন্দকে "বিশেষ" দক্ষিণায় আপন করে নেন ।

খুলনা

বাংলা ২৬শে বৈশাখ ১৪২১, ইং ৯মে ২০১৪ তারিখে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার বাজুয়া গ্রামে গ্রীষ্মের মনোরম সন্ধ্যায় বাবু সুবোধ কুমার হালদার (প্রঃশিক্ষক,অবঃ) এর বাড়ীতে এক সৎসঙ্গ অধিবেশন হয় ।

মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার মানত করা এই অধিবেশনের আয়োজন করা হয় । উক্ত অধিবেশনে পৌরহিত্য করেন শ্রদ্ধেয় অধীর কুমার রায় (স.প্র.ঋ) । অনেক সৎমন্ত্রে দীক্ষিত মাও ভাই বোনদের উপস্থিতিতে সমবেত প্রার্থনায় আংগিনা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে । সমবেত প্রার্থনার পর সত্যানুসরণ থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন বাবু সুবোধ কুমার হালদার । পুণ্যপুঁথি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন শ্রদ্ধেয় অধীর কুমার রায় ।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে "নারীর নীতির" উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন শ্রীমতি যুথিকা মণ্ডল । "স্বামীর প্রতি টান যেমনি, ছেলেও জীবন পায় তেমনি" বিষয়টির উপর আলোচনা করেন শ্রীমতি কমলা জোয়াদ্দার ।

তিনি তার বাস্তব জীবনের ঘটনা শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার কৃপার কথা তুলে ধরেন । আলোচনায় আরও অংশ গ্রহণ করেন বাবু সুবোল দেব (অব:শিক্ষক), বাবু অজিত কুমার মণ্ডল(এ্যাডভোকেট) মধুর সংগীতে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেন শ্রীমতি ঝর্ণা মণ্ডল । পরিশেষে গৃহস্বামী, গ্রাম ও দেশের কল্যাণ কামনার মধ্য দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে ।

সর্বশেষে আনন্দ বাজারের প্রসাদ উপস্থিত সবাইকে পরিতৃপ্ত করে। বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু।
সংবাদ পরিবেশানায়– শ্রীসুবোধ কুমার হালদার

পাবনা

গত ২৩/৫/১৪ ইংরেজী রোজ শুক্রবার শ্রীযুত সঞ্চয় সরকার মহোদয়ের বাসায় এক অধিবেশন হয়। পৌরহিত্য করেন শ্রীভক্তপদ সরকার। সত্যানুসরণ পাঠ করেন– শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী(স.প্র.ঋ) ,নারীর নীতি পাঠ করেন– সুবর্ণা সরকার, গীতা পাঠ করেন– শ্রীনিকেতন দে,অনুকূল কথা থেকে পাঠ করেন: শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সরকার , চলার সাথী থেকে পাঠ করেন– শ্রীঅধীর রায়(স.প্র.ঋ), সংগীতে ছিলেন গোপা দাস, স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীযুত সঞ্চয় সরকার, শেফালী বিশ্বাস, শ্রীমান পীযূষ কান্তি ঘোষ (স.প্র.ঋ), শ্রীভক্তপদ সরকার প্রমুখ

সাপ্তাহিক অধিবেশন

স্থান ঃ দে ভবন, নতুন বাজার, বরিশাল।
গত ০২/০৫/১৪ইং রোজঃ শুক্রবার বরিশাল জেলাশাখা সৎসঙ্গের সম্পাদক শ্রীকিশোর কুমার দে'র বাসভবনে সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীযুত হরিপদ মজুমদার (প্রতি ঋত্বিক) ও শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ হালদার (সহ-প্রতিঋত্বিক) উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্য ৬.৩০ মিনিটে দ্বিজেন্দ্রনাথ হালদার কর্তৃক আহ্বানী ও বিনীত প্রার্থনা পরিচালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বরিশাল জেলাশাখার সভাপতি শ্রীরাম কুমার দাশ। সদগ্রন্থ থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে সত্যানুসরণ– শ্রীঅনুপ কুমার পাল, শ্রীমদ্ভগবতগীতা –শ্রীদ্বিজেন্দনাথ হালদার, পুণ্যপুঁথি– শ্রীপরেশ চন্দ্র সাহ, নারীর নীতি– শ্রীমতি নীলাঞ্জনা কবিরাজ, পথের কড়ি–শ্রীঅলোক বসু। সদগ্রন্থাদি পাঠান্তে ভক্তিমূলক সংগীত ও ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন বৃদ্ধিবাদ সম্পর্কে প্রথমে শ্রীবিধানচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, বরিশাল জেলাশাখা, দ্বিতীয়ত: শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ হালদার, সর্বশেষ শ্রীযুত হরিপদ মজুমদার আলোচনা করেন। পরিশেষ সভার সভাপতি শ্রীরাম কুমার দাশ, আগামী ০৯/০৫/১৪ইং রোজ শুক্রবার বরিশাল জেলাশাখা সৎসঙ্গ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্থর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান জানিয়ে সকলকে জয়গুরু জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ভক্তদের জন্য বিশেষ আনন্দ বাজারের ব্যবস্থা করা হয়।
সংবাদ দাতা–শ্রীপরেশচন্দ্র সাহা

গাইবান্ধা

গত ১-০৫-২০১৪ ইং রোজ সোমবার গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ থানাধীন ঘগোয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীসুজন চন্দ্র বর্মণ SPRএর কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতি সৃতি রানীর শুভ বিবাহ উপলক্ষে সৎসঙ্গ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।এতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রীঃ সুজন চন্দ্র বর্মণ SPR, ডাঃ দীনেশ চন্দ্র বর্মণ SPR, মন হরি বর্মণ, নিপিন চন্দ্র বর্মণ (যাজক), মহেশ সাধু।

গত ১১-০৫-২০১৪ ইং রোজ রবিবার লালমনিহাট জেলার দৈলজোর গ্রামে ডাঃ শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র বর্মণ এর বাড়িতে বার্ষিক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পৌরহিত্য করেন ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্রবর্মণ SPR, সভাপতিত্ব করেন– শ্রীধনেশ্বর চন্দ্র দাস, উপস্থাপনায়– শ্রীবাবলু চন্দ্র বর্মণ। সদগ্রন্থাদি পাঠ করেন যথাক্রমে– সত্যানুসরণ-শ্রীঅতুল চন্দ্র বর্মণ। নারীর নীতি–শ্রীমতি ফুলমতি রানী, শ্রীশ্রীগীতা– শ্রীহরিকেষ রায়। ভাববাণী– শ্রীনকুল চন্দ্র মহন্ত। সঙ্গীতে ছিলেন– শ্রীকমলাকান্ত বর্মণ, শ্রীফুলমোহন বর্মণ ও তার সঙ্গীরা।
আলোচনায় ছিলেন- সর্বশ্রীঃ ডাঃ ক্ষিতিশ চন্দ্র বর্মণ, মনহরি বর্মণ, নকুল চন্দ্র মহন্ত, অতুল চন্দ্র প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে সবাই আনন্দ বাজারে প্রাসাদ গ্রহণ করেন
সংবাদ পরিবেশনে– দীনেশ চন্দ্রবর্মন (SPR)

নওগাঁ

গত ৩১ শে অক্টোবর ও ১লা নভেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার যুগপুরুষোত্তম পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শুভ ১২৬ তম আবির্ভাব বর্ষ-স্মরণ মহোৎসব ফাইভস্টার মন্দির অঙ্গন ঘোষপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন শুক্রবারের আনুষ্ঠানিকত ঃ- শ্রীমন্দিরে উষালগ্নে মাঙ্গলীকি, বিনতি প্রার্থনা, ৭.২২.২৪ সেকেণ্ড শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শুভ ১২৬ তম জন্মলগ্ন ঘোষণা, ১২৬ বার বন্দে পুরষোত্তম্ম্ ধ্বনি, উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনির সাথে সাথে শ্রীচরণে ফুল ও তুলসীপাতা নিবেদন। বিশেষ প্রার্থনা, বিনতি প্রার্থনা, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সৎসঙ্গ পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত ও মাতৃবন্দনা এক বিপুল আনন্দ উদ্দীপনায় পরিবেশিত হয়। সকাল ৯.৩০ মিনিটে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি ও রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-যীশু-শ্রীচৈতন্যের প্রতিকৃতি একসাথে বাধানো আলোকচিত্র সুন্দর করে সাজিয়ে ফাইভস্টার মন্দির থেকে ভক্তজন অংশগ্রহণ করেন। শহরের বাজার রাস্তা দিয়ে মুক্তির মোড় হয়ে কে, জি, স্কুলের রাস্তাধরে ব্যান্ডপার্টির বাদ্যযন্ত্র,

জয়ঢাক, হ্যান্ডমাইক, চোঙমাইক, মায়ের লালপাড় শাড়ি, দাদারা সাদা ধুতি-পাঞ্জবী পরিহিত হয়ে র‍্যালিতে শোভা বর্ধন করেন। কালিতলা দিয়ে ঘোষপাড়া, পালপাড়া হয়ে র‍্যালিটি এক বিশেষ দৃষ্টি নন্দনার মধ্য দিয়ে ইতি হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলংকৃত করেন নওগাঁ জেলার সহ-প্রতিঋত্বিক মহোদয় শ্রীসন্তোষ কুক্ষর প্রাং। বিকাল ৪ ঘটিকায় স্থানীয় শিল্পীবৃন্দের সঙ্গীত মুর্ছনায় অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন (১) স্মৃতিকণা দাস (২) তমা রাণী (৩) সুস্মিতা রায় (৪) তিথি রায় চৌধুরী (৫) ইভা রাণী সরকার (৬) শ্রীসন্তোষ প্রাং (S.P.R) (৭)শ্যামল প্রাং ও (৮) কামদামন্ডল। সঙ্গীত শেষে সমবেত প্রার্থনা, প্রার্থনান্তে বিশ্বশান্তি কল্পে বিশেষ প্রার্থনা, শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল শ্রীচরণে নওগাঁবাসীর চিরশান্তি ও রোগমুক্ত কামনায় ও দেশময় যে দাবানল তা পরিত্রাণের নিমিত্তে প্রার্থনা করা হয়।

অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনা করেন নওগাঁ জেলা শাখা সৎসঙ্গের সেক্রেটারী মহোদয় শ্রীকেশব চন্দ্র দাস (শিক্ষক)। তিনি একে একে ফুলের তোড়া দিয়ে মঞ্চে সকল অতিথিকে আমন্ত্রণ জানায়। প্রধান অতিথি জনাব মোঃ নাজমুল হক সনি ভাইকে (পৌরমেয়র, নওগাঁ) পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ মন্দির ঘোষপাড়া নওগাঁ এর ভূমিদাতা শ্রীবাদল সরকার। বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (পৌর কাউন্সিলর ৫নং ওয়ার্ড) ভাইকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করেন নওগাঁ জেলা শাখা সৎসঙ্গের প্রধান উদেষ্টা ইষ্টপ্রাণ শ্রীকমলেশ সরকার। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বাবু শ্রীসৌম চক্রবর্ত্তী সভাপতি, ফাইভস্টার মন্দির) কে নওগাঁ জেলা শাখা সৎসঙ্গের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীঅরূপকুমার সিং, বাবু শ্রী প্রদীপলস্কর (যুগ্ম-সম্পাদক, ফাইভস্টার মন্দির) কে শ্রী দেবাশীষ সরকার বাপি পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করেন। মঞ্চের অন্যান্য সুধীবৃন্দকে স্বস্তিসেবক সংঘ, নওগাঁর কর্মীবৃন্দ পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করেন।

সত্যানুসরণ পাঠ করেন শ্রীকেশব চন্দ্রদাস (নওগাঁ জেলা শাখা সৎসঙ্গ সাঃ সম্পাদক) শ্রীমদ্ভগবাদ্গীতা পাঠ করেন শ্রীঅনুপ কুমার সিং। তারপর ধর্মালোচনা পর্ব শুরু হয়। আলোচ্য বিষয় নির্ধারিত হয় "ধর্ম সংস্থাপনে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও দীক্ষা সমন্বিত শিক্ষা"। অনুষ্ঠানে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন (১) শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল হালদার (S.P.R) কেন্দ্রীয় আশ্রম, পাবনা। (২) অধ্যাপক যুগল কিশোর ঘোষ (S.P.R) কেন্দ্রীয় আশ্রম, পাবনা। (৩) শ্রীরঞ্জন কুমার সাহা (S.P.R) রাজবাড়ী।

আলোচনান্তে হাজার হাজার ভক্তানুরাগী বিশেষ আকর্ষণে বাউলগান শ্রবণে অপেক্ষমান। কানায় কানায় পরিপূর্ণ উৎসব অঙ্গনে রাত ৯.০০-১১.৪৫ মিনিট পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ মিত্রের বাউলগান পরিবেশিত হয়। সুধীজন তাদের মতামত প্রকাশ করতে করতে প্রসাদ হাতে বাড়ী ফিরেন। নওগাঁ জেলায় এ যেন এক আলোর ঢেই খেলার মতো। প্রতি প্রত্যেকেই রথিন মিত্রের বাউল গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ও আবারো অপেক্ষমান কবে হবে আবার এমন অনুষ্ঠান। শোভাযাত্রা ও রথিন মিত্রের বাউল সঙ্গীতের জন্য নওগাঁ জেলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারার প্রচারকার্য আরো একধাপ এগিয়ে গেলো। প্রতি প্রত্যেকেই সৎসঙ্গের ভাবধারা সম্পর্কে এক নতুন ধারণা লাভ করলো যা বিরূপমনের ব্যক্তিরাও সাদরে গ্রহণ করেছে।

দয়ালের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। অনুষ্ঠান সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের রাতুল চরণে নওগাঁ শাখা সৎসঙ্গীদের কোটি কোটি প্রণতি। বন্দেপুরুকোত্তমম্

গোপালগঞ্জ

৬.৬.২০১৪ ইংরেজী তারিখে বেদগ্রাম বিশ্বাস বাড়ী স্বর্গীয় ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাসের কনিষ্ঠা কণ্যা তৃষ্ণা বিশ্বাসের সৎনাম গ্রহণ উপলক্ষে সৎসঙ্গ সান্ধ্য অধিবেশন হয়। সহ-প্রতি-ঋত্বিক প্রমথ নাম বাগচী দীক্ষা অন্তে তারই পৌরোহিত্যে এবং সত্যরঞ্জন পাণ্ডের পরিচালনায় "শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য জীবন ও বাণী" বিষয়ে আলোচনা করেন প্রভাষক অমৃত লাল মন্ডল (আবদুর রউফ কলেজ) "সত্যানুসরণ" "নারীর নীতি", "পুণ্যপুঁথি" ও "গীতা" পাঠ করেন যথাক্রমে– তৃষ্ণা বিশ্বাস, সত্যরঞ্জন পাণ্ডে ও প্রমথ নাথ বাগচী (SPR)। রত্না কীর্তনায়া, মিনাক্ষী মণ্ডল এবং আরো ভক্তবৃন্দ আলোচনা ও কীর্তন করেন। অনুষ্ঠান অন্তে আন্দবাজারে সবাই প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সংবাদ পরিবেশনে– প্রমথ নাথ বাগচী

ঝিকরগাছা যশোর

গত ১ ফাল্গুন শুক্রবার ঝিকরগাছা থানাধীন ভান্ডার ঘর নিবাসী শ্রীগনেশচন্দ্র পাল (অধ্বর্য্যু) মহোদয়ের গৃহে শ্রীশেখর চন্দ্র মজুমদার মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান হয়। প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ ও শ্রীশ্রীগীতা থেকে পাঠ করেন শ্রীপ্রদীপকুমার গাঙ্গুলী ও শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃ ঋঃ] এরপর শ্রীস্বপন কুমার হালদার [সঃ প্রঃ ঋঃ] মহোদয়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণীর উপর বক্তব্য রাখেন–শ্রীগণেশ চন্দ্র পাল(অধ্বর্য্যু), শ্রীপ্রদীপ কুমার গাঙ্গুলী, শ্রীতাপসকুমার

পাল, শ্রীস্বপন কুমার হালদার [সঃ প্রঃ ঋঃ] ও শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃ ঋঃ] । সংবাদ পরিবেশনে– শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃ ঋঃ] ।

যশোর

গত ১২ ফাল্গুন ১৪২০ বঙ্গাব্দ মঙ্গলবার যশোর শহর নিবাসী ইষ্টপ্রাণ শ্রদ্ধেয় শ্রীবিমল রায় চৌধুরী [সঃ প্রঃ ঋঃ] মহোদয়ের নিজ বাসভবনে তাঁরই শুভ জন্মদিন উপলক্ষে এক উৎসব হয় । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বে করেন শ্রীভরতচন্দ্র বিশ্বাস ।

প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ পাঠ; শ্রীশ্রীগীতা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী থেকে পাঠ করেন – শ্রীবিধানচন্দ্র বিক্রম ও শ্রীসঞ্জয় কুমার নন্দী । এরপর শ্রীপ্রসেঞ্জিৎ কুমার দাসের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয় । শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শের উপর বক্তব্য রাখেন– শ্রীরবীন দেবনাথ, শ্রীগোপাল চন্দ্র অধিকারী, শ্রীসঞ্জয়কুমার নন্দী, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃ ঋ] শ্রীবিমলরায় চৌধুরী [সঃ প্রঃঋঃ] ও শ্রীভরত চন্দ্র বিশ্বাস ।

সংবাদ প্রেরণে– শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃ ঋ]॥

যশোর

গত ১৪ ফাল্গুন ১৪২০ বঙ্গাব্দ কেশবপুর থানাধীন আলতাপোল নিবাসী শ্রীঅচিন্তকুমার ঘোষ মহোদয়ের বাড়ীতে তারই মাতৃদেবীর প্রয়াণ উপলক্ষে শ্রাদ্ধাদি কর্ম সমাপনান্তে তাঁরই অত্মার শান্তি কামনায় এক সৎসঙ্গ হয় ।

প্রার্থনান্তে– সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা ও মাতৃমঙ্গল থেকে পাঠ করেন– শ্রীমোহন দেবনাথ, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃ ঋঃ] ও কুমারী সুমনারাণী বসু । এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণীর উপর বক্তব্য রাখেন– শ্রীবিশ্বজিৎ সরকার শ্রীরনজিৎ কুমার দাস, শ্রীসুকুমার দে [সঃ প্রঃ ঋঃ], শ্রীস্বপন কুমার হালদার [সঃ প্রঃঋঃ], শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃঋঃ] ।

সংবাদ প্রেরণে– দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃঋঃ]

সাৎক্ষীরা

গত ১৬ ফাল্গুন শনিবার তালা থানাধীন শ্রীমন্তকাঠী নিবাসী শ্রীচিত্তরঞ্জন সাধু [সঃ প্রঃঋঃ] মহোদয়ের গৃহাঙ্গনে তাঁরই প্রয়াত পিতৃদেবের মৃত্যু দিবস উপলক্ষে তাঁরই আত্মার শান্তি কামনায় এক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগন্নাথ সাধু । প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ পুণ্যপুঁথি, শ্রীশ্রীগীতা, নারীর নীতি ও মাতৃমঙ্গল গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে - শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টচার্য [সঃ প্রঃঋঃ], শ্রীবিধানচন্দ্র দাস, শ্রীসন্তোষকুমার দাস, ও শ্রীচিত্তরঞ্জন সাধু[সঃ প্রঃঋঃ] । এরপর শ্রীস্বপনকুমার হালদার [সঃপ্রঃঋঃ] মহোদয়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয় । শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণীর উপর বক্তব্য রাখেন শ্রীচিত্তরঞ্জন সাধু [সঃপ্রঃঋঃ], শ্রীসন্তোষকুমার দাস, শ্রীকাজলকুমার রাহা, শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস, শ্রীস্বপনকুমার হালদার [সঃপ্রঃঋঃ] ও শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টচার্য [সঃ প্রঃঋঃ] ।

সংবাদ প্রেরণে– দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃঋঃ]

যশোর

গত ২১ ফাল্গুন ১৪২০ বঙ্গাব্দ কেশবপুর থানাধীন মূলগ্রাম সার্বজনীন শ্রীশ্রীগোবিন্দ মন্দির অঙ্গনে– শ্রীস্বপন কুমার চক্রবর্ত্তী ।

মহোদয়ের মাতা প্রয়াত শ্রীমতি শান্তিলতা চক্রবর্তী মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁরই আত্মার শান্তি কামনায় এক মনোজ্ঞ সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান হয় । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীস্বপনকুমার চক্রবর্ত্তী । প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা ও মাতৃমঙ্গল গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন – শ্রীমোহন দেবনাথ, শ্রীআনন্দ কুমার অধিকারী ও কুমারী রিমি রায় । এরপর শ্রীপীযূষ কান্তি দাস মহোদয়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয় । শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণীর উপর বক্তব্য রাখেন– শ্রীসদানন্দ নন্দী ,শ্রীনিত্যানন্দ দত্ত [সঃ প্রঃঋঃ] ,শ্রীসুকুমার কুণ্ড [সঃ প্রঃঋঃ] ,শ্রীসুকুমার দে [সঃ প্রঃঋঃ], শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টচার্য [সঃ প্রঃঋঃ] ,শ্রীরনি কুমার সাহা [সঃ প্রঃঋঃ] ও শ্রীস্বপন কুমার চক্রবর্ত্তী ।

সংবাদ প্রেরণে– দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃঋঃ]

যশোর

গতি ২৮ ফাল্গুন ১৪২০ বঙ্গাব্দে বৃহস্পতিবার – চিনাটোলা সৈয়দমাহুদুপুর শাখা সৎসঙ্গ আশ্রম অঙ্গনে শ্রীরমেশচন্দ্র কুণ্ডু মহোদয়ের সভাপতিত্বে মাসিক উৎসব অধিবেশন হয় । প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা, ও মাতৃমঙ্গল গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন – শ্রীরমেশচন্দ কুণ্ডু , শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টচার্য [সঃ প্রঃঋঃ] ও কুমারী নিপারাণী পাল । এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শের উপর বক্তব্য রাখেন শ্রীরনজিৎকুমার দাস, শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ দাস [সঃ প্রঃঋঃ],শ্রীসুকুমার রায় [সঃ প্রঃঋঃ], শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ, [সঃ প্রঃঋঃ] শ্রীসুকুমার কুণ্ডু , [সঃ প্রঃঋঃ] ও শ্রীসুকুমার দে [সঃ প্রঃঋঃ]

সংবাদ প্রেরণে– দীনেশচন্দ্র ভট্টচার্য [সঃ প্রঃঋঃ]

যশোর

গত ১৩ চৈত্র ১৪২০ বঙ্গাব্দ শুক্রবার কেশবপুর থানাধীন মাগুরাডাঙ্গা নিবাসী ইষ্টপ্রাণ শ্রীসুকুমার দাস মহোদয়ের গৃহে তাঁরই প্রয়াত: পিতৃদেব মাতৃদেবীর আত্মার শান্তিকামনায় এক মনোজ্ঞ সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান হয় । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসন্তোষকুমার দাস । প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা ও মাতৃমঙ্গল গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন- শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবনাথ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃঋঃ] ও শ্রীমতি প্রার্থনারানী দাস । এরপর শ্রীসন্তোষকুমার দাস ও শ্রীশ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃঋঃ] মহোদয়ের সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয় । "পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান সেই ছেলেই হয় সাম্যপ্রাণ" এই বাণীর আলোকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শের উপর বক্তব্য রাখেন শ্রীবিশ্বজিৎকুমার দাস, শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দাস [সঃ প্রঃঋঃ] শ্রীনিত্যানন্দ দত্ত [সঃ প্রঃঋঃ], শ্রীসুকুমার কুণ্ডু [সঃ প্রঃঋঃ], শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃপ্রঃঋঃ] ও শ্রীসন্তোষকুমার দাস ।

সংবাদ প্রেরণে– দীনেশচন্দ ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃঋঃ]

যশোর

গত ২০ চৈত্র ১৪২০ বঙ্গাব্দ শুক্রবার মণিরামপুর থানাধীন মণিরামপুর নিবাসী শ্রীপরিমল কান্তি বিশ্বাস [যাজক] মহোদয়ের নিজ বাসভবনে শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃঋঃ] মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান হয় । প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা ও স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন- শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ, শ্রীসঞ্জয় কুমার নন্দী ও শ্রীমন্মোথ নাথ বিশ্বাস । মাতৃবন্দনা পরিচালনা করেন শ্রীমদনমোহন হালদার [যাজক] । এরপর শ্রীশ্রীকৃষ্ণপদ মল্লিক, [অধ্বর্য্যু], শ্রীমদন মোহন হালদার [যাজক] ও শ্রীমতি মাধবীলতা মল্লিক মায়ের সঙ্গীত দিয়ে অলোচনা সভা শুরু হয় । শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণীর উপর বক্তব্য রাখেন– শ্রীসুকুমার কুণ্ডু [সঃ প্রঃঋঃ] শ্রীযুগল কিশোর ঘোষ [সঃ প্রঃঋঃ] ও শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃঋঃ] ।

সংবাদ প্রেরণে– দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃঋঃ]

যশোর

গত ২৪ চৈত্র ১৪২০ বঙ্গাব্দ মঙ্গলবার কেশবপুর থানাধীন কাবিলপুর নিবাসী শ্রীঅনিল কুমার দাস মহোদয়ের গৃহাঙ্গণে শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবনাথ ও শ্রীসন্তোষকুমার দাস মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সৎসঙ্গ হয়। প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবনাথ ও শ্রীসন্তোষ কুমার দাস । এরপর শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ দাস, শ্রীশিবুপদ দাস, শ্রীমতি শীমারাণীদাস, শ্রীপীযূষকান্তি দাস ও শ্রীস্বপন কুমার হালদার [সঃপ্রঃঋঃ] । শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণীর আলোকে বক্তব্য রাখেন– শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দাস [সঃ প্রঃঋঃ], শ্রীস্বপন কুমার হালদার [সঃ প্রঃঋঃ], শ্রীসুকুমার সাহা [সঃ প্রঃঋঃ] । সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীরনজিৎকুমার দাস ।

যশোর

গত ১ বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দে মঙ্গলবার মনিরামপুর থানাধীনে সৈয়দমাহমুদপুর নিবাসী ইষ্টপ্রাণ শ্রীসুকুমার কুণ্ডু [সঃ প্রঃঋঃ] মহোদয়ের গৃহে শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সৎসঙ্গ হয় । প্রার্থনাশেষে সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা ও মাতৃমঙ্গল গ্রন্থথেকে পাঠ করেন- শ্রীমিঠুন কুমার কুণ্ড, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃঋঃ] ও শ্রীমতি লিমারাণী হাজরা ।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণীর উপর বক্তব্য রাখেন– শ্রীমিঠুন কুমার কুণ্ডু, শ্রীসুকুমার কুণ্ডু [সঃ প্রঃঋঃ] শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃঋঃ] ও শ্রীঅনিল কুমার ঘোষ ।

সংবাদ প্রেরণে– দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃ প্রঃঋঃ]

চট্টগ্রাম

বিগত ১৮/০৯/২০১৩ তারিখে আন্দর কিল্লা, রাজাপুর লেন, চট্টগ্রাম– রাজবিহারী দেবনাথ - এর গৃহে ননীগোপাল দেবনাথের (S.P.R) পৌরোহিত্যে সৎসঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করেন– "সত্যানুসরণ"– পশুপতি হালদার (S.P.R),"গীতা"– প্রমথ নাথ বাগচী (S.P.R), "পুণ্যপুঁথি"– ননীগোপাল দেবনাথ, "বেদ"– চৈতন্য শিকদার (S.P.R) ,"প্রেমল ঠাকুর" – পশুপতি হালদার । অনুকূলগীতি পরিবেশন করেন – চৈতন্য শিকদার, মুক্তা রাণী দেবনাথ ও প্রমথ নাথ বাগচী । "শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও সৎসঙ্গের আদর্শ"– বিষয়ে বক্তব্য রাখেন – অনন্ত কুমার রায় (S.P.R), সুকুমার রায় (S.P.R), ননীগোপাল দেবনাথ এবং আরো অনেকে ।

সংবাদ পরিবেশনে – প্রমথ নাথ বাগচী (S.P.R)

গোপালগঞ্জ

০৪/১০/২০১৩ তারিখে বেদগ্রাম, গোপালগঞ্জ – ভোলানাথ বিশ্বাসের নতুন গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে পবিত্র মহালয়ায় প্রমথ নাথ বাগচীর পৌরোহিত্যে সৎসঙ্গ অধিবেশন হয় । অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উত্তম কুমার মজুমদার । সত্যানুসরণ, পুণ্যপুঁথি, গীতা ও নারীর নীতি থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে– অমৃতলাল মণ্ডল, প্রমথ নাথ বাগচী, উত্তম কুমার মজুমদার

ও সত্যরঞ্জন পান্ডে । "সমাজ-সংসার উন্নয়নে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন – উত্তম কুমার মজুমদার প্রমথ নাথ বিশ্বাস, অমৃত লাল মণ্ডল, সত্যরঞ্জন পান্ডে ও প্রমথ নাথ বাগচী । অনুষ্ঠানে অগণিত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন ।

গত ২৮/০২/২০১৪তারিখে মডেল স্কুল রোড, গোপালগঞ্জে প্রভাষক সুকলাল বিশ্বাসের নবগৃহ প্রবেশ উপলক্ষে প্রমথ নাথ বাগচীর পৌরোহিত্যে এবং উত্তম কুমার মজুমদারের পরিচালনায় সৎসঙ্গ অধিবেশন হয় । সত্যানুসরণ, গীতা, নারীর নীতি ও পুণ্যপুঁথি থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে প্রমথনাথ বিশ্বাস, উত্তম কুমার মজুমদার, শক্তিময়ী গাইন ও প্রমথনাথ বাগচী । "গৃহ সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন– প্রমথ নাথ বিশ্বাস, উত্তম কুমার মজুমদার ও প্রমথনাথ বাগচী । অনুকূল গীতী পরিবেশন করেন – শক্তিময়ী গাইন । অসংখ্য ভক্ত অনুষ্ঠান অন্তে প্রসাদ গ্রহণ করেন ।

খাটরা, নীচুপাড়া নিবাসী উত্তম কুমার মজুমদারের গৃহে ১০/০৩/২০১৪ তারিখে তার স্বর্গীয় পিতৃদেব অনিলচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুবর্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা ও সৎসঙ্গ অধিবেশন হয় । সত্যরঞ্জন পান্ডের পরিচালনা এবং প্রমথনাথ বাগচী পৌরোহিত্য করেন । সত্যানুসরণ, গীতা, নারীর নীতি পুণ্যপুঁথি থেকে পাঠ করেন – যথাক্রমে বুলবুলি বালা, উত্তম কুমার মজুমদার, শান্তা মজুমদার এবং প্রমথ নাথ বাগচী । "পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান সেই ছেলে হয় সাম্যপ্রাণ" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন – সত্যরঞ্জন পান্ডে, প্রশান্ত সরকার, বুলবুলি বালা, শক্তিময়ী গাইন, কানাই লাল মহান্ত (প্রভাষক), হরষিৎ চন্দ্র বিশ্বাস (অবসর প্রাপ্ত– অধ্যাপক), প্রমথনাথ বাগচী এবং উত্তম কুমার মজুমদার । অনুষ্ঠানে অগণিত ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন ।

১৪/০৩/২০১৪ তারিখে গোবরা, গোপালগঞ্জ বিনয় কৃষ্ণ সরকারের গৃহে প্রমথ নাথ বাগচীর পৌরোহিত্যে এবং সত্যরঞ্জন পান্ডের পরিচালনায় বিশেষ সৎসঙ্গ অধিবেশন হয় । অনুষ্ঠানে শম্ভু, অমর, উজ্জ্বল, চম্পা, বিষ্ণু, রাম, প্রেমানন্দ, ভবসিন্ধু, শীলা, গৌরী, ব্যাণার্জী, এবং আরো অনেকে, অংশগ্রহণ করেন । অনুষ্ঠান শেষে অগণিত ভক্তবৃন্দ রিজার্ভ বাসে পুণ্যতীর্থ হিমাইতপুরধামে দোলপূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষে গমন করেন ।

২০/০৩/১৪ তারিখে আড়ুয়াকান্দি পঞ্চপল্লী সৎসঙ্গ মন্দিরে শুভ পঞ্চম দোল উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১২৬ তম আবির্ভাববর্ষ স্মরণে মহোৎসবের আয়োজন উপলক্ষে সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর অধিবাস পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ।২১/০৩/২০১৪ তারিখ – পঞ্চম দোল দিবসে ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিগ্রহ নিয়ে নাম কীর্ত্তন সহ পঞ্চপল্লী পরিভ্রমণ করেন । সন্ধ্যা বিনতির পর দ্বিজেন্দ্রলাল হালদারের (S.P.R.) সৎসঙ্গ, হিমাইতপুরের পৌরেহিত্যে (ক) "উৎসব আনে জাতির জাগরণ /সৃষ্টি করে জীবনের সম্পন্দন" ও (খ) "শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দিব্য জীবন ও বাণী "– বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । আলোচনা করেন – নারায়ণচন্দ্র বৈরাগী, প্রমথনাথ বাগচী (S.P.R), পীযূষ কান্তি ঘোষ (S.P.R.)– সৎসঙ্গ, পাবনা, ও দ্বিজেন্দ্রলাল হালদার । সদগ্রন্থ "সত্যানুসরণ" "গীতা" ও "পুণ্যপুঁথি" পাঠ করেন যথাক্রমে– ধীমান মন্ডল, দ্বিজেন্দ্রলাল হালদার এবং অমৃত লাল মন্ডল । অনুকূলগীতি পরিবেশন করেন– দ্বিজেন্দ্রলাল হালদার ও নারায়ণচন্দ্র হালদার । অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন – অমৃতলাল মন্ডল ।

২২.০৩.২০১৪ তারিখে নীলরতন ঢালীর সভাপতিত্বে এবং বিশ্বনাথ কীর্ত্তনিয়ার সহ-সভাপতিত্বে (ক) "সর্বসমস্যার সমাধানে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দিব্য জীবন ও বাণী" এবং (খ) "সুবিবাহ ও সুপ্রজনন বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবদান " বিষয়ে আলোচনা সভা- অনুষ্ঠিত হয় । সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন প্রানেশ্বর ঘোষাল (S.P.R.)-সাভার, ঢাকা এবং বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন – দ্বিজেন্দ্রলাল হালদার, প্রমথনাথ বাগচী, মৃনাল কান্তি বাছাড় (S.P.R), অমৃতলাল ঢালী (S.P.R), কার্ত্তিকচন্দ্র সরকার (S.P.R), শ্রীদাস বাড়ৈ (সেবক, কালীগঙ্গা) । অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন পীযূষ কান্তি ঘোষ (সঃপ্রঃঋঃ) এবং অন্যান্য বক্তবৃন্দ, নির্মল কান্তি ঢালী, অমৃতলাল ঢালী, প্রমথনাথ বাগচী, প্রাণেশ্বর ঘোষাল ও দ্বিজেন্দ্রলাল হালদার । অনুকূল–গীতি ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন– প্রিয়া মন্ডল, হরিদাস বৈদ্য, শেফালী বিশ্বাস, সুকদেব বালা ও দ্বিজেন্দ্রলাল হালদার ।

দ্বিজেন্দ্রলাল হালদারের পৌরোহিত্যে সন্ধ্যা বিনতি অন্তে "সত্যানুসরণ" "গীতা" ও "পুণ্যপুঁথি থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে দ্বিজেন্দ্রলাল হালদার এবং প্রমথনাথ বাগচী । আলোচনা করেন পীযূষ কান্তি ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলাল হালদার । অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অমৃতলাল । ১৫ জন সৎনামে দীক্ষাগ্রহণ করেন ।

২৩.০৩.২০১৪ তারিখে কলিগ্রামের বিশিষ্ট সৎসঙ্গী সুনীল কুমার বিশ্বাসের গৃহে জলিরপাড় বঙ্গরত্ন মহাবিদ্যালয়ের

অবসরপ্রাপ্ত সহ-অধ্যক্ষ সনাতন রায়ের আয়োজনে বিশেষ সৎসঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল হালদারের পৌরোহিত্যে "অনুকূলচন্দ্রের দিব্য জীবন ও বাণী" বিষয়ে অলোচনা করেন পরিমল ঘোষ, মনিতোষ বাগচী (প্রভাষক - বঙ্গরত্ন মহাবিদ্যালয়) সুনীল কুমার বিশ্বাস, শচীন্দ্রনাথ বৈরাগী। শচীনদা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

২৮/০৪/২০১৪ তারিখে হিমাইতপুর ,পাবনা সৎসঙ্গের নিয়তকর্মী নিত্যরঞ্জন পান্ডের ভাই সত্যরঞ্জন পান্ডের নবগৃহ প্রবেশ উপলক্ষে কাড়ার গাতিতে বিশেষ সৎসঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রমথ নাথ বাগচীর পৌরোহিত্যে, উত্তমকুমার মজুমদারের পরিচালনায় "শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণী" বিষয়ে আলোচনা করেন এ্যাডভোকেট জগদীশচন্দ্র বৈদ্য- (প্রধান বক্তা), প্রমথ নাথ বাগচী, প্রমথ নাথ বিশ্বাস, উত্তমকুমার মজুমদার, সত্যরঞ্জন পান্ডে, সমীর ব্যাণার্জী, প্রদীপ সরকার এবং আরো অনেকে। অনুকূল গীতি পরিবেশন করেন শক্তিময়ী গাইন, প্রমথ নাথ বাগচী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ। অনুষ্ঠান অন্তে অসংখ্য ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

০২/০৫/২০১৪ তারিখে পবিত্র অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে গোপালগঞ্জ কাড়ার গাড়ী নিবাসী ডাঃ প্রবীর কুমার ব্যাণার্জীর পিতা বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও ডাক্তার প্রফুল্ল কুমার ব্যাণার্জীর নবগৃহ প্রবেশ উপলক্ষে বিভিন্ন জেলার বিশিষ্ট নিষ্ঠাবান, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বিধান মত মহাযজ্ঞানুষ্ঠান প্রথম পর্যায়ে শেষ হয়। প্রমথ নাথ বাগচীর পৌরোহিত্যে এবং অমৃত বালার (প্রভাষক) পরিচালনায় দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশেষ সৎসঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সদ্‌গ্রন্থাদি "সত্যনুসরণ" "গীতা" "নারীর নীতি" ও "পুণ্যপুঁথি" থেকে যথাক্রমে পাঠ করেন অমৃত লাল মন্ডল, প্রণব কুমার বালা, বুলবুল বালা ও প্রমথ নাথ বাগচী। "সর্ব সমস্যার সমাধানে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অবদান " বিষয়ে বক্তব্য রাখেন– অমৃত লাল মন্ডল (প্রভাষক – আবদুর রউফ কলেজ); সত্যরঞ্জন পান্ডে, শেখর কুমার বিশ্বাস, প্রমথনাথ বাগচী এবং ইঞ্জিনিয়ার পুঞ্জুপ্রভা বালা (গোপালগঞ্জ পৌরসভা) স্মরণীয় যে - পুঞ্জুদা বিশেষ জরুরী কাজে দূরে অবস্থান করলেও ঠাকুরের অধিবেশনে সময়মত যোগদান করেন নবগৃহ প্রবেশ উপলক্ষে সবার শুভাশিষ ও মঙ্গল কামনা করে – গৃহস্বামী প্রফুল্লদা ও তাঁর স্ত্রী গৌরী ব্যাণার্জী সারগর্ভ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। অনুকূলগীতি পরিবেশন করেন – বুলবুলি বালা, শক্তিময়ী গাইন, প্রণব কুমার বালা, প্রীতিশ কুমার বালা এবং পুঞ্জুপ্রভা বালা। স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও হরিবাসরের দাদা ও মায়েরা পরে বিভিন্ন ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। পরিবারের সকল সদস্য সর্বক্ষণ সবার আশীর্বাদ কামনা করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। সারাদিন বিভিন্ন পর্যায়ে ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেণ। – সংবাদ পরিবেশনে প্রমথনাথ বাগচী (S.P.R)

গোপালগঞ্জ

২৫/০৬/২০১৪ তারিখে খাটরা নীচুপাড়া নিবাসী প্রশান্ত কুমার সরকারের গৃহে তার স্বর্গীয় পিতৃদেব প্রভাত কুমার সরকার ও প্রশান্তর কাকার মৃতুবার্ষিকী স্মরণ ও বিদেহী আত্মার সদগতি কামনায় বিশেষ সৎসঙ্গ অধিবেশন হয়। প্রমথ নাথ বাগচীর (স.প্র.ঋ.) পৌরোহিত্যে এবং অমৃতলাল মন্ডলের (প্রভাষক) পরিচালনায় সন্ধ্যাবিনতি অন্তে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন– অমৃতলাল মন্ডল, কানাই লাল মহন্ত (প্রভাষক) ও প্রমথনাথ বাগচী। সদ্‌গ্রন্থ সত্যানুসরণ, গীতা, নারীর নীতি ও পুণ্যপুঁথি থেকে পাঠ করেন – রত্না কীর্ত্তনীয়া ও কানাই লাল মহন্ত। অনুষ্ঠান অন্তে ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

২৯/০৬/২০১৪ তারিখে ব্যাঙ্ক পাড়া নিবাসী প্রদীপ কুমার সরকারের নবগৃহ প্রবেশ, সৎসঙ্গ মন্দির উদ্বোধন ও নতুন দোকানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন তথা সার্বিক মঙ্গল কামনায় বিশেষ সৎসঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় দিনের পূর্বাহ্নে সহ-প্রতি-ঋত্বিক নিরাপদ সন্ন্যাসীর পৌরহিত্যে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজা নতুন মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। মধ্যাহ্নে অনেক ভক্ত আনন্দ বাজারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। নিরাপদ সন্ন্যাসীর পৌরহিত্যে এবং ও প্রমথনাথ বাগচীর (স.প্র.ঋ) পরিচালনায় "যুগসমস্যার সমাধানে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দিব্য জীবন ও বাণী" বিষয়ে আলোচনা করেন– প্রভাষক কানাই লাল মহন্ত, ইঞ্জিনিয়ার সুশীল কুমার সমাজপতি, প্রভাষক অমৃতলাল মন্ডল, পাবনা কেন্দ্রিয় আশ্রম থেকে আগত নিত্যরঞ্জন পান্ডে (স. প্র.ঋ), প্রদীপ কুমার সরকার ও প্রমথনাথ বাগচী। সদ্‌গ্রন্থাদি "সত্যানুসরণ," "গীতা", "নারীর নীতি" ও পুণ্যপুঁথি" থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে মিহির কান্তি বৈদ্য (শিক্ষক, যুগশিক্ষা) , সত্যরঞ্জন পান্ডে, পূজা সরকার ও প্রমথ নাথ বাগচী। অনুকূলগীতি ও বিভিন্ন ধর্মীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন পূজা সরকার, শক্তিময়ী গাইন, প্রমথনাথ বাগচী, নিরাপদ ও প্রীতম সরকার। অনুষ্ঠান অন্তে অসংখ্য ভক্তবৃন্দ আনন্দ বাজারে প্রসাদ গ্রহণ করেণ।

সংবাদ পরিবেশনে – প্রমথনাথ বাগচী (স. প্র.ঋ)

প্রার্থনার সময়সূচি

(বাংলাদেশ সময়ানুসারে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা সূর্যোদয়ের ৩০ মিনিট পূর্বে এবং সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা সূর্যাস্তের সাথে সাথে)

মাসের	তারিখ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
নাম	সময়																															
জানুয়ারি	প্রাতঃ	৬.২২	৬.২২	৬.২২	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২২
	সন্ধ্যা	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৮
ফেব্রুয়ারি	প্রাতঃ	৬.২২	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.১৯	৬.১৮	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৫	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৩	৬.১২	৬.১১	৬.১১	৬.১০	৬.০৯	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৫			
	সন্ধ্যা	৫.৪৯	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০০	৬.০১	৬.০২	৬.০২	৬.০২	৬.০৩	৬.০৪	৬.০৪			
মার্চ	প্রাতঃ	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫
	সন্ধ্যা	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.০৯	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১১	৬.১১	৬.১২	৬.১২	৬.১২	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৭
এপ্রিল	প্রাতঃ	৫.৩৪	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩১	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৩	৫.২২	৫.২১	৫.২১	৫.২০	৫.১৯	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৫	৫.১৫	৫.১৪	৫.১৩	৫.১২	৫.১২	৫.১১	৫.১০	৫.১০	৫.০৯	
	সন্ধ্যা	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৯	৬.১৯	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.২১	৬.২১	৬.২২	৬.২২	৬.২২	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৬	৬.২৬	৬.২৭	৬.২৭	৬.২৭	৬.২৮	৬.২৮	৬.২৮	৬.২৯	
মে	প্রাতঃ	৫.০৮	৫.০৮	৫.০৭	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৫	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৩	৫.০৩	৫.০২	৫.০২	৫.০১	৫.০০	৫.০০	৪.৫৯	৪.৫৯	৪.৫৮	৪.৫৮	৪.৫৭	৪.৫৭	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫
	সন্ধ্যা	৬.২৯	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩১	৬.৩১	৬.৩২	৬.৩২	৬.৩৩	৬.৩৩	৬.৩৪	৬.৩৪	৬.৩৫	৬.৩৫	৬.৩৬	৬.৩৬	৬.৩৭	৬.৩৭	৬.৩৮	৬.৩৮	৬.৩৯	৬.৪০	৬.৪০	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪২	৬.৪২	৬.৪২	৬.৪৩	৬.৪৩
জুন	প্রাতঃ	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৭	৪.৫৭	
	সন্ধ্যা	৬.৪৩	৬.৪৪	৬.৪৪	৬.৪৪	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৭	৬.৪৭	৬.৪৮	৬.৪৮	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	
জুলাই	প্রাতঃ	৪.৫৭	৪.৫৮	৪.৫৮	৪.৫৯	৪.৫৯	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০১	৫.০১	৫.০২	৫.০২	৫.০২	৫.০২	৫.০৩	৫.০৩	৫.০৩	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৭	৫.০৭	৫.০৮	৫.০৮	৫.০৯
	সন্ধ্যা	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৪৮	৬.৪৭	৬.৪৭
অগাস্ট	প্রাতঃ	৫.০৯	৫.১০	৫.১০	৫.১১	৫.১১	৫.১২	৫.১২	৫.১৩	৫.১৩	৫.১৩	৫.১৪	৫.১৪	৫.১৪	৫.১৫	৫.১৫	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.২০	৫.২০	৫.২০
	সন্ধ্যা	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৪	৬.৪৩	৬.৪৩	৬.৪২	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪০	৬.৩৯	৬.৩৯	৬.৩৮	৬.৩৭	৬.৩৬	৬.৩৬	৬.৩৫	৬.৩৪	৬.৩৩	৬.৩৩	৬.৩২	৬.৩১	৬.৩০	৬.৩০	৬.২৯	৬.২৮	৬.২৭	৬.২৬	৬.২৫	৬.২৪
সেপ্টেম্বর	প্রাতঃ	৫.২১	৫.২১	৫.২২	৫.২২	৫.২২	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩০	
	সন্ধ্যা	৬.২৩	৬.২২	৬.২১	৬.২০	৬.১৯	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৫	৬.১৪	৬.১৩	৬.১২	৬.১১	৬.১০	৬.০৯	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৫	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	
অক্টোবর	প্রাতঃ	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৬	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৩	৫.৪৪
	সন্ধ্যা	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫	৫.৩৪	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৭
নভেম্বর	প্রাতঃ	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৮	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০১	৬.০১	৬.০২	৬.০২	৬.০৩	৬.০৩	
	সন্ধ্যা	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৩	৫.২৩	৫.২২	৫.২২	৫.২১	৫.২১	৫.২০	৫.২০	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	
ডিসেম্বর	প্রাতঃ	৬.০৪	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১২	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৯	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২২
	সন্ধ্যা	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৫.২১	৫.২১	৫.২১	৫.২১	৫.২২	৫.২২	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৭

প্রস্তুতকারক ঃ শ্রীঅসিতকুমার মণ্ডল (সহ-প্রতিঋত্বিক), সহযোগিতায় ঃ শ্রীঅরবিন্দকুমার মণ্ডল (যাজক), সাতক্ষীরা।